আনা কারেনিনা

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—এগারো সিকা—

তৃতীয় সংস্করণ

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্ত্তৃক
প্রকাশিত এবং পি, বি. প্রেস ১৮ নং মারকুইস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীচণ্ডীচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষকে

আনা কারেনিনা

মস্কাউ স্টেশন। বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। এখনই সেন্ট্ পিটার্সবার্গ হইতে একটি গাড়ী আসিবে।

অনেকক্ষণ আগে হইতেই দু'চার জন করিয়া লোক জমিতে জমিতে বেশ ভিড় হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ-বা দাঁড়াইয়া গল্পগুজব করিতেছে, কেহ-বা আপন মনেই পায়চারী করিতেছে, আবার কেহ-বা নিজেদের মাল-পত্র চারপাশে ছড়াইয়া তাহাদেরই একটার উপর বসিয়া ধূমপান করিতেছে।

ইহার মধ্য হইতে ষ্টিপান তাহার বন্ধুকে আবিষ্কার করিয়া তাহার জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিল। যাহার জামায় টান পড়িল, সেই প্রিয়দর্শন তরুণটি ঈষৎ বিরক্তভাবেই মুখ ফিরাইল। কিন্তু ষ্টিপানকে দেখিয়াই তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "আরে ষ্টিপান যে, ভালো ত ?"

ষ্টিপান কৃত্রিম বিনয়ের সহিত কহিল, "জাঁহাপনার যে হঠাৎ এখানে আগমন ? এমন অসময়ে !···তারপর, আজকাল যে তোমার পাত্তাই পাওয়া যায় না হে, ব্যাপার কি ?"

যুবকটি লজ্জিতভাবে ঈষৎ হাসিয়া জবাব দিল, "তোমারই শ্বশুর-বাড়ীতে কাল সন্ধ্যেবেলা এমন জমে গেলাম যে, সেখান থেকে ফিরতে একেবারে রাত দু'টো বেজে গেল। তারপর কি আর ক্লাবে যাওয়া যায় ?···তা ছাড়া কাল ফুর্ত্তির মাত্রাটাও একটু বেশী হ'য়ে গিয়েছিল কিনা !"

ষ্টিপান একপ্রকার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা ভ্রন্‌স্কি, কিটিকে তোমার কেমন লাগছে ?"

উত্তরে ভ্রন্‌স্কি শুধু হাসিল। ষ্টিপান সে হাসির মনোমত অর্থ করিয়া লইল। কিছুদিন হইতেই ভ্রন্‌স্কি ঘন ঘন ষ্টিপানের শ্বশুরবাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে, এবং সে গতায়াতের উদ্দেশ্য যে ষ্টিপানের রূপসী শ্যালিকা কিটিকে প্রণয়-নিবেদন, তাহাও কাহারো অজানা ছিল না। ভ্রন্‌স্কি রূপবান, বিত্তবান এবং সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। সেনাদলে সে বড় চাকরী করে, সেখানেও সে সকলের প্রিয়পাত্র। সুতরাং পাত্র হিসাবে সে যে খুবই লোভনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং কিটির মা সেইজন্যই প্রাণপণে এই ব্যাপারে সহায়তা করিতেছিলেন, যদিচ কিটির বাবা প্রিন্স স্কারবেট্‌স্কি এই 'চোখ-ধাঁধাঁনো' ছেলেটিকে একটু সন্দেহের চোখেই দেখিতেন।

কিটির কথা উঠিতেই ষ্টিপানের মনে পড়িয়া গেল তাহার বন্ধু লেভিনের কথা। সে-ও কাল মস্কাউতে আসিয়াছে এই একই উদ্দেশ্যে। সে বাল্যকাল হইতেই কিটিদের পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট, কিটিও তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। তবুও লেভিন কখনও ভরসা করিয়া কিটির কাছে বিবাহের কথাটা পাড়িতে পারে নাই। তাহার কারণ লেভিনের দুর্নিবার লজ্জা। তা ছাড়া সে গ্রামে থাকে, শহুরেয়ানায় সে তেমন রপ্তও নয়, সেটা পছন্দও করে না। অথচ সেইজন্যই অহরহ সে মনে করে যে শহরের লোকে তাহাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। কিটিও তাহাকে পছন্দ করে কিনা এ বিষয়ে তাহার যথেষ্টই সন্দেহ ছিল, সেইজন্য সে ভরসা করিয়া আজ পর্য্যন্ত এ প্রস্তাব করিতে পারে নাই। বার বার আসিয়াছে এবং আসল কথাটা না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে। তবে, ষ্টিপান যতদূর জানে, এবার সে প্রায় মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে এবং

মস্কাউতে আসিয়াছে এই ব্যাপারেরই একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া ফেলিবার জন্য। কাল সেই উদ্দেশ্যে সে সন্ধ্যার সময় কিটিদের বাড়ীর দিকেও গিয়াছিল—তবে কতদূর কি হইয়াছে তাহা ষ্টিপান এখনও জানে না।

ষ্টিপান একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। খানিকটা চুপ্ করিয়া থাকিয়া কতকটা যেন আপন মনেই ভ্রন্‌স্কি কহিল, "গাড়ীটা আজ কী দেরিই করছে!"

ষ্টিপান হাসিয়া কহিল, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বলো দেখি? কে আসবেন আজ?"

"না, না, তেমন কেউ নয়, মা আসছেন। আর তোমার কে, ভগ্নীপতি?"

"না, ভগ্নী—আনা কারেনিনা।"

তাহার পর একটা ফরাসী ছড়া কাটিয়া ষ্টিপান কহিল, "রাশিয়ার অভিজাত সমাজে যার মত সুন্দরী আর দুটি নেই! আনাকে তুমি চেন নিশ্চয়ই?"

"না ভাই, মনে পড়ছে না। তবে তোমার জাঁদরেল বোনাইকে না চিনে উপায় নেই, তাই চিনি।"

"হাঁ জব্বর লোক বটে এলেক্সি। ওর মত বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিক রাশিয়াতে খুব অল্পই আছে!"

"আমার ভাই ওসব ভালো লাগে না, কাজেই ও খবরও জানি না। তবে হাঁ, ঘোড়দৌড়ের খবর, থিয়েটারের অভিনেত্রীর ঠিকানা, এসব বলো ত আমি আছি।"

ষ্টিপান কথাটা চাপা দিয়া লেভিনের কথাই তুলিল, "কালকের চায়ের আসরে আমার বন্ধু লেভিনের সঙ্গে তোমার আলাপ হ'য়েছে

নিশ্চয়? লেভিন ছোক্‌রার মত সরল সহৃদয় বন্ধু আমি জীবনে আর পেলাম না, ওর অন্তঃকরণ সোনা দিয়ে গড়া, খুব উঁচু মন ওর!”

ভ্রন্‌স্কি একটু অবাক্‌ হইয়া গেল, “কিন্তু ওঁকে ত কাল সারাক্ষণ গম্ভীরই দেখলাম, মনে হ’ল যেন ভদ্রলোক নেহাতই অসামাজিক—”

বাধা দিয়া ষ্টিপান বলিল, “না না তুমি ভুল ক’রেছ। অবশ্য ও সে-রকম কেতাদুরস্ত নয় বটে, মাঝে মাঝে একটু গম্ভীর হ’য়েও পড়ে, তবে লোকটা খুব খাঁটি। কিন্তু তার বিমর্ষ হবার কারণ—”

ষ্টিপান গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল;—হঠাৎ তাহার বন্ধুর এতটা গম্ভীর হওয়ার কারণ কি। তবে কি লেভিনের কপাল পুড়িল? একটু পরে সে বলিতে লাগিল, “হ’য়েছে, বুঝতে পেরেছি। কালকে তা’হলে ছোক্‌রার চরম দুর্দ্দিন গেছে, আর তুমিই তার দুঃখের কারণ ঘটিয়েছ। সে কিটিকে ভালবাসত—।”

ব্যগ্র কণ্ঠে ভ্রন্‌স্কি প্রশ্ন করিল, “তুমি কি ব’লতে চাও, সে কাল কিটিকে বিবাহের প্রস্তাব—”

“হাঁ করেছিল এবং কিটি নিশ্চয়ই তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।”

কথাটা শুনিয়া ভ্রন্‌স্কির মনপ্রাণ আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠিল। তাহা হইলে তাহারই জন্য কিটি অন্যের প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া দেখিতে পারিয়াছে, শুধু তাহারই জন্য!...ইতিমধ্যে গাড়ী আসিয়া পড়িল। ভ্রন্‌স্কি তাড়াতাড়ি তাহার মায়ের খোঁজে সাম্‌নে আগাইয়া গেল।

ব্যস্তবাগীশ যাত্রীরা ইহার মধ্যেই প্লাট্‌ফর্‌মে নামিয়া পড়িয়াছে, ফলে ভ্রন্‌স্কির একটু অসুবিধাই হইতে লাগিল। সে অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক চাহিতেছে এমন সময় গার্ড তাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, “ওই যে, ওই গাড়ীতে আছেন কাউণ্টেস্‌ ভ্রন্‌স্কি!”

সে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু

মায়ের পরিবর্ত্তে দেখিল, জনৈকা তরুণী নামিবার জন্য দরজার পাশেই দাঁড়াইয়া আছে। ভ্রন্‌স্কি সসম্ভ্রমে খানিকটা পিছাইয়া আসিয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। মেয়েটিকে দেখিলেই মনে হয় কোন উচ্চবংশের মেয়ে। গাড়ীতে উঠিবার সময় ভ্রন্‌স্কি পিছন ফিরিয়া মেয়েটিকে আর একবার না দেখিয়া পারিল না। এ রকম সুন্দরী মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না—বিশেষ করিয়া তাহার মুখের সুদুর্লভ কমনীয়তা ভ্রন্‌স্কিকে বেশী রকম আকৃষ্ট করিল। সে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তরুণীটিও মুখ তুলিয়া তাহার পানেই চাহিয়া আছে। চোখে চোখ মিলিতেই মেয়েটির ঠোঁটের উপর দিয়া ত্বরিতে বিজলীরেখার মত এক ঝলক হাসি ভাসিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে মিলাইয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই জননীর আহ্বানে ভ্রন্‌স্কি চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল কিন্তু মন তাহার পিছনে পড়িয়া রহিল। মায়ের সহিত কথা কহিতে কহিতে সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, বোধ করি সেই মেয়েটিই কাহার সহিত গল্প করিতেছে, বাতাসে তাহার মধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

খানিক পরে মেয়েটি গাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, মুখ-চোখে তাহার উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভ্রন্‌স্কি-গৃহিণী তাহাকে শুধাইলেন, "হাঁ মা আনা, তোমার ভাইকে পেলে ?"

মেয়েটি বলিল, "নাঃ, তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

ভ্রন্‌স্কি বলিল, "মাপ ক'রবেন, আমি আপনাকে চিন্‌তে পারিনি। ষ্টিপান ত' আমার সঙ্গেই এসেছে। আপনি বসুন, আমি দেখ্‌ছি হতভাগাটা গেল কোথায়।"

বলিয়া ভ্রন্‌স্কি তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। আনা জানালা দিয়া মুখ

বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল। নীচে দাঁড়াইয়া ভ্রন্স্কি মুখে হাত দিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "ষ্টিপান, ষ্টিপান, এই যে, এইখানে—"

ষ্টিপান ভিড় ঠেলিয়া তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিল।

ভ্রাতার সহিত চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আনা ভ্রন্স্কি-গৃহিণীর কাছে আসিয়া বলিল, "তা হ'লে আসি মা।"

আনার ললাটে চুম্বন করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "আচ্ছা এস মা—কিন্তু তোমায় ছাড়্‌তে ইচ্ছে করে না বাছা!"

তারপর পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "জানিস্ বাবা, সারারাস্তাটা ও আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। আনা এমন গল্প ক'রতে পারে যে, ওর মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে যেতে হয়! ভারি মিষ্টি মেয়ে।"

পরক্ষণেই আনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তোমার সেরিওজার জন্যে ভেবো না বাছা, দুটো দিন সে অনায়াসেই তার বাপের কাছে থাক্‌তে পার্‌বে।"

একটু হাসিয়া ভ্রন্স্কিকে বলিলেন, "এমন পাগ্‌লি মেয়ে, বলে কিনা 'আমি ফিরে যাবো, আজই ফিরে যাবো, ছেলেটার যদি অসুখ-বিসুখ করে?' কত ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্‌লাম, 'আট বছরের ছেলে, তোমায় ছেড়ে দু'চার দিন খুব সে থাক্‌তে পারবে।' তবু কি শান্ত হয়! তা বাপু ওর মনের অবস্থা এমনধারা হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়, এই সবে প্রথম ছেলে ছেড়ে বাইরে আস্‌ছে।"

সলজ্জ আনন্দে আনার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে মৃদু প্রতিবাদের সুরে কহিল, "কেবল আমিই সারা রাস্তা আমার ছেলের কথা ভেবেছি, আর আপনি—?" বলিয়া সে ভ্রন্স্কির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, "জানেন, সমস্তক্ষণ উনি ওঁর ছেলের কথাই ব'লেছেন, অবশ্য আমিও আমার ছেলের কথা যে না-বলেছি তা নয়, তবে উনিও কম

যান না—ওঁর এই কচি খোকাটির কথা শুন্‌তে শুন্‌তে সারাটা পথ আস্‌তে হ'য়েছে।"

তারপর বিদায়পর্ব্ব শেষ করিয়া আনা তাহার ভ্রাতার সহিত নামিয়া গেল। এই নবপরিচিতা তরুণীর কথাবার্ত্তায় ভ্রন্‌স্কি যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে যখন চলিয়া যাইতেছিল ভ্রন্‌স্কি তাহারই পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। তরুণীটি তাহার দেহভারে এতটুকুও ধীরগামিনী নহে। সে হরিণীর মতই লঘুপদবিক্ষেপে ত্বরিতগতিতে নিমিষে নয়নের অন্তরালে মিলাইয়া গেল। ভ্রন্‌স্কির মনে হইল যেন সে দৃশ্য চিরতরে আঁকা রহিবে তাহার মনে।

একটু পরে ভ্রন্‌স্কিও তাহার জননীকে লইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু অকস্মাৎ দেখা গেল যাহারা গাড়ী হইতে মালপত্র লইয়া নামিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের পিছনে বিরাট জনতা—সকলেরই কৌতূহলী দৃষ্টি। রঙীন টুপী পরিয়া স্টেশন-মাষ্টারও আসিতেছেন ইঞ্জিনের দিকে। ব্যাপার কি! ষ্টিপান আনাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "বসো, দেখে আসি কী হ'য়েছে, ভিড় কমে গেলে তারপর যাওয়া যাবে।"

বৃদ্ধা ভ্রন্‌স্কি-গৃহিণীও আনাকে পাইয়া মুখর হইয়া উঠিলেন। খানিক পরে এক বাবুর্চ্চির মুখে জানা গেল যে, একজন রেলকর্ম্মচারী গাড়ীর তলে পড়িয়া কাটা গিয়াছে,—হয়ত অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফল।

ষ্টিপান কাঁদ-কাঁদ মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আহা বেচারী! লোকটির সংসারে আর কেউ নেই, কেবল স্ত্রী আর পুত্র। বৌটিও এসেছে দেখলাম। মেয়েটা আছড়ে প'ড়ল স্বামীর বুকে,…পাঁচজনে তাকে কত বোঝাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই সে স্বামীর মৃতদেহ ছেড়ে দিতে চায় না। ইস্‌, সে কী করুণ, বীভৎস দৃশ্য—!"

ভ্রন্‌স্কি গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার বৃদ্ধা মাতার মুখেও নারীসুলভ বেদনার ছায়া পড়িল, আনা কারেনিনার কমনীয় সৌন্দর্য্যের মাঝে অকৃত্রিম গভীর দুঃখ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, যেন তাহার নিজের কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সে কহিল, "আহা বেচারী! বিধবা মেয়েটির কি হবে ভাই! ওকে কি কেউ সাহায্য ক'রতে পারে না। ওর জন্যে কিছু ক'রতে না পেরে আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে!"

কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই "একটু দাঁড়ান না আপনারা, আমি একবার দেখে আসি।" বলিয়া ভ্রন্‌স্কি চলিয়া গেল। একটু পরেই সে ফিরিয়া আসিল, এবং জননীর হাত ধরিয়া চলিল গাড়ীর আড্ডার দিকে। তাহাদের আগে আগে চলিয়াছে ষ্টিপান ও আনা। গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, এমন সময় স্টেশন-মাষ্টার মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া পিছন হইতে ভ্রন্‌স্কিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মশাই! আপনি যে অতগুলো টাকা আমার মৃতসহকারীর জন্য দিয়ে এলেন, তা ও টাকা কা'কে দেবো?"

একটু বিরক্ত হইয়াই ভ্রন্‌স্কি বলিল, "কেন, তার স্ত্রীকে। এই সহজ কথাটাও জিজ্ঞাসা করতে হয়?"

গাড়ীতে উঠিয়া ষ্টিপান বলিল, "ভ্রন্‌স্কি ছেলেটাকে আমার খুব ভালো লাগে, ছেলেটি বেশ।"

আনা যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, চমক ভাঙ্গিয়া বলিল, —"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখন তোমার খবর কি বলো দেখি।"

এতক্ষণ ষ্টিপান বেশ ভালোই ছিল, কুশলসংবাদের প্রসঙ্গ উঠিতেই তাহার মন দুশ্চিন্তায় ভরিয়া গেল। তবু সব কথাই তাহাকে খুলিয়া বলিতে হইবে। এ দুঃসময়ে আনা কারেনিনাই তাহার একমাত্র ভরসা।

সে যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এই—তাহার স্ত্রী ডলি তাহার

সহিত কথা ত বলেই না, এমন কি মুখ-দেখাদেখিও বন্ধ করিয়াছে। ষ্টিপানের ছেলেমেয়েদের পড়াইবার জন্য একজন ইংরাজ মহিলাকে রাখা হইয়াছিল। ষ্টিপানের সহিত দৈবাৎ তাহার একটা গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত তাহারই স্বহস্তলিখিত একখানি প্রেমপত্র ডলির হাতে আসিয়া পড়ে। ডলি তবু প্রথমটা হতাশ হয় নাই, সে আশা করিয়াছিল যে তাহার স্বামী তাহার সকল সন্দেহের নিরসন করিবে, বলিবে—'না গো, ওসব বাজে, ভূয়ো, মিথ্যে।' কিন্তু ষ্টিপান আপনার দুষ্কর্ম্মকে সহজে অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দিতে না পারার ফলেই এই পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

সব কথাই সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ষ্টিপানেরই দোষ একথা জানিয়াও কিন্তু আনা তাহার সাংসারিক অশান্তির জন্য মনে মনে বেদনা অনুভব করিল। গাড়ীতে সমস্তক্ষণ ষ্টিপান এই আলোচনাই করিল এবং এই ভাবিয়া সে মনে মনে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল যে, তাহার এই স্নেহশীলা বুদ্ধিমতী ভগিনীটি নিশ্চয় অবিলম্বে যাহা হউক একটা সুমীমাংসা করিবেই করিবে।

আনা কারেনিনা গাড়ী হইতে নামিয়া কাপড়জামা বদলাইবার পূর্ব্বেই ডলির ছেলেমেয়েদের খবর লইতে লাগিল, "আরে ট্যানিয়া দেখছি আমার সেরিওজার মতই বড় হয়েছে। তা ক'দিনের ছোট-বড় বই ত নয়। গ্রিসা কই, সে তো এইবার চার পেরিয়ে পাঁচে পা দেবে। এখন কোলেরটি বেশ ভালো আছে ত ভাই? তার ক'দিন আগে সর্দি হ'য়েছিল না?"

নিজের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন শুনিয়া ডলি আনার উপর খুশী না হইয়া পারিল না। আনার অটুট স্বাস্থ্য এবং তারুণ্য দেখিয়া ডলি মনে মনে একটু ঈর্ষিতও হইল, বলিল, "তোমায় সাতবছর

আগে যেমনটি দেখেছি, এখনও তেমনিই আছ দেখছি, কিছুই বদলায় নি। আচ্ছা এখন চলো তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাই।”

আনা একটা সোফার উপর দেহ এলাইয়া দিয়া বলিল, “হচ্ছে হচ্ছে, তার জন্যে অত ব্যস্ত কেন।”

তারপর ডলিকে আপনার বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, “আমি সব শুনেছি ভাই বৌদি।”

ডলি আশা করিতেছিল এইবারে বোধ হয় আনা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কতকগুলি বাঁধাবুলি আওড়াইয়া সমবেদনা প্রকাশ করিবে। এবং সেই কথা চিন্তা করিয়াই ডলি কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু আনা সে-রকম কিছুই করিল না, সে বলিল, “আমি তার পক্ষ নিয়ে তোমার কাছে দরবার ক’রতে চাই না ডলিন্‌কা, তোমাকে ভাই সান্ত্বনাও দিতে চেষ্টা ক’রব না, কারণ তা হয় না, অসম্ভব।” তারপর সে ডলির মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, “কিন্তু তোর জন্যে, কেবল তোরই কথা ভেবে আমার বড় কষ্ট হয় ভাই, বৌদি!” ডলি দেখিল আনার ডাগর দুটি চোখ অশ্রু-ছল-ছল হইয়া উঠিয়াছে। আনা তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

ডলি বুঝিল এখানে অন্তর এবং আন্তরিকতা একাকার হইয়া গিয়াছে। আনার সত্যকার ব্যথায় সে বিচলিত হইয়া অধীরভাবেই বলিল, “আমার সান্ত্বনা কিছুতেই নেই ভাই। যা ঘটে গেছে তারপর আমি আর কী নিয়ে বাঁচব! আমার কাছে সব মিথ্যে, সব নিরর্থক। আমি আমার স্বামীকে এত ভালবেসেছিলাম যে আমি তাকে কোনো দিন সন্দেহ ক’রব এ-রকম কথা স্বপ্নেও কল্পনা ক’রতে পারিনি। তাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়েছি। আমার রূপ, যৌবন সব খুইয়ে আমি আজ তার ছ’টি সন্তানের মা। ব্যস্—এখন আমি ভূয়ো হ’য়ে গেছি।

এ সংসারে আমার সুখ নেই, শান্তি নেই। এই যে একটু আগে আমি গ্রিসাকে পড়াচ্ছিলাম আমার এতটুকু ভালো লাগ্‌ছিল না, তার ছেলেকে আমি পড়াবো কেন! কিন্তু ক'দিন আগে আমার গ্রিসাকে পড়াতে ত খুবই ভালো লাগ্‌ত। না ভাই, আমার কোন উপায় নেই।...আমার কী হবে আনা!"

আনা ডলির বেদনাতুর ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া বলিল, "সত্যিই ত ডলি, কি করা যাবে, তুমি এর পর কি ক'রবে ভেবে দেখেছ? এমন ভাবে ত বেশী দিন চলবে না। এক্ষেত্রে কী ক'রলে সব চেয়ে ভালো হবে সেটাই ভাবা উচিত।"

ডলি হতাশ ভাবে বলিল, "আর ভাবা!—আমার সব শেষ হ'য়ে গেছে। আর একতিলও আমার এখানে থাকবার ইচ্ছে নেই, আমি ওর সঙ্গে আর বাস করতে পারব না। কিন্তু এমন পোড়া কপাল আমার, আমি ওকে ফেলেও দিতে পারি না প্রাণে ধ'রে। তার উপর ছেলেপুলে নিয়ে এমনই জড়িয়ে পড়েছি ভাই—আমি এই ক'দিন সারা দিনরাত শুধুই ভেবেছি, একটুও ঘুমোতে পারিনি, তবু কুল-কিনারা পাই না—"

ডলির মুখে আর কথা সরিতে চাহে না, তবুও সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল, "আমার আজ আট বচ্ছর বিয়ে হ'য়েছে...। আমাকে ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে ও কিনা প্রেম করতে গেল একটা মাষ্টারনীর সঙ্গে। আমারই ছেলেমেয়েদের যে পড়ায় সে হ'ল আজ ওর প্রেয়সী...তুমি আমার উপর অবিচার ক'র না আনা, ভেবে দেখ,..."

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, "তার কাছে ও নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে আলোচনা করে...আমায় নিয়ে তামাসাও করে হয়ত! তাকে ও 'প্রেয়সী' 'প্রিয়তমা' ব'লে চুমো খায়।...না, না, আনা...!"

ডলি অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, সে ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আনা নীরবে তাহার সকল কথাই শুনিয়া গেল। তাহারও অন্তর এই অসহায়া নারীর অবমাননায় বেদনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সে ডলিকে বলিল, "থাক্‌ ভাই, আমি ষ্টিভার কাছে যখন শুনেছিলাম তখন তার জন্য দুঃখিতই হ'য়েছিলাম।"

ডলি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "এতে তার আর কী এমন ক্ষতি হ'য়েছে। তার আনন্দের পসরা ত পূর্ণই রয়েছে।"

"না, না, এটা তোমার ভুল। সে বেচারী তোমার চেয়ে কম যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে না। আমি তাকে চিনি, তুমিও তাকে জান, সে সর্ব্বদাই আনন্দে থাকে, থাকতে চায়। আজ কিন্তু তার দিকে চেয়ে আমার কষ্ট হ'চ্ছিল, দুশ্চিন্তায় ষ্টিভার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। তার সে উজ্জ্বল দৃষ্টি নেই—মাথাটা হেঁট হ'য়েই আছে। সে আমায় কেবলই ব'লেছে, 'ডলি আমায় মার্জ্জনা ক'রতে পারবে না আনা, এ একেবারে অসম্ভব। আমি তার মান-মর্য্যাদা সব ডুবিয়ে দিয়েছি। আর ডলি—যাকে আমি পৃথিবীতে সকলের চেয়ে ভালোবাসি সেই ডলি—না, না আনা, আমি তার সব কিছু মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে কোন্‌ মুখে ক্ষমা চাইব?' অনবরত সে এই কথাই বলেছে।"

ডলি যেন স্বপ্ন দেখিতেছে, সে যেন অনেক দূরে ঘন বনানীর এক নিরালা কুটীরে বসিয়া আছে। অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে সে আনাকে বলিতে লাগিল, "আমি দেখছি তার দুর্গতি,—অসীম দুর্গতি। তার অন্তরের আগুন আমার চেয়ে অনেক বেশী ত হবেই! ও যে অপরাধী আর আমি নির্দ্দোষ। কিন্তু আমি তাকে কেমন ক'রে মার্জ্জনা ক'রব ভাই, আবার তারই স্ত্রী হ'য়ে আগেকার মত স্বচ্ছন্দে ঘর করব কী

ক'রে আনা! আমার বিগত দিনের প্রেমকে আমি আজও ভালো-বাসি, তাই ভেবে পাই না এখনকার জোড়াতালি দেওয়া মন নিয়ে আবার নতুন ক'রে সংসার গ'ড়ে তুলব কেমন ক'রে!'...

সে আনার বুকের মধ্যে লুকাইয়া চুপ করিয়া রহিল। আনা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল, "দেখ বৌদি, আমার অভিজ্ঞতা এদিক দিয়ে তোমার চেয়ে বেশী। আমার মনে হয়, এই জগতের পুরুষ, যারা পরকীয়া প্রেম ক'রে বেড়ায়, তাদের অন্তরেও কিন্তু নিজের স্ত্রীপুত্রের আসন অনেক উঁচুতে। তারা নিজের স্ত্রীকে ভালো ত বাসেই, ভয় করে, শ্রদ্ধাও করে—অন্তরের এই পার্থক্যের গণ্ডী তারা অতি গোপনে বজায় রাখে। সেখানে বাইরের কেউ নাক গলাতে পারে না। তা ছাড়া ষ্টিভা আজ ভেবেই উঠ্‌তে পারে না যে তার দ্বারা একাজ কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল, সত্যিই সে সম্মোহিত হ'য়ে গেছল—আজ তার নীচ কাজের জন্য সে বাস্তবিকই অনুতাপ ক'রছে। তুইও ত ভাই কষ্ট পাচ্ছিস খুব, অত ভাবলে অসুখবিসুখ ক'রবে, এমনিতেই ত চোখ ব'সে গেছে, চুল রুক্ষ—দেখ্‌লে মনে হয় শক্ত অসুখ হ'য়েছে। আমি দেখ্‌ছি তুই এখনও ওকে বড় কম ভালোবাসিস্‌নে। জানি না তুই তাকে মার্জ্জনা ক'রতে পারবি কিনা,—পারিস ত'..."

ডলি বলিতে যাইতেছিল, 'না', কিন্তু আনা তাহাকে চুম্বন করিয়া সমস্ত ঘটনাটাকে যেন সহজ করিয়া দিল।

সে কহিল, "আমার বেশ মনে আছে বিয়ের আগে ষ্টিভা বাড়ী ফিরে আমায় চীৎকার ক'রে শোনাতো, 'ডলির মত মেয়ে হয় না,' আহা! আর তাই নিয়ে তার যত কাব্য, যত কল্পনা, উঃ—সে সব কী দিনই গিয়েছে। তারপর যতই তুমি তার সঙ্গে বাস করেছ, যত দিন

কেটেছে তার চোখে তুমি ততই আরও বড় হ'য়ে উঠেছ, যেন স্বর্গের দেবী।"

"কিন্তু, কিন্তু আমি তাকে কেমন ক'রে ক্ষমা ক'রতে পারব?..."

"সে আমি জানি না। আমি আদালতের হাকিম না কাজী?..."

তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আনা বলিল, "আমি হ'লে কিন্তু ভাই সব কিছু ভুলে গিয়ে মার্জ্জনা করতাম, যেন কিছুই হয় নি, মন থেকে স্রেফ ধুয়ে ফেলতাম সব কথা।"

ডলিরও মনের বেদনা তখন অনেকখানি ধুইয়া গিয়াছে। আনা তাহাকে ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিল যে, মার্জ্জনা করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, ইচ্ছা করিলেই করা যায়। ডলিও সেকথা বুঝিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার এতদিনের সব অশান্তি যেন দূর হইয়া গেল। এইবার তাহার নজরে পড়িল আনা গাড়ীর কাপড়চোপড় কিছুই বদ্‌লায় নাই, হাতমুখও ধৌত করে নাই। একটু অপ্রস্তুত হইয়াই ননদিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল ডলি, "চলো চলো, এখন বিশ্রাম করা দরকার তোমার। আমি যেন কী হ'য়ে গেছি। তোকে পেয়েছি কতদিন পরে,—তাই সব যেন ভুলে গেছি।"...

কিটি যে সেদিন লেভিনের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল, তাহার একটা ইতিহাস আছে। লেভিনের সহিত এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের—কিটি ত তাহাকে আবাল্য দেখিতেছে। হয়ত সেইজন্যই লেভিনের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া সে কোনদিনই কিছু ভাবিয়া দেখে নাই। তা ছাড়া তাহার মা, প্রিন্সেস্ স্কারবেট্স্কি ছিলেন

লেভিনের উপর চটা। তাহার লাজুক স্বভাবকে তিনি ভুল বুঝিতেন। এই 'বুনো' 'জংলি' মানুষটির প্রতি তাঁহার অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। যদিচ লেভিনের সহিত এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতার এই একমাত্র অর্থই সকলে বুঝিত (কারণ অবিবাহিতা কন্যা এ বাড়ীতে তখন একমাত্র কিটিই—আর এসব ক্ষেত্রে বিবাহ ছাড়া আর কোন কথা লোকে ভাবিতেই পারে না) এবং লেভিনের পৈতৃক জমিদারীও নিতান্ত অকিঞ্চিতকর ছিল না, তবু প্রিন্সেস্ এই দুর্বোধ্য মানুষটিকে কোনদিনই জামাতারূপে কল্পনা করিতে পারেন নাই। কিটির বাবা লেভিনকে বেশ পছন্দই করিতেন, কিন্তু স্ত্রীকে তিনি এ বিষয়ে দলে টানিতে পারেন নাই।

ইঁহাদের মনের ভাব যখন এইরকম তখন সহসা ভ্রন্‌স্কির উদয় হইল। রূপবান, বিত্তশালী, উচ্চশিক্ষিত, সুসামাজিক এই ছেলেটিকে পাইয়া প্রিন্সেস্ বাঁচিয়া গেলেন। তিনি প্রাণপণে এই ছেলেটির মন জোগাইতে শুরু করিলেন এবং ব্যাপারটার যাহাতে দ্রুত মীমাংসা হয় তাহার জন্য রীতিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভ্রন্‌স্কিও যেভাবে কিটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে প্রিন্সেসের চেষ্টা যে শীঘ্রই ফল-বতী হইবে এ বিষয়েও বিশেষ সংশয় ছিল না।

কিন্তু ব্যাপারটা যখন প্রায় পাকিয়া আসিয়াছে তখন সহসা আবার লেভিন দেখা দিল। প্রিন্সেস্ রাগিয়া আগুন হইলেন, আড়ালে ডাকিয়া কন্যাকে সাবধানও করিয়া দিলেন। কিটি পড়িল মহাবিপদে, সে লেভিনকে ঠিক ভাল না বাসিলেও শ্রদ্ধা করিত, পছন্দও করিত। তাহার মনে ব্যথা দিতেও কষ্ট হয় অথচ মায়ের আদেশ অবহেলা করাও যায় না। তা'ছাড়া ভ্রন্‌স্কির চমক-লাগানো প্রণয়-নিবেদনের যে একটা মোহ আছে তাহাও অস্বীকার করা শক্ত।

এমনি উভয়সঙ্কটের মধ্যে লেভিন সহসা সেদিন তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিল। ঠিক কী ভাবে জবাব দেওয়া উচিত কিটি তাহা ভাবিয়া না পাইয়া শুধু বলিল, "সে হয় না কনষ্টাণ্টিন্, হ'তে পারে না।"

লেভিন ইহার অন্য অর্থ করিল। কিটি ভ্রন্স্কিকে ভালোবাসে, তাহাকেই বিবাহ করিবে, ইহাই মনে করিয়া গভীর দুঃখে সেইদিনই সে শহর ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেল।

এদিকে কিটি সেদিন সারারাত ঘুমাইতে পারিল না। সে আপনার মনকে যতই বুঝাইতে চেষ্টা করে যে তাহার কাজটা কিছুমাত্র অন্যায় হয় নাই, লেভিনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার পরিবর্তে সে পাইবে প্রিয়দর্শন সদালাপী ভ্রন্স্কির ভালোবাসা, তবুও যেন তাহার মন ঠিক সান্ত্বনা পায় না। আপনার মনের কাছে তাহার লুকোচুরি যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে। লেভিনের বলিষ্ঠ দেহ, তাহার সরল পল্লীসুলভ কমনীয়তা ও আয়ত নেত্র সারারাত্রি কিটির চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে সে লেভিনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, সে ঠিকই করিয়াছে, বেশ করিয়াছে! শেষ রাত্রে অবসন্ন হইয়া কিটি ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন, আনা কারেনিনা আসিয়াছে শুনিয়া কিটি তাহার দিদির বাড়ী বেড়াইতে গেল। আনাকে দেখিয়া কিটির খুব ভালো লাগিল। তাহার উপর কিটির যখন মনে পড়ে আনা বিবাহিতা, তখন যেন আনাকে তাহার আরও বেশী ভালো লাগে। যে রহস্য আজও তাহার কাছে অপরিজ্ঞাত, সেই স্বপ্নমধুর রহস্যের স্বাদ যে পাইয়াছে তাহার প্রতি আকর্ষণ খুবই স্বাভাবিক।

আনারও কিটিকে ভালো লাগিল। সে ষ্টিপানের নিকট ভ্রন্স্কি ও কিটির প্রণয়ের সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছে। এই দুটি তরুণ হৃদয়ের প্রণয়-কাহিনী জানিবার জন্য আনার মন কৌতূহলী হইয়া উঠে। তাহার জীবনে ত এমন মধুমাস আসে নাই। এলেক্সির সহিত তাহার নিতান্তই 'বিবাহ' হইয়াছে—তাহার মধ্যে না ছিল পূর্ব্বরাগ, না ছিল কোন স্বপ্নকল্পনার অবকাশ, কাব্যও ছিল না তাহাদের দাম্পত্যজীবনে,—তাই বুঝি তাহার পিপাসিত অন্তরের এ আগ্রহ!

কিটিকে সে বলিল, "ভ্রন্স্কির সঙ্গে সেদিন আমার আলাপ হ'য়েছে, তোমার মনের মানুষটি বেশ ভাই।"

"সত্যি নাকি! আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা? সে কি বল্লে?"

"স্টেশনে। ভারি মিষ্টি লোক। আর সারা রাস্তা তারই মায়ের সঙ্গে একই গাড়ীতে এলাম কিনা—"

"ও, তাই নাকি! হাঁ শুনেছিলাম বটে।"

"ভ্রন্স্কি বাস্তবিকই একটা বীর! তার মা গাড়ীতে তার সম্বন্ধে কত কথাই যে বল্লেন। ছোটবেলায় ও নাকি একটি মেয়েকে ডুবে যেতে দেখে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উদ্ধার করেছিল। আর ওর মনও খুব উদার, নইলে বড় ভাই বিয়ে ক'রে অর্থকষ্টে পড়বে বুঝে তাকে নিজে সব সম্পত্তি ছেড়ে দিলে এক কথায়!"

এমনি ধরণের অনেক কাহিনীই আনা বলিয়া গেল আর কিটি অবাক্ হইয়া তাই শুনিতে লাগিল। তাহার আগ্রহের আতিশয্যে এবং নিজের বলিবার আনন্দে আনা মনের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ভ্রন্স্কির সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প করিল। বৃদ্ধা ভ্রন্স্কি-গৃহিনী তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন এবং ষ্টিপানের নিকট হইতে যতকিছু সে শুনিয়াছিল সবই আনা একদমে বলিয়া গেল কিন্তু বলিল না শুধু তাহার

নিজের জানা একটি ঘটনা—সেদিন স্টেশনে ভ্রন্‌স্কি যে উদারতা দেখাইয়া আসিয়াছে সেই কথাটি আনা চাপিয়া গেল। তাহার কারণ আনার মনে হইল এই মহত্ত্বের আড়ালে আনা কারেনিনার সমবেদনাই প্রচ্ছন্নভাবে ভ্রন্‌স্কিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সেই অসহায়া অনাথা বিধবা মেয়েটির জন্য আনার অন্তরের আকুল আবেদনই আসলে ভ্রন্‌স্কির ঐ দিনের দানের জন্য দায়ী। তারপর তাহাদের গল্প চলিল প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে। কথার ফাঁকে ফাঁকে কিটি আনাকে বার বার সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে। সে যতই তাহাকে দেখে ততই আশ্চর্য্য হইয়া যায়। আনাকে কিটি যেন একদিনেই ভালোবাসিয়া ফেলিল।

একফাঁকে কিটি প্রশ্ন করিল যে তাহাদের আগামী সপ্তাহের 'বল'নাচে আনা কারেনিনা যাইবেন কি না। আনার ঐ সব নাচ-টাচ ভালো লাগেনা, তবে ইহাও সে সুনিশ্চিত জানিত যে শত চেষ্টা করিয়াও সামাজিক উৎসবে যোগদান না করিয়া সে পারিবেনা, অগত্যা যাইবে বলিয়া সম্মতি দিল। কিটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, "সমাজের এই সব উৎসব আপনার ভালো লাগেনা ? আমার ত মনে হয় সকলেই আনন্দ পায় 'বল'-নাচের উৎসবে।"

"আমার ঠিক উল্টোটা মনে হয়। কতকগুলো জায়গাতে মোটেই আনন্দ পাই না—এত হট্টগোল আর ন্যাকামি ! তবে দু'এক জায়গাতে সত্যিই উৎসব জমে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি। ওর ভেতরে সত্যিকার আনন্দ কেউ পায় ব'লে ত মনে হয়না আমার। ঐটি বাদে আর সবই পায় হয় ত'। তবে তুমি যখন বলছ যে আমি গেলে তোমার খুব আনন্দ হবে তখন তোমার জন্যেই যাবো ; ভ্রন্‌স্কিও যাচ্ছে নিশ্চয় ?"

কুমারী মেয়েদের মুখে তাহার প্রণয়ীর প্রসঙ্গ আলোচনায় যে

ধরণের রক্তিম আভা দেখা যায় কিটির বেলায় তাহার ব্যতিক্রম হইল না। সে একবার আনার দিকে চাহিয়া নতনেত্রে নীরব রহিল। সর্ব্বাঙ্গে তাহার লজ্জার জড়িমা ফুটিয়া উঠিল।

ইহারা যখন এই সব গল্প করিতেছে, তখন ষ্টিপান গিয়াছে ডলির সহিত সন্ধিটা পাকাপাকি করিয়া লইতে। তাহাদের অস্বাভাবিক রকম বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আনা অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, "ষ্টিভা ত দেখছি একযুগ পার ক'রে দিলে। চা খাবার সময় ব'য়ে গেছে—সে খেয়ালই নেই যে ওদের! সত্যি ভাই, বড় ক্ষিধে পেয়েছে আর দেরি ক'রলে চলে না, ওদের চৈতন্য করিয়ে দিই, কি বল?"

তারপর চায়ের টেবিলে আবারও একদফা আড্ডা জমিয়া উঠিল। আহারের পর্ব্ব শেষ হইয়া গেলেও গল্প থামিল না। কথাপ্রসঙ্গে সেরিওজার কথা উঠিল; আনা বলিল, "আচ্ছা তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি তার ছবি আন্‌ছি।" সে দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল। কিন্তু সিঁড়ির শেষ বাঁকে মোড় ফিরিবার সময় তাহার নজরে পড়িল নীচের ঘরে যেন কে একজন আগন্তুক বাড়ীর চাকরকে তাহার আগমন-বার্ত্তা গৃহস্বামীকে জানাইতে বলিতেছে। আনা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, আগন্তুক আর কেহই নহে—ভ্রন্‌স্কি। আলোর নীচেই সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। সেই আলোতে তাহার দীর্ঘ ঋজু দেহ আনার বড় ভালো লাগিল। সে একটু হাসিয়া গ্রীবাটি ঈষৎ দোলাইয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেল। ভ্রন্‌স্কি যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। আনা আপনার কক্ষ হইতে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, ষ্টিপান তাহার স্বাভাবিক মোটা কর্কশ কণ্ঠে ভ্রন্‌স্কিকে উপরে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে, কিন্তু সে স্থির শান্ত এবং মৃদু কণ্ঠে তাহা অস্বীকার করিতেছে। তারপর কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে আনার মনে নাই,

'আলবাম' খানা খুলিয়া পুত্রের বিভিন্ন বয়সের ও ভঙ্গীর ছবি দেখিতে দেখিতে তাহার মন চলিয়া গিয়াছিল পিটার্সবার্গে পুত্রের শয্যাপার্শ্বে,—সে কি এখনও জাগিয়া আছে? হয়ত তাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।...

অনেকক্ষণ পরে যখন আনার খেয়াল হইল যে উপরের ঘরে সকলেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, তখন ত্বরিত লঘুপদে তর্‌তর্ করিয়া আনা আবার উপরে উঠিয়া গেল।

সে যাইতেই ষ্টিপান জানাইল যে ভ্রন্‌স্কি আসিয়াছিল পরদিন ভোজ সম্বন্ধে বলিবার জন্য। রাত্রি বেশী হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে ভিতরে আসে নাই। কিন্তু রাত্রি এমন কিছু বেশী হয় নাই এবং প্রয়োজন হইলে এমন সময় অনেকেই বন্ধুর বাড়ী যায়। কাজে কাজেই ভ্রন্‌স্কির এই আকস্মিক আবির্ভাবে কেহই আশ্চর্য্য হয় নাই। কিটি ভাবিল যে সন্ধ্যাবেলায় ভ্রন্‌স্কি তাহাদের বাড়ীই গিয়াছিল, সেখানে কিটিকে দেখিতে না পাইয়া এখানে আসিয়াছিল,—বোধ হয় আনা কারেনিনা থাকার দরুণ সে লজ্জায় এবং দ্বিধায় সরিয়া পড়িল। কিন্তু আনার কেন কে জানে মনে হইল ভ্রন্‌স্কি আসিয়াছিল শুধু তাহারই জন্য, কেবল আনাকেই দেখিবার জন্য।

৩

অবশেষে কিটির বহু-আকাঙ্ক্ষিত বল-নাচের দিনটি উপস্থিত হইল। এমন উৎসব মস্কাউতে হামেশাই হইয়া থাকে কোন একটা কিছু উপলক্ষ্য না করিয়াই।

সন্ধ্যার সময় স্কারবেট্‌স্কি-পরিবার যখন আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত

উৎসবকক্ষে উপস্থিত হইলেন তখন সবে দু'চারজন করিয়া নিমন্ত্রিত অতিথিগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিটি লক্ষ্য করিল যে ইতিমধ্যেই আনা কারেনিনা আসিয়াছে। অবশ্য সে খুব সাধারণ জামা-কাপড়ই পরিয়াছে কিন্তু তাহাতেই তাহাকে এত সুন্দর মানাইতেছে যে, সহসা দেখিলে মনে হয় আজ তাহার সাজ-পোশাকের অপূর্ব্ব ঘটা। কালো পোশাকের প্রচ্ছদপটে আঁকা আনার শুভ্র দেহমঞ্জরী অর্দ্ধবিকশিত কমলেরই ন্যায় মনোরম এবং লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিটি তাহাকে দেখিল, কিন্তু আজিকার হাস্যময়ী চঞ্চলা আনা কারেনিনার সহিত আগের দিনের আনার কোন সাদৃশ্যই যেন সে খুঁজিয়া পাইল না—এ যেন নূতন মানুষ। আনাও কিটিকে দেখিল এবং তাহার প্রতি একবার সপ্রশংসভাবে চাহিয়া একটু হাসিয়া অপর একজন লোকের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

একটু পরেই ভ্রন্‌স্কি উপস্থিত হইল। সে আনাকে মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিল। কিটি দেখিল যে, আনা ভ্রন্‌স্কিকে দেখিয়াও দেখিল না, অপর একজনের সহিত নাচিবার জন্য চলিয়া গেল। আনার এমন আচরণের কোন সঙ্গত অর্থই কিটি খুঁজিয়া পাইল না। তাহার প্রিয়জনের প্রতি আনার এই ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা যেন কিটির অন্তরে গিয়া বিঁধিল। কিটিকে দেখিতে পাইয়া ভ্রন্‌স্কি তাড়াতাড়ি তাহার কাছেই চলিয়া আসিল। তারপর তাহারা দু'জনে নাচিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

নাচিবার সময় ভ্রন্‌স্কি এবং কিটির সান্নিধ্য এতই নিবিড় হইয়া আসিল যে, উত্তেজনায় কিটির মন চঞ্চল হইয়া উঠিল—ভ্রন্‌স্কির নিশ্বাসের গরম বাতাস কিটির কপাল এবং বুকের উপর আসিয়া লাগিতেছে।

কিটির দেহের সর্ব্বত্র একটা শিহরণ। তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলিয়াছে কোন্ এক অজানা সঙ্গীতের অনুরণন।

কিটি ব্রীড়ারঞ্জিত মুখে গোপনে একবার ভ্রন্স্কির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহারা এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে যে কিটি প্রতিমুহূর্ত্তে ভ্রন্স্কির কাছে আবেগময় প্রেমসম্ভাষণ আশা করিতেছিল। কিন্তু ভ্রন্স্কির মুখের পানে চাহিয়া দেখিল সেখানে কোন চাঞ্চল্যই রেখায়িত হইয়া উঠে নাই। ভ্রন্স্কির মুখচোখে এমনই একটা স্বাভাবিক স্থির গাম্ভীর্য্য যে, তাহার এই নিস্পৃহতায় ঘা খাইয়া কিটির মনের সমস্ত কল্পনা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সে বিশ্রামের অবসরে নিজের চিত্তচাঞ্চল্য দমন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল।

আবার যখন নাচ শুরু হইল তখন কিটি দেখিল যে, ভ্রন্স্কি আনা কারেনিনার সহিত নাচিতেছে। কিটির আশা ছিল যে ইতিপূর্ব্বেকার অন্য উৎসব রজনীতে যেমন ভ্রন্স্কি প্রতিবার তাহারই সহিত নাচিয়া আসিয়াছে আজিও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু এ কি হইল! ভ্রন্স্কি যেন তাহাকে একরকম উপেক্ষা করিয়াই আনার সহিত নাচিতে লাগিল। তাও আবার নিজে গায়ে পড়িয়া গিয়া! কিটির এক বান্ধবীও এই বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়াছিল, সে কাছে অসিয়া কিটিকে বলিল, "কিটি! এ কি, এর মানে কি? আমি যে অবাক হ'য়ে যাচ্ছি। ভ্রন্স্কি শেষে আনার স্তাবকতা করতে শুরু করলে!"

কিটি সখীর মুখের প্রতি অসহায় ভাবে চাহিয়া রহিল। জবাব দিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ পরে আবার যখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল, ভ্রন্স্কি

আর আনা কারেনিনা তখনও নাচিতেছে, এক ছন্দে তালে তালে পা ফেলিয়া। তাহাদের দু'জনের দেহ একসঙ্গে দুলিতেছে। আনার চোখমুখে যেন যৌবন ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ভ্রন্‌স্কির চেহারাতেও পরমভক্ত পূজারীর আত্মনিবেদনের আকুলতা পরিস্ফুট,—সে যেন আনার পদতলে আপনাকে বিকাইয়া দিতে চায়। আনা কারেনিনার নাচের তালে তালে যেন কিটিরই আশ্রয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে,—কিটি দেখিল, আনার সর্ব্বাঙ্গ এক অজ্ঞাত উন্মাদনায় উচ্ছ্বসিত, তাহার মুখে এক অনির্ব্বচনীয় পুলকের আভাস। কিন্তু কেন তাহার এ পুলক? পাঁচজনে তাহার নাচের অপূর্ব্ব ভঙ্গীর প্রশংসা করিতেছে বলিয়াই কি এ আনন্দ? না; একজনকে—বিশেষ কোন একজনকে সে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছে, তাই! এক একবার সে ভ্রন্‌স্কির পানে চাহিয়া দেখিতেছে এবং পরক্ষণেই যেন তাহার মনে আনন্দের জোয়ার আসিতেছে, সে দ্বিগুণ উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছে! ভ্রন্‌স্কির আবেগ-থরথর ভঙ্গীও কিটির নজরে পড়িল,—এ সেই রূপ, কিটির কাছে যে রূপে বহুবার লেভিন আসিয়াছে—কিন্তু সে যেন আরও মধুর ছিল। লেভিনের মুখে-চোখে ছিল সরলতার অকৃত্রিম বিকাশ। আজ সহসা এই দুঃসময়ে কিটির মনে হইল, লেভিন যেন সত্যিকার খাঁটি মানুষ।

কিটির কাছে সমস্ত উৎসবটাই মিথ্যা হইয়া গেল। আজিকার উৎসবের সমস্ত আয়োজনই যেন ওই দুটি মানুষকে উপলক্ষ করিয়া,—আনন্দের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে উহাদের অন্তরে এবং বাহিরে। কিটির চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী যেন লুপ্ত হইয়া গেল; কিটি দেখিল—ধীরে ধীরে একটা কালো পর্দ্দা নামিয়া আসিতেছে, চারিদিকে অন্ধকার, সে অসহায় ভাবে সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে কি

যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে বহুদূর হইতে একটা কোলা-হলের অস্পষ্ট ধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে কিটি দেখিতে পাইল—ওই ও-পাশে আনা আর ভ্রন্স্কি এখনও নাচিতেছে। তাহারা আপনাদের আলাপে তন্ময় হইয়া আছে। এতবড় আসরের হট্টগোল, এতগুলি লোকের চলাফেরা, সবই যেন তাহাদের দু'জনের অনুভূতির বাহিরে। এই ভিড়ের মধ্যে তাহারা দু'জনে মিলিয়া মুখোমুখি একটা নিভৃত নির্জ্জন পরিবেশ রচনা করিয়াছে,—ডুবিয়া গিয়াছে অন্তরলোকের গভীর ভাবরাজ্যে।

নাচ শেষ হইয়া গেল। কিটি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার আর মোটেই ভালো লাগিতেছে না, সে আর একমুহূর্ত্তও এই ভয়ঙ্কর স্থানে থাকিতে পারিতেছে না,—তবু চলিয়া যাইতেও পা সরে না! আজ সন্ধ্যার পরও ত সে বেশ ভালই ছিল, হঠাৎ তাহার এ কি হইল! পৃথিবীর সবকিছুই যেন নিরর্থক এবং অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভ্রন্স্কি গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে এই দিক দিয়া যাইতেছিল, কিটিকে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আজকের উৎসবটা বেশ জমেছে, নয়?" কথা বলিতে হয় তাই সে বলিল, কিটির উত্তরের জন্য একটুও দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল কিটির শেষ আশা-ভরসাকে নির্ম্মমভাবে দলিত, পিষ্ট করিয়া।

কিটি লেভিনকে হয় ত ভালোবাসিত। লেভিন যে অন্তরে বাহিরে তাহারই পূজারী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুদর্শন সদালাপী যুবকের ভালোবাসা পাইবার জন্য, ইহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই কিটি সেদিন লেভিনের অর্ঘ্যমালা ফিরাইয়া দিয়াছিল। আজ কি তাহারই শাস্তি এমনভাবে আসিল?

আনা কারেনিনার সহিত কিটির দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই আনা তাহার কাছে আসিল। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে একঝলক হাসি ঝরিয়া পড়িল, সে কিটির দিকে সকৌতুক্ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তোমায় বেশ মানিয়েছে কিন্তু কিটি!"

পরক্ষণে দেখিল যে কিটি তাহারই পানে দিশাহারার মত বিহ্বল দৃষ্টিতে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। আনা যেন ভয় পাইয়া গেল, সে কিটিকে সহিতে না পারিয়া পিছন ফিরিয়া অপরের সহিত গল্প করিতে করিতে সেখান হইতে একরকম পলাইয়াই গেল।

বাড়ী ফিরিয়া রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আনার ঘুম আসিল না। সে চুপ করিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল আজ অকারণে তাহার এ আনন্দ কেন? ভ্রন্‌স্কি তাহার কাছে একটি অতি সাধারণ যুবকের চেয়ে ত বেশী কিছুই নয়। তবে?···বার বার সে আপনার মনে এই কথাই বলিল এবং সেদিনের সমস্ত ঘটনাটা আদ্যোপান্ত তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সে ভ্রন্‌স্কির আবেগ-মুখর অন্তরের পরিচয় পাইয়াছে। ভ্রন্‌স্কির সমস্ত মনটা যেন আজ আনার হাতের মুঠায় আসিয়া গিয়াছে। সে আপনাকে আনার হাতে সঁপিয়া দিবার জন্য ব্যাকুল—এই কথাটি আনার ভাবিতে বড় ভালো লাগিল। সে গোপনে যেন আপনাকেও এড়াইয়া ভ্রন্‌স্কির কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সহসা কিটির কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার কথা ভাবিয়া সে তাহার জন্য সমবেদনা অনুভব করিল। বাস্তবিক পক্ষে কিটির মনে আঘাত দিবার জন্য আনা ভ্রন্‌স্কির সহিত নাচিতে যায় নাই। সে কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা কিটির পক্ষে এতখানি পীড়াদায়ক হইয়া উঠিবে। অবশেষে সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত

বিবেচনা করিয়া আনা স্থির করিল যে পরদিনই সে পিটার্সবার্গে চলিয়া যাইবে। কিটিকে সে স্নেহ করে ভগিনীর মত, তাহারই সঙ্গে ভালোবাসা লইয়া মন-কষাকষি করিবার মত হীন মনোবৃত্তি তাহার নয়। আজিকার সমস্ত ব্যাপারটাই আনার জীবনে নিরর্থক, অপ্রীতিকর এবং অনভিপ্রেত। এই উৎসব-রজনীর কথা সে ভুলিয়া যাইবে। এ তাহার কী অসঙ্গত চিন্তা, তাহার জীবনে এমন কিছু ত' ঘটে নাই যাহা লইয়া এত মাথা ঘামাইতে হইবে।

পরদিন বিদায় লইবার সময় আনা যখন ডলিকে আদর করিতে গেল, তখন তাহার চোখের কোণে অশ্রু টল্-টল্ করিতেছে। ডলি ননদিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আনা, জীবনে তোমাকে আমি ভুল্‌তে পারব না, আমায় তুমি বাঁচিয়ে দিয়ে গেলে ভাই!"

"কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না ভাই, তোমার মধ্যে ভালোবাসা ছিল তাই তুমি ষ্টিভাকে ক্ষমা ক'রতে পেরেছ। আমি কিছুই করিনি।"

"না, না, আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছল, কি যে ক'রে বসতাম। ...তোমায় ছাড়তে ইচ্ছে করে না। এত ভালো লাগে তোমায়! তুমি সত্যিই বড় ভালো মেয়ে।"

"আমি মোটেই ভালো নই ভাই ডলি! হঠাৎ চ'লে যাচ্ছি, পাছে আমার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। আমি অপরাধী। সে কথাটা না ব'লতে পেরে, ব'ল্‌তে না পেয়ে হাঁফিয়ে উঠেছি। তোর কাছে

আমার সবকথা স্বীকার ক'রে যাবো। হোক্ না তা আমার ক্ষণেকের দুর্ব্বলতা, তবু আমি অস্বীকার ক'রে আপনাকে ঠকাবো না। দোষ আমার আছে এবং তা মারাত্মক হ'তে পারে এই আশঙ্কায় পালিয়ে··· হাঁ, পালিয়েই ত যাচ্ছি।"

বলিয়া আনা একটু চুপ করিল। ডলি দেখিল যে আনার চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়াছে।

পলকের মধ্যে দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটাইয়া আনা বলিতে লাগিল, "ডলি! আমি কিটির মনে আঘাত দিয়েছি। বেচারী বড় কষ্ট পেয়েছে আমার জন্যে। ভ্রন্‌স্কিকে আমি মজিয়েছি—কেন তা জানি না। কাল্‌কে নাচ-ঘরে যা ক'রেছি তার মধ্যে আমার যেন হাত ছিল না, পাগলের মতই···। আমিও বোধ হয়···না, না, মিথ্যে কথা। ভ্রন্‌স্কির মধ্যে কী এমন অসাধারণ গুণ আছে যে আমি তাকে ভালোবাস্‌তে পারি? তবে নাচবার সময় আর পাঁচজন সুন্দর যুবককে যেমন ভালো লাগে তেমনি তাকেও হয় ত ভালো লেগেছিল। তাতেই আমি চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছি। কিটির কাছে ভাই আমার হ'য়ে মার্জ্জনা চেয়ে নিস্। কিটিকে আমি ভালোবাসি। হয়ত তার মনে একদিন বড় কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু রাহুর মত তার আশা, ভরসা, সুখশান্তি, কামনা গ্রাস করবার বাসনা আমার নেই, তাই আজ যাচ্ছি। তাকে বুঝিয়ে বলিস্ বৌদি, লক্ষ্মীটি!"

ডলি আনার সমস্ত কথাই শুনিল। অবশেষে বলিল, "ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কিটির বিয়ে না হয় তাতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই। সত্যি কথা বলতে কি ভাই, কেন যেন আমার ওই ছোক্‌রাকে মোটে ভালো লাগে না। লেভিন ছেলেটি সত্যিই বড় ভালো ছেলে। যাক্ সে কথা।"

ইতিমধ্যে ষ্টিপান আসিয়া পড়াতে তাহাদের বিদায়সম্ভাষণ শেষ করিয়া ফেলিতে হইল।

ট্রেনে উঠিয়া ভ্রাতার কাছে বিদায় লইয়া আনা আপনার আসনে বসিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইল। গত রাত্রির ঘটনাকে দুঃস্বপ্ন বলিয়াই তাহার মনে হইতেছিল—সেই স্বপ্নের স্মৃতিকে এবার সে ভুলিতে পারিবে। শান্তি, পরম শান্তি।

তাহার মন যে মুক্তি পাইয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। সে মন চলিয়া গেল পিটার্সবার্গের এক দ্বিতল কক্ষে, যেখানে তাহার প্রিয়তম পুত্র জননীর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। আনা দেখিল তাহার অনুপস্থিতিতে গৃহের সর্ব্বত্র একটা অগোছাল ভাব, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। সে অধীর ভাবে সেখানে পৌঁছানোর সময়টির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আনা আপনার ব্যাগের মধ্যে হইতে একখানি ইংরাজী উপন্যাস বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। ও পাশে চাকরাণীটি বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে। পিছনের আসনে জনৈকা প্রৌঢ়া আর-একজন সহযাত্রিণীর সহিত আলাপে মশ্‌গুল। আনা একবার চারিদিকে চাহিয়া গরম শালের মধ্যে পা-দুটো গুঁজিয়া দিয়া পুস্তকের পাতায় চোখ বুলাইতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। কখন যে চাকরাণী আলো জ্বালিয়া তাহার পাশে রাখিয়া গিয়াছে আনা জানিতেও পারে নাই। উপন্যাসের নায়কের সহিত সে ছুটিয়া চলিয়াছে উর্দ্ধশ্বাসে, বিরাম বিশ্রাম কিছু নাই। নায়কের অসুখ করিলে আনার মনে হইল যে, তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রোগীর সেবা করিতে পারিলে যেন তাহার জীবন সার্থক হইয়া যাইত। এমনি ধরণের সব অসম্ভব রকমের

কল্পনা আনার মনের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহার এ তন্ময়তা বজায় থাকিল না! পড়িতে পড়িতে কখন সে নায়কের শয্যাপার্শ্ব হইতে আবার মস্কাউ-এর সেই আমোদকক্ষে আসিয়া পড়িল। ভ্রন্স্কির প্রতিটি কথা, তাহার তন্ময়তা, ভ্রন্স্কির ব্যাকুল-মনের অভিব্যক্তি—ধীরে ধীরে যেন বই-এর পাতার উপর আসিয়া পড়িল, আনার মন জুড়িয়া বসিল। আনা ভুলিয়া গেল যে, ট্রেনের কামরাতে বসিয়া সে উপন্যাস পড়িতেছে। তাহার মনে হইল ভ্রন্স্কি তাহাকে নাচিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে, তাহার অনুরোধের মধ্যে একটা আত্মনিবেদনের ভাষা। আর আনা, বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া ভ্রন্স্কির মুখের পানে চাহিয়া আছে।…এই দিবাস্বপ্নের মধ্যে কখন যে তাহার হাত হইতে বইখানি পড়িয়া গিয়াছে তাহাও খেয়াল নাই, চাকরাণী আসিয়া যখন বইখানি ঝাড়িয়া তুলিতেছে তখন আনার চৈতন্য হইল। সে হাত বাড়াইয়া বইখানি তাহার হাত হইতে তাড়াতাড়ি যেন ছোঁ মারিয়া টানিয়া লইল।

তাহার মনের মধ্যে তখন একটা ঝড় বহিতেছে, প্রবল প্রলয়ের ঝড়,—সে ঘূর্ণাবর্ত্তে যেন তাহার সাধের ঘরবাড়ী সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে।

অকস্মাৎ আনা দেখিল তাহার সারা দেহ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। সে আপনার অজ্ঞাতেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঝি আসিয়া তাহার হাতে গরমজামাটা দিয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন?" আনা কোন উত্তর না দিয়া জামাটি গায়ে দিয়া বেশ করিয়া শাল মুড়ি দিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর গতি তখন মন্থর হইয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে কোন্ এক স্টেশনে আসিয়া থামিল। দরজা খুলিতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আর তার সঙ্গে অসংখ্য বরফের কণা আসিয়া আনার মুখচোখ ভরিয়া দিল। 'আ-া!',

আনার বড় ভালো লাগিতেছে !···সে নীচে নামিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দু'একজন লোক গাড়ীতে আসা-যাওয়া করিতেছে, তাহাদের পোশাকের একটা দিক অগণিত বরফের দানায় ছাইয়া গিয়াছে, মাথার টুপীতে বরফ জমিয়াছে পুরু হইয়া। সাম্‌নের দিকে ইঞ্জিনের মুখ হইতে ধোঁয়ার উদ্গার উঠিতেছে, ইঞ্জিনটা অকারণেই গর্জ্জন করিতেছে।

একটু একটু শীত করিতে লাগিল তবু আনার উপরে উঠিতে ভালো লাগিল না, সে এই শীতটা যেন বেশ উপভোগ করিতেছে। দু'জন সরকারী পোশাক-পরা লোক ছুটিতেছে, তাহাদের হাতে একটা 'তার'! একজন বেশ উষ্ণভাবেই উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে, "আটাশ নম্বর গাড়ীতে আছে লোকটা······।" তারপর তাহাদের কথা অস্পষ্ট হইয়া গেল, তাহারা একটু দূরে চলিয়া গিয়াছে।···আনার এবারে রীতিমত শীত করিতে লাগিল। নাঃ, এবার ভিতরে যাওয়াই উচিত! সে দরজার হাতল ধরিল—গাড়ীতে উঠিবে···এমন সময় অদূরে আলোর তলায় একটা সুপরিচিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। সে ভ্রন্‌স্কি। আনা অতি সহজেই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল। ভ্রন্‌স্কির আগে আগে তাহার দীর্ঘ ছায়া আগাইয়া আসিতেছে। আনা স্তম্ভিত বিহ্বলভাবে ভ্রন্‌স্কির দিকে চাহিয়া রহিল।

সে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। আনা হাত বাড়াইয়া দিল। তাহাকে প্রশ্ন করিল না সে কেন আসিয়াছে তাহার কাছে। ব্যাপারটার মধ্যে যেন বিস্ময়ের কিছুই নাই। আনার বরং বেশ ভালোই লাগিল ভ্রন্‌স্কিকে হঠাৎ এখানে দেখিতে পাইয়া।

ভ্রন্‌স্কি প্রশ্ন করিল, "আপনার কোন অসুবিধা হ'চ্ছে না ত? কিছু দরকার থাকে ত, স্বচ্ছন্দে ব'ল্‌তে পারেন।"

আনার যেন এতক্ষণে চমক ভাঙ্গিল, সে বলিল, “আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?”

ভ্রন্‌স্কির চোখে হাসির আভাস, সে যেন বলিতে চায়, এ কথাটাও কি বলিয়া দিতে হইবে! সে সংক্ষেপে বলিল, “পিটার্সবার্গ।” তারপর একবার আনার চোখের পানে চাহিয়া যেন কতকটা চুপি চুপি বলিল, “তুমি যেখানে যাবে সেখানেই আমায় যেতে হবে যে! আমি তোমাকে না দেখে থাক্‌তে পারব না।”

আনার মন এই কথাটি শুনিবার জন্যই কি আকুলিবিকুলি করিতেছিল, তবু বোধ হয় না শুনিলেই ভালো হইত। ভ্রন্‌স্কির আচরণে সে উল্লসিত হইল বটে, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল, মনে মনে বার বার ঐ কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া ভ্রন্‌স্কি ভাবিল যে, কথাটা বোধকরি বলিয়া সে ভালো করে নাই। সে আনার কাছে মার্জ্জনা চাহিয়া বলিল, “আমার অপরাধ হ’য়ে গেছে আনা কারেনিনা। তুমি আমার কথায় কিছু মনে ক’র না।”

আনা বলিল, “আমার মনে করার যা তা আমি ক’রেছি। আপনি দয়া ক’রে এ ধরণের কথা আর না ব’ল্‌লেই সুখী হব। আর আশা করি আজকে যা ব’ল্লেন তা ভুলে যাবেন। আমিও অবশ্য গাড়ীতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কথাগুলি ভুলে যাবো।”

ভ্রন্‌স্কি প্রবলভাবে মাথা নাড়িল। তাহার পর আনার চোখের দিকে অদ্ভুতভাবে চাহিয়া সপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল, “তা পারি না আনা কারেনিনা। তোমায় যে মুহূর্ত্তে দেখেছি সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত তোমাকে যতবার দেখেছি, যা বলেছি তোমায়, তোমার ওষ্ঠের এতটুকু হাসি, যা কিছু ঘটেছে তোমাকে কেন্দ্র ক’রে, চির-উজ্জ্বল ছবির মত আঁকা রইবে আমার মনে—সেই সবকটি মুহূর্ত্ত আমার অন্তরে গাঁথা

থাকবে। আমি কোন কথাই শুন্‌ব না। তোমার শাসন আমার বরমাল্য। তোমার ভ্রূকুটিতে আমি ভয় পাই না।···আচ্ছা, শুভরাত্রি কামনা করি। আসি তবে।”

আনা যেন বিহ্বলভাবে তাহার পানে চাহিল, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য ; তারপর একটা কঠিন অবজ্ঞার কটাক্ষ হানিয়া আপনার গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

ভ্রন্‌স্কির স্পর্দ্ধার উপযুক্ত উত্তরই দিয়াছে আনা। তথাপি এই রাত্রের ঘটনাটা তাহাদের দু’জনের দূরত্ব যেন অনেকখানি কমাইয়া আনিয়াছে। তাহার মনে হইল যেন ভ্রন্‌স্কির সহিত তাহার মনের সান্নিধ্য আজিকার রাত্রের এই আলাপে অনেকটা ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, তাহারা দু’জনে খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।···আনা অকারণে আপনার মনে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তারপর সে আবার বই খুলিয়া পড়িতে বসিল।

ভ্রন্‌স্কি ধীরে ধীরে আপনার আসনে আসিয়া বসিল। তাহার হৃদয় তখন আনন্দে ভরপূর। সে আনাকে আপনার মনের কথা বলিতে পারিয়াছে ঠিক যেমনভাবে সে বলিতে চাহিয়াছিল তেমনই পরিষ্কার এবং স্পষ্ট করিয়া আপনার মন খুলিয়া আনাকে জানাইতে পারিয়াছে নিজের কথা—এই ভাবিয়া ভ্রন্‌স্কি আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। সে সারা-রাত্রি জাগিয়াই কাটাইল, ঘুমাইয়া পড়িলে পাছে এই আনন্দের অনুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় এই ভয়ে সে বসিয়াই রহিল।

রাত্রি শেষ হইলে অনিদ্রা সত্ত্বেও ভ্রন্‌স্কি যেন নবজীবন লাভ করিল। স্নানের পর শরীর যেমন স্নিগ্ধ হয়, মন প্রফুল্ল হয়,—ভোরের হাওয়ায় ভ্রন্‌স্কি ঠিক তেমনই আনন্দ পাইল। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল,

পিটার্সবার্গে নামিয়া আবার একবার আনাকে দেখিতে পাইবে এই আশায়।

পিটার্সবার্গ স্টেশন আসিল। গাড়ী থামিতেই ভ্রন্‌স্কি মুখ বাড়াইয়া দেখিল প্লাট্‌ফরমে আনার স্বামী এলেক্সি দাঁড়াইয়া আছে, চারিপাশে কয়েকজন বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে কথা কহিতেছে তাহার সহিত। ভ্রন্‌স্কি শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে, ঘৃণায়—এই আনার স্বামী!···আগেও সে জানিত যে আনার বিবাহ হইয়াছে, তাহার স্বামী বলিয়া একটি জীব আছে, কিন্তু ভ্রন্‌স্কি এই বিশেষ জীবটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন ছিল না। অকস্মাৎ এলেক্সিকে দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা বিরক্তি এবং লজ্জায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যে সরোবরের জল স্বচ্ছ ও নির্ম্মল বলিয়া সে তৃষিত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার বাসনা লইয়া পান করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে বহুদূর হইতে, আশান্বিত হইয়া, তাহা কোন জানোয়ার তাহার পূর্ব্বেই আসিয়া নাড়িয়া ঘাঁটিয়া নোংরা করিয়া দিয়াছে। ভ্রন্‌স্কির মাথা কেমন বিগ্‌ড়াইয়া গেল। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হইলে সে দেখিল যে এলেক্সি আনার হাত ধরিয়া নিশ্চিন্তভাবে নিতান্ত সহজ গতিতেই চলিয়া যাইতেছে। আনার মুখে কোথাও বিরক্তি ফুটিয়া উঠে নাই, সে পূর্ব্বের মতই হাস্য-লাস্যময়ী। ভ্রন্‌স্কি কিছুতেই ইহা সহিতে পারিবে না, তাহার মনে হইল এ জগতে ভ্রন্‌স্কিকেই কেবল আনা কারেনিনা ভালোবাসিতে পারে। কোথা হইতে এই কুৎসিত লোকটা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল! অসম্ভব, ভ্রন্‌স্কি কিছুতেই ইহা বরদাস্ত করিতে পারিবে না। হোক্ না এলেক্সি আনার স্বামী।

আপনার এই অযৌক্তিক কল্পনায় ভ্রন্‌স্কি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। সে তাড়াতাড়ি কারেনিন-দম্পতির দিকে আগাইয়া গেল। তারপর তাহাদের কাছে গিয়া আনাকে অভিবাদন করিয়া একটু হাসিয়া শুধাইল, "কাল রাতে আপনার ভালো ঘুম হ'য়েছিল ত' ?"

আনা ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দিল, "হাঁ, আপনাকে ধন্যবাদ।" এলেক্সি এই অনাহূত যুবকের আচরণে কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না, বরং তাহার দিকে বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ করিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া আনা তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিতে গেল। তখন এলেক্সি বলিল, "আমার মনে হ'চ্ছে আমরা যেন পরস্পর পরিচিত।"

ভ্রন্‌স্কি হাসিয়া এলেক্সিকে সমর্থন করিল বটে, তবু তাহার এই ধরণের ব্যবহার ভ্রন্‌স্কির মোটেই ভালো লাগিল না। সে আনাকে উদ্দেশ করিয়াই কথা বলিতে শুরু করিল। তাহার স্বামীকে সে আমলেই আনিল না।

তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আনা যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিলেও তাহার ঈষৎ আনত মুখে আনন্দের আভাস মাঝে মাঝে স্বতই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। ভ্রন্‌স্কি ইহা উপভোগ করিতেছিল, তাহার চেহারায় সম্মোহিতের মত বিহ্বলতা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; গোপনের কিছুমাত্র চেষ্টা নাই,—ভ্রন্‌স্কির যেন ইহাতেই আনন্দ। সে আনাকে দেখিয়াই সুখী। আপনার মনোভাব লুকাইতে সে চাহে না।

অবশেষে এলেক্সির ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। একটু পরে সে আনার হাত ধরিয়া একরকম টানাটানিই করিতে লাগিল, এবং বিরক্তি-ভরে ভ্রন্‌স্কিকে বলিল, "আচ্ছা, আজকের মত বিদায় হই, কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি।" তারপর সে আনাকে যেন হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া আসিল। কিন্তু ভ্রন্‌স্কি তাদাদের পশ্চাতেই আসিতেছিল, সে

আনাকে বলিল, "আচ্ছা একদিন আপনাদের ওখানে যাওয়া যাবে।"

এলেক্সি গম্ভীরভাবে আপনার বিরক্তি গোপন না করিয়া ভদ্র ভাষায় বলিল, "আমরা সোমবার সাধারণত লোকজনের সঙ্গে দেখা করি। গেলে সুখী হব।"

এলেক্সি আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিল না।

ভ্রন্‌স্কি দেখিল এলেক্সি আনাকে অধিকারের বলেই তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল। এলেক্সি তাহার স্বামী। কিন্তু তাহার মনে হইল, হোক না এলেক্সি আনার স্বামী, তাহাতে ভ্রন্‌স্কির কিছুমাত্র আসিয়া যাইবে না। আনাকে সে ভালোবাসিবে যেমন এই ক'দিন বাসিয়া আসিয়াছে—একমাত্র সে-ই আনাকে ভালোবাসিবার স্পর্দ্ধা রাখে! আর সব তুচ্ছ।…কৃপার পাত্র এই এলেক্সি।

পথে আসিতে আসিতে এলেক্সি আনাকে রসিকতা করিয়া বলিল, কতদিন তাহার প্রিয়তমাকে না দেখিতে পাইয়া সে চাতকের মতই তৃষিত হইয়া আছে, আর কোথা হইতে এক হতভাগা ভাগ বসাইতে আসিল এই অসময়ে!

অপর কোন লোক হইলে আবেগভরেই এই কথাগুলি বলিত, কিন্তু এলেক্সির কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর ছিল। তাহার কথা বলার ধরণই এইরকম। সে তাহার পত্নীর বিরহে কাতর হইয়াছিল—এই কথাগুলি তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইলেও ইহা যে তাহার অন্তরেরই কথা কিনা তাহা বলা শক্ত। রাজনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে কথা বলিতে গেলে সে শ্রদ্ধার সহিত বলিয়া থাকে। আর মানুষের ভালো-বাসা, দয়া, ক্ষমা বা অন্যান্য কোমল বৃত্তিগুলিকে সে অস্বাভাবিক এবং

অসুস্থ, দেহমনের বিকার বলিয়া গণ্য করে। এ সকলের মূল্য তাহার কাছে সামান্যই।

আনা কারেনিনা স্বামীর কথায় মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কান ছিল তাহার বাহিরের দিকে। ভ্রন্স্কির পদশব্দ কাঁকরের রাস্তায় আস্তে আস্তে কেমন করিয়া মিলাইয়া গেল তাহাই সে শুনিতেছিল। আর একটা অদ্ভুত কথা আজ এলেক্সিকে দেখিয়াই তাহার মনে হইয়াছে। হঠাৎ যেন এলেক্সির কান দুইটা অসম্ভব রকমের বড় এবং বিশ্রী দেখাইতেছে। আনা আজ প্রথম আবিষ্কার করিল যে, এলেক্সির কথা বলার ভঙ্গীটা মোটেই মনোরম নয়। এলেক্সি সকল কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসে, একই ধরণে বিনাইয়া বিনাইয়া চেষ্টা করিয়া সে ঠাট্টা-তামাসা করে।

বিবাহের পর হইতে এতদিন ধরিয়া এই লোকটা পোশাকীভাবে কেবল স্ত্রী বলিয়াই আনাকে ভালোবাসিয়া আসিয়াছে, কোথাও তাহার ক্রুটী নাই, বিচ্যুতি নাই। সে যেমন ঘড়ি ধরিয়া রাজনীতির উপর বক্তৃতা দেয়, খাওয়া-দাওয়া করে, তেমনি স্ত্রীর সহিত ঘড়ি ধরিয়াই গল্পগুজব করে, সহধর্ম্মিণীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করে। এলেক্সিকে আনা কখনও কোন কাজে ব্যস্ত দেখিল না, দীর্ঘ নয় বৎসরের মধ্যে। অথচ অযথা নষ্ট করিবার মত সময়ও এতটুকু নাই তাহার। সে অন্তরে বাহিরে ধীরস্থির, তাহার জীবনে উচ্ছ্বাসের, উন্মাদনার অবকাশ নাই। সে মাপিয়া হাসে, কথা বলে, বক্তৃতা করে, ভালোবাসে।

কিন্তু এতদিন তাহার স্বভাবের এই দিকটা আনাকে পীড়া দেয় নাই। এতদিন এসব কথা সে ভাবিয়াও দেখে নাই। অকস্মাৎ আজ তাহার এ কী হইল! সে কেবলই দেখিতে লাগিল এলেক্সির মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, সে যেন জড়, দেখিতে মোটেই সুশ্রী নয়।

এদিকে এলেক্সি এতক্ষণ বকিয়া যাইতেছিল আপন মনে,—এই ক'দিনে পিটার্সবার্গে রাজনীতিক স্রোত কোন্ পথে, কী ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, সে স্বয়ং যে আইনের খসড়া করিয়া দিয়াছে তাহা যে শীঘ্রই অনুমোদিত হইবে, ইত্যাদি—। আনার এসব কথা মোটেই ভালো লাগে না, বা সে জানেও না যে কী তাহার আইনের খসড়া—তবু চুপ করিয়া শুনিতেছিল। কারণ এলেক্সি এই সব আলোচনায় আনন্দ পায়। বোধ হয় এই কথাগুলি স্ত্রীকে শোনাইবার জন্যই সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

ভ্রন্‌স্কিকে কি সে এই কারণেই তাড়াইল !

আনা আপনার মনকে শাসাইয়া দিল—সে মনে মনে বলিল ভ্রন্‌স্কি আরও দশজন যুবকের মতই সাধারণ একটি তরুণ, তাহার সামনে স্বামীকে খাড়া করিয়া একটু একটু করিয়া মাপিয়া বিচার করা আনার খুবই অন্যায়। শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ। শেষকালে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া সে স্বামীর সহিত আলোচনায় যোগ দিল। এবং এক ফাঁকে এলেক্সির কথায় বাধা দিয়া সে আপনার ঘরকন্নার কথা পাড়িয়া বসিল।

আনা গাড়ী হইতে নামিতেই সেরিওজা তাহার জননীর কাছে স-কলরবে লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিল এবং অনেকখানি দূর হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আনার গলা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। "মা গো, ও মা, তুমি এসেছ মা, মা—" বলিয়া সে জননীর অঙ্গে মুখ ঘষিতে লাগিল এবং থাকিয়া থাকিয়া ডাগর দুটি চোখ দিয়া জননীকে ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল।

সেরিওজার দাই-মা দূর হইতে তাহার এই অসভ্যতা এবং দুরন্তপনার জন্য ঘন ঘন শাসাইতেছিলেন, সেরিওজা বোধ হয় তাহা শুনিয়াও শুনিতে পায় নাই। আনাও আপনার প্রিয়তম সন্তানকে কাছে

পাইয়া আশ্বস্ত হইল। তবু যেন মনে হইল সেরিওজা অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। যখনই তাহার মস্কাউ-এর কথা মনে পড়িতেছিল তখনই পুত্রের কচি মুখের পানে চাহিয়া তাহা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ...সেদিনের নাচঘরের কথা, গত রাত্রের রেলগাড়ীর স্মৃতি—সবই যেন আনার কোন্ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের দুঃস্বপ্ন। এই পীড়াদায়ক স্মৃতি আনা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবে। সে আপনার সংসারের খুঁটিনাটি কাজে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে ;—তা ছাড়া ওই দু'একটা তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে এমন কিই বা আছে যাহা মনে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে ? কিছু না। এই সব চিন্তা করিতে করিতে আনা পুত্রের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

এলেক্সি গাড়ী হইতে নামিয়া আপনার বসিবার ঘরে চলিয়া গেল। সেখানে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য, দরবার করিবার জন্য কত লোক বসিয়া আছে। সেখানে আধঘণ্টা বসিবে, তারপর সে খাইতে আসিবে। কারেনিনদের ভোজের আসরে অতিথি-অভ্যাগতের পালা লাগিয়াই আছে। তাহাদিগের সহিত আহার সমাপন করিয়া সে কিছুটা সময় সংসারের কথা (তাহার অধিকাংশই রাজনীতি) আলোচনা করিবে আনার সহিত। তাহার পর বারোটা বাজিলেই মন্ত্রী-সভায় চলিয়া যাইবে। সমস্তই নিয়মবাঁধা শৃঙ্খলাবদ্ধ।

আনা এদিকে সেরিওজার সহিত মস্কাউ-এর গল্প করিতে লাগিল, "ট্যানিয়া ঠিক তোমারই মত ছোট একটি মেয়ে, সে ল্যাটিন ভাষা শেখে তার মার কাছে। ওই যাঃ, দেখেছ—তারা যে তোমায় কত খেলনা পাঠিয়ে দিয়েছে, দাঁড়াও দিচ্ছি—।"

"আচ্ছা মা, আমি কি ভালো নই, ট্যানিয়া খুব ভালো মেয়ে বললে যে তুমি ?"

"তুমি, তুমি সবার চাইতে ভালো। আরে পাগল, তোর চেয়ে ভালো আর কি কেউ আছে আমার কাছে—ত্রিভুবনে কেউ নেই।"

সেরিওজার কচি মুখ খুশিতে ঝলমল করিতে লাগিল।

আনা সেদিন গৃহকর্মেই ব্যস্ত রাখিল আপনাকে। পিটার্সবার্গে তাহার মত জনপ্রিয়তা আর কোন মেয়েরই ছিল না। কাজেই যখন সকলে শুনিল যে আনা মস্কাউ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে তখন অনেকেই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল, আবার দু'একজন দেখাও করিতে আসিল। কিন্তু আনা বলিয়া দিল যে, তাহার আজ নড়িবার জো নাই। আর যাহারা বাড়ী বহিয়া দেখা করিতে আসিল তাহাদের সঙ্গে সে দু'চার কথায় কাজ সারিল।

সেদিন সমস্ত সন্ধ্যাটা আনা তাহার সন্তানের মুখপানে চাহিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া দিল। আজ যেন আনার মন ঘরের বাহিরে যাইতে চায় না। এই ঘরই তাহার কাছে নূতন করিয়া নবভাবে মধুর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিটি কোণে কত না অমৃত আছে! আনার একবার মনে হইল সে স্বামীর কাছে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবে। সে যে সামান্য কারণে, মোহগ্রস্ত হইয়া একটি যুবকের প্রতি কিছুক্ষণের জন্য অলীক……। না, না, আনা সে কথা বলিবে কেমন করিয়া? যাহা সত্য নহে, যাহার কোন অর্থই হয় না, সে কথা শুনিলে এলেক্সি যে হাসিবে! আর কেনই বা বলিবে,—কিছুই ত' ঘটে নাই! ভ্রন্‌স্কি কেহ নহে, সত্যই সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আনার মনে হয় যে, সে অকারণে এই যুবকের আচরণ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পড়িয়াছে। শত সহস্র-তরুণ ত' তাহার স্তাবকতা করে, এ তাহাদেরই মত একজন। অতএব ইহাকে ভুলিয়া যাওয়াই ত' ভালো

স্বামীর কাছে এ তুচ্ছ কথা না বলাই উচিত।—মন স্থির করিতে পারিয়া আনা নিশ্চিন্ত হইল।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া এলেক্সি যখন শুনিল আনা সন্ধ্যার সময় কোথাও যায় নাই, তখন ভাবিল বোধ হয় তাহার শরীর ভালো নাই। সে পত্নীকে শুধাইল, "তাহ'লে আজ একলা তোমার কষ্টই গিয়েছে সন্ধ্যে বেলাটা। সারাদিন বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলে শরীর আরও খারাপ হয়ে যাবে যে। না, না, এ ত ভালো কথা নয়। সত্যি তোমার কী হয়েছে গো? শরীরটা ভালো আছে ত?"

আনা সহজ কণ্ঠে বলিল, "না কিছু হয়নি ত, আমি বেশ ভালোই আছি। তোমার অত ভেবে কাজ নেই।"

এলেক্সি এবার আপনার ঘড়ির পানে চাহিয়া যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কথাটা আনার বুঝিতে বাকী রহিল না, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর এলেক্সিকে সঙ্গে করিয়া তাহার পড়িবার ঘর পর্য্যন্ত যথারীতি আগাইয়া দিয়া আসিল।

এলেক্সির এই একটি অভ্যাস—প্রত্যহ দুই ঘণ্টা তাহার পড়াশুনা করা চাই। আনা এই সময়টা টুক্‌টাক্ দু'একটা কাজ হাতে থাকিলে সারিয়া লয়, অথবা নিজেও খানিকটা লেখাপড়া করে। আজ সে লিখিবার সরঞ্জাম লইয়া ডলিকে চিঠি লিখিতে বসিল।

দেওয়ালের ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল। এলেক্সি বই মুড়িল, কারণ বারোটা বাজিল। তারপর সে আনার কাছে আসিয়া দাড়াইল, অর্থাৎ আর নয়, বারোটা বাজিয়াছে, অতএব জাগিয়া থাকিবার সময় ফুরাইয়া গিয়াছে। আনা উঠিলে, সে হাতমুখ ধুইতে চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে রাত্রিবাস পরিধান করিয়া এলেক্সি ফিরিয়া আসিল এবং আনার হাত ধরিয়া তাহাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া তাহাদের দাম্পত্যজীবন এই পদ্ধতিতেই চলিয়া আসিতেছে।

দুই মাস পরের কথা। আজকাল আনা কারেনিনা সামাজিক ভোজসভায় এবং দৈনন্দিন 'আড্ডা'য় রীতিমতভাবে যোগদান করে। পিটার্সবার্গের উচ্চতম অভিজাত সম্প্রদায়ের গণ্ডী এতই স্বল্পসংখ্যককে লইয়া যে, ইঁহারা সকলেই পরস্পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ। আনার অবশ্য তিনটি দলের সহিত ঘনিষ্ঠতা বেশী, প্রথম দল তাহার স্বামীর সরকারী মহল, সেখানে বড় বড় লোকের আনাগোনা, সর্ব্বদাই গুরুগম্ভীর আলোচনা হইয়া থাকে; দ্বিতীয় দলে সম্ভ্রান্ত বংশের ধর্ম্মভাবসম্পন্না গৃহিণীরা উৎকট সমস্যা লইয়া দিবারাত্র মাথা ঘামাইয়া থাকেন,—সে বৈঠকের প্রধানা নায়িকা হইতেছেন লিডিয়া, তিনি আনাকে খুবই ভালোবাসেন এবং শ্রদ্ধাও করিয়া থাকেন। তৃতীয় এবং সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে প্রধানতম 'আড্ডা' বসিয়া থাকে আনার এক তরুণী বন্ধু 'বেট্‌সি'র বাড়ীতে।

মস্কাউ যাইবার পূর্ব্বে আনা প্রথম-দু'টি দলেই যাতায়াত করিত এবং শেষের দলকে এড়াইয়া চলিত। তাহার দুইটি কারণ। এই আড্ডায় আসিতে হইলে নিত্য নূতন চটক্‌দার পোশাক পরিয়া আসিতে হয়। আর ইহাদের আসরে নাচগান পরনিন্দা লাগিয়াই আছে। এক কথায় বর্ত্তমান রাশিয়ার চরম প্রগতির প্রতীক হইতেছে বেট্‌সির দল। এখানে অধিকাংশ পুরুষ এবং নারী পরকীয় অথবা পরকীয়া সম্বন্ধে অবাধ আলোচনা করে। এই দলের সভ্যাদের অনেক মহিলাই

আপনার স্বামীকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও ভালোবাসে, যে তাহা পারে নাই তাহার দুঃখের অবধি নাই। তাহাদের মতে ভালোবাসার স্থান-কালপাত্র কিছুই গতানুগতিক নিয়মে চলিতে পারে না, অথবা চলিতে দেওয়া উচিত নয়। ইহারাই বর্ত্তমান রাশিয়ার মুখপাত্র।

মস্কাউ হইতে ফিরিয়া আনা বেট্‌সির বাড়ীতে নিত্য নিয়মিতভাবে আনাগোনা করিতে লাগিল। এখানে ভ্রন্‌স্কিও আসিয়া থাকে রোজ, কারণ বেট্‌সি তাহার দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী হয়, এবং কতকটা আনাকে দেখিতে পাইবে বলিয়াও বটে। আনা অবশ্য মনে মনে ভ্রন্‌স্কিকে এড়াইয়া চলিতে চায় কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা পারে না। সে যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ভ্রন্‌স্কিকে দেখিয়া খুশি হইয়া পড়ে। সে আপনাকে এতদিন বুঝাইয়া আসিয়াছিল যে, ভ্রন্‌স্কিকে সে যথেষ্ট ঘৃণা করিতে পারিয়াছে এবং সেজন্য অন্তরে যেন তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। অতএব তাহার সহিত নিত্যই যদি দেখা হয় তাহাতে আনার ভাবিবার বা শঙ্কিত হইবার কিছু নাই।

কিন্তু এই আত্মপ্রবঞ্চনা শীঘ্রই ধরা পড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিন এক নাচের আসরে কোন কারণে ভ্রন্‌স্কি উপস্থিত হইতে পারিল না, আনা বারবার বেট্‌সিকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কেন সে আসিল না, তাহার অসুখ-বিসুখ করে নাই ত'! বেট্‌সি বান্ধবীর মনের কথা সহজেই বুঝিয়া ফেলিল। আনার নিজের কাছেও এই অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠা গোপন রহিল না, সে বুঝিল যে এই দীর্ঘ দুইটি মাস ধরিয়া সে আপনাকে ঠকাইয়াছে। তবে কি সত্যসত্যই ভ্রন্‌স্কির জন্য তাহার মন উতলা হয়, না ইহা সামান্য কৌতূহল? কেন, ইহার মধ্যে এমন কী সে বলিয়াছে যাহার জন্য একটা অহেতুক অনুমান খাড়া করিতে হইবে! আনা আপনার মনের গভীর গোপনলোকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা

করিল, কিন্তু ভয় হইল পাছে অনভিপ্রেত সত্যটা তাহার কাছে ধরা পড়িয়া তাহার শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য সব নষ্ট করিয়া দেয়!

আনার এ উদ্বেগের কথা বেট্‌সি যথাসময়ে রং চড়াইয়া ভ্রাতার কানে তুলিয়া দিল।

আর একদিন সন্ধ্যায় সকলেই আসিয়া গিয়াছে কেবল তখনও আসে নাই ভ্রন্‌স্কি আর আনা। বেট্‌সির বিরাট বৈঠকখানা ঘরের দুইটি টেবিলে দুটি ছোট ছোট দল গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে আড্ডা তখনও জমে নাই ভালো করিয়া। সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। অন্য দিনের মত মোটাসোটা মিয়াকি-গৃহিণীই আজিকার আসরের রস পরিবেশনের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিরাছেন। কথায় কথায় কারেনিন-দম্পতির কথা উঠিল, কে একজন বলিল, "এলেক্সির মত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান মানুষ বড় একটা দেখা যায় না।" মিয়াকি বলিলেন, "থাক্ খুব হয়েছে, ঠিক তার উল্টো, ওর মতো গবেট আর নেই, এই কথাটাই খাঁটি সত্য। তবে আনা কারেনিনার মতো মেয়ে আজ পর্য্যন্ত আমি দেখিনি। ইস্ কপালটা দেখ এলেক্সির, কিসে আর কিসে! ওই যে বলে না—কিসের গলায় মুক্তোর মালা! আনার মর্ম্ম বুঝলে না লোকটা। ইস্...।"

ভ্রন্‌স্কি আসিয়া আলোচনায় যোগ দিল। তাহার কিছুক্ষণ পরেই বাহিরে একটা পরিচিত লঘু পদধ্বনি শুনিয়া বেট্‌সি এবং ভ্রন্‌স্কি পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া হাসিমুখে দরজার পানে চাহিল। আনা ত্বরিতপদে সাবলীল-গতিতে প্রবেশ করিল। তারপর সে সোজাসুজি বেট্‌সির কাছে আসিল। তাহার সহিত হাসিয়া দু'একটা কথা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ভ্রন্‌স্কির পানে একবার চাহিল। উত্তরে ভ্রন্‌স্কি মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিল এবং তাহার পাশের চেয়ারটা ঠেলিয়া আনাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। আনা সবই বুঝিল, সে

সংক্ষেপে ঘাড় নাড়িয়া একবার ভ্রূকুটি করিল, তারপর অন্য সকলের দিকে হাসিমুখে ফিরিয়া চাহিল।

বেট্‌সি আনাকে অনুযোগের স্বরে বলিল, "তুমি ভাই বড্ড দেরি ক'রেছ আজ।"

আনা বলিল, "লিডিয়ার বাড়ী গিয়াছিলাম একবার। অবশ্য বেরিয়েছিলাম সকাল সকালই। ভাবলাম অত আগে আসা ঠিক হবে না, তাই,—আর তাছাড়া অনেকদিন যাইনি ওখানে। সেখানে গিয়ে দেখি সার জন এসেছেন—।"

তাহার মুখের কথাটা যেন সকলে লুফিয়া লইল। পূর্ব্বের আলোচনা বন্ধ করিয়া সকলেই আনার দিকে ফিরিল। কে একজন বলিল, "সেই পাদ্রীটা? আমি জানি।—অমুকের মেয়ে তার প্রেমে প'ড়েছে। তাই তার বাপ-মা ওর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে ঠিক ক'রেছে।"

তাহার কথায় বাধা দিয়া একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর স্ত্রী বলিলেন, "কি যে বলো তুমি! আরে এ যুগে ভালোবাসা ব'লে কিছু থাক্‌তেই পারে না। বিশেষ ক'রে টাকাকড়ির দিকেই সকলের নজর এবং পাত্রের আর্থিক যোগ্যতা দেখেই আজকাল বিয়ে হচ্ছে।" ভ্রন্‌স্কি তাহার উত্তরে বলিল, "তবু উপায় নেই, কি আর করা যাবে। এখনও এই পুরনো কুসংস্কারটা দু'একজন ছাড়া সকলেই মেনে চ'ল্‌ছে।"

"তারা জাহান্নামে যাক্, যতো সব মূর্খ। বাস্তবিক যারা আধুনিক তারা বুদ্ধিমান লোককে বিয়ে ক'রছে। ওসব ছেঁদো প্রেম-টেম বাপু প'চে গেছে।"

তাহার উত্তরে ভ্রন্‌স্কি বলিল, "তার ফলও তাই হাতে হাতে পাওয়া যাচ্ছে। বুদ্ধির দৌড় বেশিদিন টিক্‌লে ত ছিল ভালো।

এই ধরণের বিয়ের কিছুদিন পরেই দম্পতিরা আদালতে হাজির হয় মীমাংসার জন্যে। যে ভালোবাসাকে উড়িয়ে দিয়ে এঁরা বুদ্ধিকে আঁকড়ে' ধ'রে ছিলেন সেই ভালোবাসার জন্যেই এঁদের সুখ, শান্তি, শুভবিবাহ সব উল্টে গেছে এমন ক্ষেত্র বহু।"

আনা সকলের কথাই শুনিতেছিল। তাহার মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলিতেছে। তাহা লক্ষ্য করিয়া বেট্‌সি হঠাৎ তাহার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি কি বলো ?"

আনা তার উত্তরে বলিল, "এ সম্বন্ধে ভাই আমি কিছু বল্‌তে পারি না। সকলের মন একরকম নয়। এখানে এতগুলি মানুষ আছে, ধরো প্রত্যেকেই আলাদা ভাবে এক এক রকমে ভালোবাসে। প্রত্যেকের ধারা এবং মত এক হওয়া সম্ভব নয়। আমায় বাদ দাও। যে যার নিজের মতে চলুক বলুক।"

একটু আগে অকপটে নিজের মত প্রকাশ করিতে গিয়া ভ্রন্‌স্কি ইঙ্গিতে কারেনিন-দম্পতিকে হয়ত কটাক্ষ করিয়াছে এই মনে করিয়া ভ্রন্‌স্কির বুক দুরু দুরু করিতেছিল। আনা এই কথা বলিতে তখন সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

কথাটা বলিবার পরই আনা ভ্রন্‌স্কিকে বলিল, "ডলি আমায় লিখেছে যে কিটির খুব অসুখ করেছে।"

"তাই নাকি, কিন্তু অসুখটা কি ?"

আনা তাহার দিকে তীব্র ভৎর্সনাভরে চাহিয়া বলিল, "তোমার আর তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি, সে জেনেই বা লাভ কি ?"

ভ্রন্‌স্কি বাধা দিয়া বলিল, "বিলক্ষণ ভাবনার কথা হ'লো, ঠিক কী লিখেছে ডলি, বলো দেখি—"

আনা তাহার কথার উত্তর না দিয়াই বেট্‌সির কাছে চলিয়া গেল

এবং এক পেয়ালা চা চাহিল। ভ্রন্‌স্কিও তাহার পিছনে পিছনে গেল। আনার পাশে দাঁড়াইয়া পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করিল, "কি লিখেছে বলো না।"

আনা তাহার সহিত কথা বলিতে বলিতে ঘরের কোণের দিকে একটি টেবিলের পাশে গিয়া বসিয়া পড়িল। ভ্রন্‌স্কি তাহার হাতে চায়ের কাপটা তুলিয়া দিয়া বলিল, "আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না আনা, ভালো ক'রে খুলে বলো না।"

আনা পাশের চেয়ারের দিকে একবার চাহিল। ভ্রন্‌স্কি সেখানটায় বসিয়া পড়িতে আনা ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি ভুল ক'রছ ভ্রন্‌স্কি, তুমি অন্যায় ক'রছ।"

"আমি জেনে-শুনেই ভুল ক'রছি। আর কেন যে করছি, এর জন্যে কে দায়ী, তা কি তুমি জানো না?"

"কিন্তু সে কথা শুধু শুধু আমায় শোনাবার দরকার?"

ভ্রন্‌স্কি সাহসভরে সোজাসুজি আনার মুখের দিকে চাহিল, তাহার দৃষ্টির সহিত আনার দৃষ্টি মিলিয়া গেল তবু সে চোখ নামাইল না, তেমনিভাবে চাহিল। তাহার দিকে চাহিয়া আনার মনে হইল সে যেন বলিতে চাহে—'একথা তোমাকে ছাড়া আর কাহাকে বলিব'।

আনা যেন কথার খেই হারাইয়া ফেলিল। সে কী বলিতে চাহিয়াছিল সব যেন ওলটপালট হইয়া গেল। অবশেষে বলিল, "তোমার হৃদয় নেই, তুমি কঠিন, তাই কিটির মত সরলা মেয়ের প্রতি এত সহজে এমন অবিচার ক'রতে পারছো।"

আনা মুখে যাহা বলিল সে তাহার মনের কথা নহে। বাস্তবিক এই তরুণটির গভীর ভালোবাসার কথা চিন্তা করিয়াই আনা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। দিন দিন যেন আনা উহার কাছে আত্মসমর্পণ করিবার

জন্য উতলা হইয়া উঠিতেছে। তাহার হৃদয় আছে বলিয়াই আনার ভয়, নাই বলিয়া নহে। কথাটা বলিয়া তার নিজেরই কানে বাজিল।

ভ্রন্‌স্কি মৃদু হাসিয়া তাহার উত্তরে বলিল, "তুমি যা ব'লছিলে একটু আগে সে তো ভুলের কথা, এর মধ্যে আবার ভালোবাসার কথা এলো কোথা থেকে ?"

আনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "তোমায় পাঁচশবার বারণ করে দিয়েছি না ওই 'ভালোবাসা'র কথা আমায় শোনাতে—ওটা তোমার মুখে সাজে না।"

এই কথাটা বলিয়াই আনার মনে হইল, ভ্রন্‌স্কিকে মুখে যদিও ভালোবাসার কথা উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, তবু যে ইহাতে তাহার নিজের দুর্ব্বলতাই ধরা পড়িয়া গেল। ফলে শুধু ওই কথাটি ছাড়া তাহার আর সকল দাবীই যে মানিয়া লওয়া হইল, কথাটিই শুধু বাদ রহিল। ব্যাপারটা এমন স্বচ্ছভাবে নিজের কাছে ধরা পড়িতে আনার রাগ হইল নিজেরই উপর। তারপর ভ্রন্‌স্কির পানে কঠিনভাবে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমি অনেকদিন থেকে তোমার এই কথাটা বল'ব বল'ব মনে ক'রছি! এর একটা মীমাংসা হওয়া দরকার। আমি এর আগে আর কারও সাম্‌নে এমন লজ্জায় রাঙা হ'তাম না, কেবল তুমি···তোমার জন্যে আমার মনের কোথায় কলঙ্কের ছায়াপাত হ'য়েছে···।"

ভ্রন্‌স্কি মুগ্ধ হইয়া আনার পবিত্র সুন্দর রমণী-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। সে যেন আনাকে নূতন করিয়া আবার দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইল কথা বলিতে বলিতে আনার মুখে কেমন একটা অলৌকিক জ্যোতির উদয় হইয়াছে। সে সঙ্কুচিতভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "আমায় কী ক'রতে বলো ?"

"তুমি ফিরে যাও, কিটির কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও।"

"সত্যিই কি তুমি তাই বলো আমায় ?"

ভ্রন্স্কি দেখিল যে, আনা চেষ্টা করিয়া কি একটা কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আনা জোর করিয়া নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিল —তাহার কণ্ঠস্বর এতই মৃদু যেন আপনার সঙ্গেই কথা বলিতেছে— "তুমি যদি আমায় সত্যিই ভালোবাস, তবে আমায় শান্তিতে থাকতে দাও।"

ভ্রন্স্কির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তুমি, তুমি আমার জীবনের সব কিছু, সেই কথাই আমি তোমায় ব'লে এসেছি এতদিন। যেদিন তোমায় প্রথম দেখি, সেদিন থেকে আমার মনের শান্তি গেছে চ'লে। ওগো আমি কি-ক'রে তোমায় শান্তি দেবো ? আমি চাই না শান্তি, কিছু চাই না—তোমার এককণা ভালবাসা আমায় দাও, সারাজীবন অশান্তিতে কাটুক আমার। তোমায় আমায় ভিন্ন ক'রে দেখতে ভুলে গেছি। আমার কাছে তুমি আর আমি এক হয়ে গেছে। আমি দেখছি সাম্‌নে আমার চরম দুর্গতি—কিন্তু সে দুর্গতি তোমার স্নেহস্পর্শে আবার সুখের স্বর্গও হ'তে পারে। মাঝামাঝি কোন পথ নেই আমার—শান্তি তোমারও নেই আমারও নেই। আমার জীবনে তুমি এনে দিতে পারো ব্যর্থতা, আবার ইচ্ছে ক'রলে আমাকে—"

কথাগুলি ভ্রন্স্কির ঠোঁটের ডগায় আসিয়া বুদ্‌বুদের মতই মিলাইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু আনা সবই শুনিতে পাইল। আনা যাহা বলিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল বারবার চেষ্টা করিয়াও তাহা বলিতে পারিল না। তাহার বিবেকের সদ্‌যুক্তি যেন কোন্ বন্যার স্রোতে তৃণখণ্ডের মতই ভাসিয়া গেল। আনা স্বপ্নাবিষ্টের মত ব্যথাতুর, বিহ্বল

নয়নে ভ্রন্‌স্কির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আবেগে তাহার দৃষ্টি টলমল করিতেছিল।

ভ্রন্‌স্কি চুপি চুপি, ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া, যেন আনার কানে কানেই বলিল, "তবে, তবে তুমি শাস্তি চেয়ো না। যেমনভাবে আমাদের দিন ব'য়ে যাচ্ছে তেমনি ভাবেই যেতে দাও। বন্ধুত্বে আমাদের হবে না, তার চেয়ে অনেক বেশী আমার পিপাসা।"

আনা কি যেন বলিতে চাহিল, সে তাহা বুঝিয়া লইয়া বলিল, "আমায় যদি তোমার ভালো না লাগে, আমাকে দেখতে যদি তুমি না চাও, তবে আদেশ করো। শুধু বলো সে কথা। তারপর তোমার সাম্‌নে আমি আর আস্‌বো না। আমায় তুমি দেখ্‌তে পাবে না। বলো, বলো—"

"না, না, আমি তোমায় তাড়িয়ে দিতে চাই না।"

"তবে থাক্‌ যেমন আমরা আছি। বিচার, মীমাংসা, শাস্তি— ও-সব প্রয়োজন কি ?" বলিয়া ভ্রন্‌স্কি অন্যদিকে চাহিয়া কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল, "তোমার স্বামী আস্‌ছেন।"

আনা মুখ তুলিয়া দেখিল। তাহাদের দু'জনকে কথা কহিতে দেখিয়া এলেক্সি ওপাশ দিয়া বেট্‌সির কাছে গেল। আনা উঠিল না, সে ভ্রন্‌স্কিরই সহিত গল্প করিতে লাগিল।

অবশ্য এলেক্সি আনা আর ভ্রন্‌স্কির নিভৃত আলাপে প্রথমটা কিছুই মনে করে নাই। আর মনে করিবার কারণও কিছু ছিল না। সে আধঘণ্টার অবসর পাইয়া গল্প করিবার জন্যই বেট্‌সির বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। কিন্তু মিয়াকির সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে এলেক্সি লক্ষ্য করিল যে ঘরের আর সকলেই আনা আর ভ্রন্‌স্কির দিকে ঘন ঘন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

তবুও এলেক্সি সেদিকে মনোযোগ দেয় নাই, মিয়াকির সঙ্গে গল্পই করিতেছিল।

কিন্তু কে একজন চাপা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এদের দু'জনের বড বাড়াবাড়ি দেখছি।"

তাহার উত্তরে আর একজন বলিল, "কেমন, এখন বিশ্বাস হচ্ছে ত'! আমি বাপু একথা বহুদিন আগেই ব'লেছি।"

এলেক্সি দেখিল যে, বেট্‌সি, এমন কি মিয়াকি পর্য্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছে এবং এক একবার সেই বিশেষ কোণটির দিকে চাহিতেছে।

বেট্‌সি বেগতিক দেখিয়া বড় টেবিলের আসর ছাড়িয়া আনার পাশে আসিয়া বসিল এবং আনাকে বলিল, "ভাই, তোমার বরটি এমন চমৎকার কথা বল্‌তে পারে!"

বেট্‌সি কী বলিয়াছে তাহা আনার কানে গেল না। তবু বেশ সপ্রতিভভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, সে কথা সত্যি।"

তারপর সে বড় টেবিলে গিয়া সকলের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিল।

এলেক্সির চোখে পাঁচজনের এই ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া মন্তব্য করা এবং বিশেষ করিয়া আনার প্রতি নজর রাখাটা মোটেই ভালো ঠেকিল না। যথাসময়ে এলেক্সি উঠিয়া পড়িল এবং আনাকে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য বলিল। আনা অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি ত এখনই বাড়ী যাবে না, আমি শুধু শুধু ঘরের মধ্যে এক্‌লা ব'সে থেকে কি করব! তার চেয়ে আমি না হয় একটু পরেই যাবো।" এলেক্সি আর কিছু বলিল না, টুপিটা হাতে করিয়া আপনার কাজে চলিয়া গেল।

আনাদের আড্ডা যখন ভাঙ্গিল, রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে।

বেট্‌সির বাড়ীর দুয়ারে কারেনিনদের গাড়ীটা তখনও লাগিয়া ছিল। তাহাদের সহিস গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, ওদিকে একজন দরওয়ান বাড়ীর দেউড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দেখা গেল আনা গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং ভ্রন্‌স্কি তাহার হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে কথা বলিতেছে।

ভ্রন্‌স্কি আনাকে বলিতেছে, "তুমি আমার কথার জবাব দিলে না। অবশ্য আমি কিছুই চাই না। তবে আমার একমাত্র কামনা হচ্ছে—যে কথাটা শুনলে তুমি রেগে যাও—সেই ভালোবাসা।"

আনা ভ্রন্‌স্কির কথাটা আস্তে আস্তে আপন মনেই আবার বলিল, "ভালোবাসা। আমার কাছে ও কথাটার মূল্য এত বেশী যা তোমার কল্পনায়ও আসবে না। সে আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। যত সহজে তুমি 'ভালোবাসি' বল্‌তে পারো, আমি তত সহজে পারি না। বলেছি ত', কথাটা নিয়ে মিছে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আচ্ছা, বিদায়।"

বলিয়া আনা হাত বাড়াইয়া দিল। ভ্রন্‌স্কি আপনার হাতের মধ্যে আনার হাতখানা অনেকক্ষণ মুঠা করিয়া ধরিয়া রহিল।

এইভাবে বিদায়ের পালা শেষ হইতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। একটু আগাইয়া গিয়াই একটা মোড়ে গাড়ীটা বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ভ্রন্‌স্কি এতক্ষণ গাড়ীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার যেন সম্বিত ফিরিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। সে আপনার হস্তের সেই স্থানটি বারবার চুম্বন করিতে লাগিল যেখানে আনার স্পর্শ তখনও লাগিয়া ছিল। আনার সুডৌল বাহুর মধুর স্পর্শ,সেই সুন্দর মুখের একটু হাসি, দুটি কথা, তাহার আয়ত নয়নের গভীর চাহনি—সবটা মিলিয়া ভ্রন্‌স্কির অন্তরে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়াছে। তাহার চোখে নেশা

লাগিয়াছে। সে আনার কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া গেল, কোথা দিয়া সে চলিতেছে তাহাও তার খেয়াল নাই।

এদিকে এলেক্সি বাড়ী ফিরিয়া দেখিল আনা তখনও ফিরিয়া আসে নাই। সে বাহিরের পোশাক ছাড়িল না, সরাসরি পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু সেদিন যেন কিছুতেই লেখাপড়ায় তাহার মন বসিল না, কোন রকমে অভ্যাসমত দুই ঘণ্টা বই-এ মুখ গুঁজিয়া কাটাইয়া দিল এবং বারোটা বাজিবামাত্র উঠিয়া পড়িল। তারপর বাহিরে আসিয়া এঘর ওঘর খুঁজিয়া দেখিল যে আনা তখনও ফেরে নাই। অন্যদিন হইলে সে হয়ত হাতমুখ ধুইয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে যাইত। কিন্তু আজ তাহার সে সব কথা মাথায় আসিল না। সে পিছন দিকে হাত দিয়া চিন্তিতভাবে বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে ভ্রন্‌স্কির সহিত আলাপ করার মধ্যে আনার এমন কি থাকিতে পারে যেজন্য আর পাঁচজনে অমন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিতেছিল? বিশেষ করিয়া, তাহারা যে সমাজে বাস করে সেখানে একজন মেয়ের অন্য যে-কোনও পুরুষের সঙ্গে একলা বসিয়া গল্প করাটা যখন বিসদৃশও নয়, দূষণীও নয়। কিন্তু সে বেশ ভালো করিয়া দেখিয়াছে যে আজিকার এই ব্যাপারটা কেহই পছন্দ করে নাই। তাহার কারণ যে কী, এলেক্সি কিছুতেই আবিষ্কার করিতে পারিল না, বা তেমন তলাইয়া দেখিবার চেষ্টাও করিল না।

যেহেতু আর পাঁচজনে আনার এরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়াছে সেহেতু আনাকে এলেক্সির সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সে স্থির করিল যে, এ বিষয়ে আনার সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা হওয়া

দরকার। অবশ্য সে তাহার স্ত্রীকে সন্দেহ করে না, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পবিত্রভাবে তাহারা শুভবিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মের অনুশাসনে তাহারা উভয়ে উভয়কে ভালোবাসিতে বাধ্য,—ইহাই নিয়ম। এতদিন নথিপত্রের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়া এলেক্সির মন এমনই নিয়মবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, সে ইহার বেশী ভাবিতে পারে না। তাহার স্ত্রী যে সত্যসত্যই অপর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারে (যদিচ বাস্তব জীবনে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে), এ কথা তাহার মাথাতেই আসিল না। তাহার মনের সঙ্গে বাহিরের বাস্তব পৃথিবীর পরিচয় অতি সামান্য,—সেই জন্যই বাস্তবের সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়াইতে সে ভয় পাইল।

এলেক্সি ভয়ে তখনকার মত পিছাইয়া আসিল, তবু সে বেশ বুঝিতে পারিল যে এইবারে তাহাকে স্থির মস্তিষ্কে সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে। আনা যদি অপরকে ভালোবাসে, তাহার জন্য এলেক্সি তাহাকে ঘৃণা করিবে কি? না, সে কিছুতেই একথা ভাবিতে পারিতেছি না,—তাহার পক্ষে ইহা নিতান্তই অপমান-জনক। তবে এখনও উপায় আছে, আনাকে বুঝাইয়া বলিয়া কহিয়া আপনার কাছে টানিয়া আনিতে পারা যায়।

কিন্তু সে এমন কী দেখিয়াছে যাহার জন্য এত কথা ভাবিতেছে? ভাবিয়া দেখিলে ত বাস্তবিক কিছুই হয় নাই। এলেক্সি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার সেই চিন্তাই ফিরিয়া আসিল। আনা হয় ত ভ্রন্‌স্কিকে ভালোবাসে। কিন্তু তা কেমন করিয়া সম্ভব? ধর্ম্ম, ঈশ্বর, পবিত্র অনুষ্ঠানগুলি ত' মিথ্যা হইতে পারে না! সে একবার ভাবিল, থাক্—এ সব কথা লইয়া আর নাড়াঘাঁটা করিয়া লাভ নাই।

অবশেষে সে স্থির করিল, একবার যখন মনে কথাটা উঠিয়াছে তখন ইহার মীমাংসা করিয়া ফেলাই ভালো ; মনে মনে সে আপনার বক্তব্য সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিল। সে আপনাকে বলিবে যে, সমাজে বাস করিতে গেলে জনসাধারণের মতামতের দিকে নজর রাখা দরকার। যদি অকারণেও সমাজে দুর্নাম রটে তাহাও এলেক্সির পক্ষে লজ্জার কথা, এমনিভাবে কারেনিন্ বংশের এতদিনের মান-মর্য্যাদা সবই রসাতলে যাইতে দেওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, সেরিওজার ভবিষ্যৎ সুখশান্তি ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। তৃতীয়তঃ, আনার পক্ষেও ইহা সম্মানজনক নহে, পরবর্ত্তীকালে তাহাকে ইহার জন্য জগতের কাছে হেয় হইয়া থাকিতে হইবে। হয়ত ইহার জন্য তাহাকে অশেষ দুঃখও পাইতে হইবে।······

আনা যখন ফিরিল তখন রাত্রি দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে। তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া এলেক্সি আপনার বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু পদশব্দ যতই স্পষ্ট হইতে লাগিল, এলেক্সির যুক্তিও যেন ততই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার সযত্নে বহু চেষ্টা করিয়া খাড়া করা উপদেশগুলি যেন ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল।

আনা তাহাকে পায়চারি করিতে দেখিয়া বলিল, "তুমি এখনও শুতে যাও নি, অনেক রাত হ'য়েছে যে।"

তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া এলেক্সিও ঘরে ঢুকিল, বলিল, "তোমার সঙ্গে দু'টো কথা আছে আনা।"

আনা অবাক্ হইয়া গেল, কতকটা ভয়ও যে তাহার না হইল তাহা নহে। কি বিষয়ে কথা বলিবার জন্য এলেক্সি জাগিয়া বসিয়া আছে?

আনা বলিল, "বেশ, কি কথা? দরকারী যদি হয় ত' সেরে ফেলাই উচিত,—কিন্তু রাত হ'য়েছে অনেক।"

নিজের এই স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর এবং স্বচ্ছন্দ কথা বলার ভঙ্গীতে যে নিজেই যেন অবাক হইয়া গেল। এলেক্সিকে আজ তাহার মোটেই ভালো লাগিতেছে না। অথচ তাহার হাবভাবটাও খুব সুবিধাজনক নহে, তাই আনা স্বামীর দিকে একটু মনোযোগ দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে আনা কোনও দিনই স্বামীকে এমনভাবে ছলনা করে নাই। কিন্তু অকস্মাৎ কোথা হইতে তাহার এ পটুতা আসিল! কথা বলিতে গিয়া ত কণ্ঠস্বর এতটুকুও কাঁপিয়া গেল না! অলক্ষ্যে থাকিয়া কে যেন আনাকে এই কাজে সাহায্য করিতেছে। আনার মুখচোখ হাসিতে নাচিতেছে। এ সবই তাহার স্বামী দেখিল। বিচলিত ভাবে সে বলিল, "আনা, তোমায় একটু সাবধান ক'রে দিতে চাই।"

"সাবধান করতে চাও—আমায়? কেন?"

আনা আশ্চর্য্যরকম সহজ ভাবে তাহার পানে তাকাইল। তাহার সেই দীপ্ত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারে না যে, আনার ব্যবহারের মধ্যে কোথাও কোন গলদ থাকিতে পারে। কিন্তু আট বৎসর তাহার সঙ্গে বাস করিয়া এলেক্সি আনাকে ভালো করিয়া জানিয়াছে। সে দেখিল যে, আনার মুখের হাসি এবং তাহার অঙ্গের অপূর্ব্ব দীপ্তির মধ্যে আনন্দের বা উল্লাসের চিহ্নমাত্র নাই। তাহাকে দেখিয়া এলেক্সির মনে হইল যে, এ মূর্ত্তি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত রজনীর মত নির্ম্মল নহে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রিতে কোথাও আগুন লাগিলে যেমন চারদিকে একটা উজ্জ্বল লেলিহান দীপ্তি ছড়াইয়া পড়ে—আনার চেহারার মধ্যে সেইরকম একটা কঠিনতাই তাহার চোখে ধরা পড়িল।

যদি এলেক্সি কোনদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পরে শুইতে যায় তবে আনা বারবার উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করে, "হাঁ গো

তোমার কি হয়েছে আজ? শরীর খারাপ হয়নি ত।" কিন্তু আজ আনা সে সব কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, সহজে তাহার এত বড় একটা ভুল হয় না। তাহা ছাড়া ইতিপূর্ব্বে আনা বাড়ী ফিরিয়াই সারাদিনে কি ঘটিয়াছে সবিস্তারে সমস্ত কথাই এলেক্সিকে বলিত, তাহার সুখ-দুঃখ, সকল অনুভূতিই এলেক্সির কাছে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিত। কিন্তু আজ সে-ধার দিয়াও আনা গেল না, কেবল আত্ম-গোপনের একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্যই যেন সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এক নিমেষে এলেক্সির কাছে সব কিছুই স্বচ্ছ হইয়া গেল। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, আনার মনের দুয়ার তাহার কাছে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল যেন, সে বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখিতেছে তাহার বাড়ীর দরজায় তালা ঝুলিতেছে, চাবীটা গিয়াছে হারাইয়া। আনার মনের চাবীটা এলেক্সি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল,—ভালো করিয়া খুঁজিলে হয় ত পাওয়া যাইতেও পারে। কিন্তু আনার কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া মনে হইল যে আনার মনের দুয়ার চিরতরেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এলেক্সির আর কোন আশাই নাই।

এলেক্সি চাপা গলায় বলিল, "আমি তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি। অতটা অসতর্কভাবে চলাফেরা করলে লোকের মুখচাপা দেওয়া যাবে না।···আজ সন্ধ্যেবেলায় ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তোমার অতখানি অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করাটা ঠিক হয়নি, তার জন্যে বেট্‌সির বাড়ীতে যারা গিয়াছিল তারা গা-টেপাটেপি ক'রছিল, তা কি তুমি জানো? সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই ব্যাপারটা—।"

আনার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টির দিকে নজর পড়িতেই এলেক্সি থামিয়া গেল। তাহার মনে হইল আনা যেন তাহার মনের সব কথা দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, হয় ত' দেখিয়াছে। এলেক্সির মনের মাঝে যে

সন্দেহের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহাই বোধ করি দেখিবার চেষ্টা এ দৃষ্টি যেন গভীর গোপন তলদেশ পর্য্যন্ত সহজে পৌঁছাইতে পারে। তাহার চাহনিতে এলেক্সি ভয় পাইয়া গেল।

আনা অভিমানভরে কহিল, "তোমার এই একটা কি ধরণ—আমি যদি চুপচাপ মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকি তখনও বল্‌বে 'কী হ'য়েছে তোমার, অমনভাবে থেকো না, আমার ভালো লাগে না', আবার যদি একটু হাসি-তামাসা করি, আনন্দে থাকি, তাও সইতে পারো না। আমি কী করি বলো ত!"

তাহার স্বামী এ কথায় ভুলিল না। তেমনি রূঢ় কণ্ঠেই এলেক্সি অধীরভাবে বলিল, "আনা, তোমার পরিবর্ত্তন ঘটেছে অসম্ভব রকম। তোমাতে আর তুমি নেই, এ কী—তুমি যেন অনেক দূরে সরে গেছ।"

আনা আশ্চর্য্য হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তোমারই কী হ'য়েছে আজ। বেশ, আমি কিভাবে থাক্‌লে তুমি খুশী হও তাই বলো!"

এলেক্সি কপালের রগটা টিপিয়া ধরিল, একবার চোখের পাশটা চাপিয়া ধরিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, তাহার স্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া দ্বেষের জ্বালায় সে নিজে জ্বলিতেছে। একবার মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া এলেক্সি আপনাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিল। তারপর সংযতভাবে আপনার সাজানো যুক্তির অবতারণা করিয়া স্ত্রীকে বলিল, "ভুল হ'চ্ছে তোমারই কোথায়—। এ আমার কথা নয়। এতক্ষণ যে তোমায় এত কথা বল্লাম তার মূলে রয়েছে অপরের ইঙ্গিত, তারা তোমায় কি যেন মনে করেছে! আজ সন্ধ্যাবেলায় যা দেখলাম তা থেকেই আমার এ কথা মনে হ'য়েছে। সবাই তোমাদের দিকে……"

আনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমি তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না।"

কেবল অপরের মুখের দিকে তাকাইয়া এলেক্সি এই কথাগুলি ভাবিয়াছে, তবে সে নিজে কিছু মনে করে নাই,—ভাবিয়া আনা মনে মনে কতকটা স্বস্তি অনুভব করিল। তারপর সে এলেক্সিকে বলিল, "তোমার শরীর ভালো নেই, শোও গে যাও।"

বলিয়া আনা বাহিরে আসিবার জন্য পা বাড়াইল। কিন্তু এলেক্সি এমন ভাবে তাহার দিকে আগাইয়া আসিল, যেন জোর করিয়া সে আনাকে ধরিয়া রাখিবে। তাহার মুখের চেহারা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। আনা দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চুলের কাঁটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "বেশ, বলো না তুমি, কি তোমার বলবার আছে ?"

"তোমার মনের মধ্যে কি আছে না আছে তা' আমার জান্‌তে চাওয়া মূর্খতা এবং কোন মানুষেরই অপর কারও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে জান্‌তে যাওয়া ধর্ম্মের দিক দিয়েও উচিত নয়, সম্ভব ত নয়ই। থাক্ সেকথা। তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে থাক্, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তবে আমাদের বিয়ের সঙ্গে অনেকখানি দায়িত্ব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এসেছে উভয়ের। আমার কর্ত্তব্য তোমার কি করা উচিত সে বিষয়ে প্রয়োজনমত নির্দ্দেশ দেওয়া। তোমার কোথাও ভুল হ'লে তা' সংশোধনের দিকে আমারই নজর দেওয়া কর্ত্তব্য। শুধু তাই নয়— অধিকারও খানিকটা আছে বই কি। ঈশ্বরের এই পবিত্র ইঙ্গিতকে না মেনে অবিবেচকের মত যা খুশী তাই করলে পরে তার ফলও ভুগতে হয় আনা। তোমার ভালোর জন্যেই আমি এত কথা বল্‌ছি। এতে আমারও মঙ্গল তোমার ত বটেই। আমি তোমার স্বামী ; তোমায় ভালোবাসি, তাই আজ কতকগুলো কথা বল্‌লাম, হয় ত

তোমায় অসঙ্গত ভাবেই খানিকটা বকাবকি করলাম—জানিনা এর কতখানি সত্যি আর কতটুকু মিথ্যে।”

নিমেষের তরে আনার কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি ম্লান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু স্বামীর মুখে ভালোবাসার কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত অন্তর জ্বলিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, ‘ভালোবাসা? এলেক্সি কখনও ভালোবাস্‌তে পারে? অসম্ভব। পাঁচজনের মুখে ঐ শব্দটাই শুনেছে বোধ হয় ও; আসলে ভালোবাসা যে কি তা’ এলেক্সির জানা নেই।’ আনা ক্ষীণকণ্ঠে নির্ব্বোধের মতই বলিল, “এলেক্সি, আমি সত্যিই কিছু বুঝ্‌তে পারছি না। তুমি সব কথা খুলে বুঝিয়ে বলো।”

এলেক্সি বলিল, “থামো, আমায় বল্‌তে দাও। আমি তোমায় ভালোবাসি, কিন্তু আমার সুখ-শান্তির কথা বাদই দিলুম না হয়, তোমার ছেলের ভবিষ্যৎটা ভুলে যেও না। তোমার নিজের পরিণাম স্মরণ রেখো। হয় ত আমার উপর রাগ হ’চ্ছে, ভাবছো কতকগুলো বাজে ব’কে যাচ্ছি। বাস্তবিক নিছক কল্পনায় যদি আমি এ দেখে থাকি, আমার সন্দেহের বিন্দুমাত্রও সত্যি না হয়, তবে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি! কিন্তু যদি তোমার মনের কোথাও এতটুকু গ্লানি জমে থাকে তবে তা’ ধুয়ে মুছে ফেল, একটু ভেবে দেখ।”

এলেক্সি একটু চুপ করিল। পরক্ষণে সে যেন কি বলিতে যাইতেছিল, আনা তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, “আমার কিছুই বলবার নেই।·········তা ছাড়া রাতও অনেক হ’য়েছে, ঘুম পাচ্ছে, শুতে যাও।”

এলেক্সি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল। আনা যখন বিছানায় আসিয়া শুইল তখন প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা

করিতেছিল যে এলেক্সি বুঝি আবার কি করিয়া বসে। কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

একটু আগে এলেক্সির কথাগুলি এড়াইতে চেষ্টা করিলেও এখন স্বামীর এই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা আনার কাছে আরও দুঃসহ বোধ হইল। এর চেয়ে এলেক্সি বকিলেও ছিল ভালো। সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া থাকিল। অবশেষে এলেক্সির নাক ডাকার শব্দও সে শুনিতে পাইল। কত কীই যে আনা ভাবিল এলোমেলো ভাবে, তাহার ঠিক নাই। একবার তাহার মনে হইল যে রাত অনেক হইয়াছে এবারে ঘুমানো উচিত। কিন্তু তাহার চোখের ঘুম কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে। জাগিয়া জাগিয়া আনা ভ্রন্‌স্কির কথাই ভাবিতে লাগিল।

সেইদিন হইতে কারেনিন্‌-দম্পতির দৈনন্দিন জীবনধারা বাহির হইতে আপাতদৃষ্টিতে একভাবেই চলিতে লাগিল বটে, তবে তাহাদের মনের সম্পর্কটা আর আগেকার মত রহিল না। এ যেন পূজামণ্ডপে অর্চ্চনার আয়োজন আছে পূর্ণ মাত্রায়, কিন্তু অভাব ঘটিয়াছে পূজারীর মানসিক পবিত্রতার। তাহারা বাস করে আগেকার মত একই সঙ্গে কিন্তু সে শুধু তাহাদের শরীর লইয়া, মন থাকে অন্য জায়গায়। আনার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এলেক্সির ঘাড়েও যেন শয়তান আসিয়া ভর করিয়াছে। এলেক্সিও যেন অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। সে মনে মনে আনার উপর রাগ করে এত বেশী যে, শাসন করিবার মত শক্তি বা মানসিক স্থিরতাও যেন তাহার লোপ পাইয়া যায়।

আজকাল আনা নিয়মিতভাবেই বেট্‌সির বাড়ী যায়; যেখানে-সেখানে সুযোগ পাইলেই সে ভ্রন্‌স্কির সহিত মেলামেশা করে। আর এলেক্সি আলেকজান্দ্রোভিচ্, যাহার রাজনীতিতে দেশজোড়া নাম,

যাহার কূটনীতির চালে এতবড় রাশিয়ার রাষ্ট্রশাসন সুসম্পন্ন হইতেছে অতিসহজেই, সামান্য পারিবারিক ব্যাপারে তাহার কোন বুদ্ধিই কাজে লাগিল না। সে যত আনার সঙ্গে এ বিষয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করে আনা ততই তাহাকে এড়াইয়া যায়, তামাসা-বিদ্রূপ করে। এলেক্সি বহুবার সরল উদার হৃদয়ে এ কথাটা তলাইয়া দেখিতে গিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। যে-কথা সে গম্ভীর হইয়া বলিতে চায় তাহা তাহার স্বাভাবিক ব্যঙ্গসূচক ভঙ্গীতে প্রকাশ হইয়া কথার গুরুত্ব ভাঙ্গিয়া খানখান করিয়া দেয়—সে কিছুতেই আপনার বক্তব্য আনার কাছে সহজভাবে বলিতে পারে না।

এমনি করিয়া তাহারা দু'জনে দিন দিন দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। আনা যতদূর সম্ভব এলেক্সিকে এড়াইয়া চলিতে চাহে। এলেক্সি সবই দেখে, বুঝিতেও সে সবই পারে কিন্তু কিছুই করিতে পারে না। অসহায় ভাবে আপনার নিয়তির হাতেই সমস্ত ভার অর্পণ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু তাও পারে না, সে আপনার অভিমানে অপমানে তিলে তিলে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতে থাকে।

যাহারা এতদিন আনার সরলতা এবং পবিত্রতার সুখ্যাতিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা আনার চরিত্রের সঙ্গে একটা কলঙ্ক জুড়িয়া দিতে পারিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যাহারা আনার বিপুল রূপরাশিতে ঈর্ষিত হইয়া খানিকটা মুখরোচক গুজব রটাইবার জন্য পাঁকে হাত ডুবাইয়া বসিয়া ছিল তাহারা এখন মাথা নাড়িয়া পরমানন্দে মনে মনে হাততালি দিল। তাহারা কবে পুরাপুরি ভাবে আনার নামে প্রকাশ্যে কুৎসা রটাইতে পারিবে এই আশায় দিন গুনিতে লাগিল। আনা এসব কথা জানিয়া শুনিয়াও এলেক্সির সতর্কবাণীকে

মোটেই আমল দেয় নাই। সে বেট্‌সির বাড়ীতে, পথে ঘাটে, নিমন্ত্রণ সভায় ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করিত।

একদিন এ সংবাদ ভ্রন্‌স্কির জননীর নিকটও পৌঁছিল। মস্কৌতে বসিয়া তিনিও একটু বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া লইলেন। পুত্রের এই সাফল্যে নিজেও একটু গৌরব বোধ করিলেন বই কি তিনি! আনাকে তাঁহার খুবই ভালো লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে অসাধারণ একটা কিছু কল্পনা করিয়া তাহার তুলনায় আপনাকে যেন বড়ই ছোট বলিয়া মনে হইত। এদিকে তাঁহার অন্তরে যেন কোথায় একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। বয়সকালে তিনিও ঢের যথেচ্ছাচার করিয়াছিলেন, স্বামীর ঘর মোটেই করেন নাই, তাই এই সুখী মেয়েটির সহজ সরল নিশ্চিন্ত-নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রা তাঁহাকে যথার্থ সুখী করিতে পারে নাই— একটা ঈর্ষার বীজ হয় ত মনের কোণে অঙ্কুরিত হইতেছিল। আজ তাহাকে নিজের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারিয়া অর্থাৎ তাহাকে যে-কোন সাধারণ মেয়ের মত দুর্ব্বলচিত্ত ভাবিতে পারিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন— আত্মপ্রসাদে তাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইল।

কিন্তু তাঁহার এ মনোভাব বেশীদিন বজায় রহিল না। যেদিন তিনি শুনিলেন যে কেবল পিটার্সবার্গ ছাড়িবার ভয়ে ভ্রন্‌স্কি একটা ভালো চাকুরী ছাড়িয়া দিল, সেদিন তাঁহার মন আনার উপর বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার পুত্র কেবল আনা কারেনিনাকে জয়ই করে নাই, নিজেও সে মরিয়াছে! তাহার ভবিষ্যতের আশা-উন্নতি সব কিছুই তুচ্ছ করিয়া কেবল আনাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া অপদার্থটা পিটার্সবার্গের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিল! তিনি পুত্রের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তা' ছাড়া সেই যে সে পিটার্সবার্গে গিয়াছে তারপর আর একবারও সে মস্কৌতে

আসে নাই। মায়ের একটা খরব লওয়া ত উচিত ছিল! তিনি জ্যেষ্ঠ :ক একখানি পত্রাঘাত করিয়া আদেশ দিলেন 'তোমার ভাইয়ের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে, তুমি গিয়া তাহার সহিত দেখা কর।' তিনিও ভাইয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়া তিনদিন তাহাকে বাসায় খুঁজিয়া পাইলেন না, কারণ ভ্রন্‌স্কি কোনদিনই ঘুমাই-বার সময় ছাড়া ঘরে থাকে না। আজকাল সে সময়টাকেও সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে। এদিকে সেনাবিভাগের চাকুরী, পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সহিত পানভোজন (ইদানীং এগুলির সময়কেও সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছে, তবু একেবারে পরিত্যাগ করা তাহার অসম্ভব) বজায় রাখিয়া বেট্‌সির বাড়ীতে অথবা যেখানে আনার সঙ্গে দেখা হইবে সেখানে যাওয়া—এ সব সারিয়া যে অবসর থাকে সেই সময়টুকু সে ঘুমায়। তবে ইহার জন্য তাহার এতটুকু অসুবিধা বোধ হয় না। চাই কি, যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিতেও সে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিল না।

যাহা হউক্—তিন দিন ঘুরিয়া চতুর্থদিন ভ্রন্‌স্কির দাদা তাহার বাসায় গিয়া দেখিলেন যে, ভ্রন্‌স্কির এক বন্ধু পেটট্রিট্‌স্কি নেশায় বুঁদ হইয়া অচেতন অবস্থায় ভ্রন্‌স্কির বিছানায় পড়িয়া আছে। অবশেষে মাতালটাকেই ঠেলিয়া তুলিয়া এক টুকরা কাগজে আপনার আগমনবার্ত্তা লিখিয়া জননীর পত্রের সহিত তাহার হাতে দিয়া চলিয়া আসিলেন।

৬

এই একবৎসর কাল ভ্রন্‌স্কি আনাকে পাইবার জন্য যে সুকঠিন সাধনা করিয়াছিল, একদিন তাহাই প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে সিদ্ধি বহন করিয়া

উপস্থিত হইল। একদিন আনাকে একান্ত আপনার মনে করিয়া পাইবার কল্পনামাত্রেও তাহার মনে আনন্দের জোয়ার আসিত; আনার এতটুকু হাসি, সামান্য একটুকরা কথাও তাহার ধমনীর মধ্যে রক্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিত—অথচ সাহস করিয়া সেটুকুও সে দাবী করিতে পারে নাই। আর আজ, আজ আনা নিজেই নিজেকে ভ্রন্‌স্কির পায়ের তলায় নিঃশেষে সঁপিয়া দিতে চায়। তাহার একদা-গর্ব্বোদ্ধত দৃষ্টি যেন আজ ভ্রন্‌স্কির করুণা ভিক্ষা করিতেছে, সে দৃষ্টিতে আত্ম-নিবেদনের আকুল আকুতি সুপরিস্ফুট।

ভ্রন্‌স্কি উন্মাদ হইয়া যাইবে নাকি? সে যেন নিজেকে কোন মতেই শান্ত করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছিল, কী যেন এক হৃদয়াবেগে ওষ্ঠ দুইটি থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। অবশেষে সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অব্যক্তব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আনা, আনা!' আনাও যেন আজ সহ্যের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার নারীজীবনের যাহা কিছু সার, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র, বুঝি আজ এক মুহূর্ত্তের বন্যায় সব ভাসিয়া তলাইয়া যায়! তা যাক্—সে জন্য দুঃখবোধও তাহার নাই। আনা এ কি করিতেছে, কী ইহার পরিণাম, এসব কোন চিন্তাই তাহার মাথায় যাইতেছিল না। এই মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেলে সে আর কোনদিন ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে না সত্য কথা, দুর-পনেয় কুৎসিত কলঙ্ক চিরজীবনের মত লোকচক্ষে তাহাকে ঘৃণ্য করিয়া রাখিবে তাহাও সে জানিত তবু আনা আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। একবার অস্ফুট কণ্ঠে, 'হে ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা করো' বলিয়া সে ভ্রন্‌স্কির পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

আনা মাটিতে পড়িবার আগেই ভ্রন্‌স্কি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল,

তারপর তাহারও সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। সে সবেগে আনাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার কপোল, ওষ্ঠ, বাহু, স্কন্ধ, কণ্ঠ—চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়া দিল। আজ তাহার পরম সাধনার ধন তাহারই হাতের মধ্যে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছে, তাহাকে লইয়া যে ভ্রন্‌স্কি কি করিবে তাহা যেন সে ভাবিয়া পাইল না, শুধু পাগলের মত আনাকে বার বার চুম্বন করিতে লাগিল।

আনা আবেগভরে তাহার দুটি হাত আপনার চঞ্চল বক্ষের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিল। তাহার মনে হইতে লাগিল এই শান্ত সৌম্য গভীর হৃদয়ের মধ্যেই যেন ঈশ্বরের বাস। এই ত তাহার জীবনের ঐশ্বর্য্য। আনার একমাত্র আশ্রয় এখন এই দুটি হাত। ভাবিতে ভাবিতে আনার চোখ বাহিয়া অশ্রুধারা নামিল। সে একবার অপরাধিনীর মত ভ্রন্‌স্কির মুখের পানে চাহিল।······অনেকক্ষণ পরে, ভ্রন্‌স্কি যখন আনার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে দেখিতে চাহিল তখন আনা ছিট্‌কাইয়া অনেকটা দূরে সরিয়া গেল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আজ আর আমার কোথাও কিছু রইল না, আজ আমার সহায় সম্বল বলতে একমাত্র তুমি। ভুলে যেও না সে কথা।"

ভ্রন্‌স্কি কম্পিত স্বরে বলিল, "আমি কি তা ভুলতে পারি। আমার জীবনের এই ত চরম আনন্দের মুহূর্ত্ত।"

আনন্দ! আনা শিহরিয়া উঠিল। এই কি আনন্দ? ইহার মধ্যে যে নীচতার পূতিগন্ধ লুকাইয়া আছে। এ ত নিতান্ত প্রয়োজন—আনন্দ কোথায়! আনা কিছুই বলিতে পারিল না। সে চুপ করিয়া থাকিল। তাহার মুখের সবটুকু রক্ত যেন কে নিঙড়াইয়া লইয়াছে। যেটাকে সে দুনিয়ার সব চেয়ে বড় পাপ বলিয়া জানিত, আজ তাহাকে দিয়াই সে

পাপাচার সম্ভব হইল! কথাটা মনে হইতেই সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত ছটফট্ করিয়া উঠিল। সে আর কথা কহিতে পারিল না।

বাড়ী ফিরিয়া আনা আর একবার আপনার গতিবিধির ধারা ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল। সে যেন একেবারে স্রোতের মুখে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে! এ কি করিতেছে সে!

কিন্তু বিবেক যত কথাই বলুক, মন তখন তাহার ভরিয়া আছে, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইবার সময় সেটা নয়। একটুখানি তলাইয়া ভাবিবার চেষ্টা করিয়াই মনে হইল এখন সে বড় ক্লান্ত, অন্য সময় মাথা ঠাণ্ডা করিয়া চিন্তা করা যাইবে। কিন্তু দিনের পর দিনই বহিয়া যাইতে লাগিল তবু আনার এদিকে চাহিয়া দেখিবার আর অবসর হয় না। আপনার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার মত সাহস যেন তাহার নাই। সে যখনই আপনার কথা ভাবিতে বসে তখনই যেন মাথাটা কেমন গোলমাল হইয়া যায়। আনা আপনার কাছে আত্মগোপন করিয়া লুকাইয়া বেড়াইতে চায়।

জাগ্রত অবস্থায় মানুষ আপনার চিন্তাধারাকে পরিচালিত করিতে পারে। কিন্তু ঘুমাইলে তাহার মন আপনার খুশীমত ভাবরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেখানে মানুষের কোন হাত নাই। আনা উপরি-উপরি কয়েকদিন ধরিয়া একটি স্বপ্নই বার বার দেখিল।······আনার মনে হয় যেন তাহার পাশে এলেক্সি আর ভ্রনস্কি দু'জনেই আছে। তাহারা উভয়েই আনার স্বামী হইয়াছে। এলেক্সির চোখে জল, সে বলিতেছে, "দেখ, আমরা এখন কেমন শান্তিতে, সুখে আছি।" অপর পার্শ্বে ভ্রনস্কি বসিয়া আছে,—তাহার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি। সে মাঝে মাঝে রসিকতা করিতেছে। এ কথা সে কথা লইয়া সে যে কত গল্পই করিয়া

চলিয়াছে!—সেও আনার স্বামী। প্রাণখোলা হাসিতে ভ্রন্‌স্কিকে সুন্দরতর দেখাইতেছে।······ইহার পরই সে প্রত্যহ যেন ভয়ঙ্কর একটা বিভীষিকা দেখিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠে।

এই স্বপ্নটা তাহাকে জাগরণে পীড়া দিতে থাকে, অথচ সে তাহা এড়াইতে পারে না। এই ভাবেই তাহার দিনগুলি জীবনের স্রোত বাহিয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে, কোথাও যেন কূল মেলে না।

ভ্রন্‌স্কি সেদিন বাড়ী গিয়া দেখিল যে তাহার মাতাল বন্ধুটি তখনও পরমানন্দে নাক ডাকাইতেছে। সে আপন মনে বাহিরের পোশাক ছাড়িতেছে, এমন সময় দুয়ার ঠেলিয়া 'এস্‌ভিন' ঘরে ঢুকিল। এস্‌ভিনই এই সেনাদলের একমাত্র লোক যাহার সঙ্গে ভ্রন্‌স্কি মন খুলিয়া কথা বলে। এই দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবকটি সেনাদলে সকলেরই প্রিয়পাত্র, তবে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গেই তাহার ঘনিষ্ঠতাটা বেশী।

এস্‌ভিন আসিয়া পেট্রিট্‌স্কির লেপটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। "এই, ওঠ্‌ না, ওঠ্‌, ওঠ্‌।" সে তাহাকে প্রায় ঠেলিয়াই তুলিয়া দিল।

আচম্‌কা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে পেট্রিট্‌স্কি রীতিমত গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। তারপর কিল-চড় ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে আবার শুইয়া পড়িল। বলিল, "ফের যদি চালাকি করো তো মেরেই খুন ক'রে ফেলব।'

তখন এস্‌ভিন তাহার পা ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিল। এবারে পেট্রিট্‌স্কি ক্ষেপিয়া গেল। সে এতক্ষণ চোখ বুজিয়াই কথাবার্ত্তা চালাইতেছিল, এখন পিট-পিট করিয়া তাকাইতে লাগিল। তারপর বলিল, "থাম, থাম্‌, আমার মতো মদ খেলে তোর জ্ঞান-গম্যি থাকৃত না, আমি ত তবু বিছানায় শুয়ে

আছি, আর তুই কোথায় যে প'ড়ে থাক্‌তিস্। যাঃ—কী যে করিস্ তার ঠিক নেই।"

এস্‌ভিন তাহাকে ছাড়িয়া দিতে সে উঠিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া বসিয়া বলিল, "চলো ভাই, খানিকটা সুরাপান করা যাক্, নইলে আমার ঘুম আর এ জন্মে ছাড়বে না···আরে আরে আরে ভ্রন্‌স্কি যেয়ো না। এইমাত্র এসে আবার এখনই যাও কোথা? লোকটার মাথা খারাপ হ'য়েছে দেখ্‌ছি।" ভ্রন্‌স্কি ইতিমধ্যে পোশাক বদ্‌লাইয়া বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া দিয়াছে। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পেট্রিট্‌স্কির পানে চাহিল। পেট্রিট্‌স্কি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে এতক্ষণে,—সে কহিল, "ভ্রন্‌স্কি, তোমার একখানা··· ঐ যে ওর নাম কি···দূর ছাই মনেও পড়ে না", বলিয়া সে শুইয়া পড়িল। তাহার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া ভ্রন্‌স্কির গাম্ভীর্য্য টুটিয়া গেল, সে হাসিয়া বলিল, "তাড়াতাড়ি করো, যা বলবার চট্ ক'রে বলো বাপু···যত্তো সব মাতাল নিয়ে আমার হ'য়েছে কারবার।"

"ইস্, এক্কেবারে সাধুবাবা রে! এস এস, একটু অমৃতের আস্বাদ··· হাঁ—ভুলে যাবো, তার আগে দরকারী কথাটা সেরে নিই। হুঁ, তোমার দাদা এসেছিল, একখানা···ওই যে ওকে কি বলে···হাঁ হাঁ মনে প'ড়েছে ···চিঠি দিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় রেখেছি? রেখেছি কোথায়? উঁ!" বলিয়া সে একবার ভ্রন্‌স্কি আর এস্‌ভিনের মুখের পানে হতাশ-ভাবে চাহিল। ভ্রন্‌স্কির দাঁড়াইবার সময় নাই, তাহার অনেক কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। সে ধমক দিল, "দেবে ত দাও, নয় ত, চল্লাম।"

পেট্রিট্‌স্কি কতক্ষণ হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর আগে যেমন ভাবে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল তেমনি করিয়া শুইয়া বলিল, "দাঁড়াও, এই এম্‌নি ক'রে শুয়ে ছিলাম। এই···

এই হাতটা বাড়িয়ে, নিয়ে—আর···এই যে এখানটায় রেখেছি। আরে আরে, পাওয়া গেছে।" বলিয়া বালিশের তলা হইতে দুখানা কাগজ টানিয়া বাহির করিল। ভ্রন্‌স্কি হাত বাড়াইয়া তাহা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তাহার সহিত এস্‌ভিনও চলিয়া গেল দেখিয়া পেট্রিট্‌স্কি আবার বিছানার মধ্যে ঢুকিল।

ভ্রন্‌স্কি ক্লাবে যাইতে যাইতে চিঠিখানায় একবার চোখ বুলাইল বটে, কিন্তু উহার সব কথা তাহার মাথায় গেল না। এসব কথা তলাইয়া ভাবিবার অবসরও তাহার নাই। দিন তাহার খুবই ভালো কাটিতেছে, সে যাহা কামনা করিয়াছিল তাহা পাইয়াছে, ইহার অধিক কিছু ভ্রন্‌স্কি ভাবিতে পারে না, চাহেও না। এই বেশ ভালো।

পিটার্সবার্গ শহর ছাড়াইয়া কিছু দূরে এলেক্সি এলেক্‌জান্দ্রোভিচের গ্রীষ্মাবাস। আনা কারেনিনা প্রতিবৎসর গরমকালটা সেখানেই কাটাইয়া থাকে। এলেক্সি মাঝে মাঝে আসিয়া রাত্রিবাস করিয়া পরদিন ভোরেই চলিয়া যায়, নহিলে নাকি তাহার রাজকার্য্যের ক্ষতি হয়। এবারে সে শুধু মধ্যে মধ্যে একবার খবর লইতে যায়, রাত্রি-বাস করা আর সম্ভব হয় না। তাহার কারণ সম্প্রতি দুই-তিন মাস ধরিয়া কোন্ এক স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া আসার ফলে চারিদিকে যে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছে, তাহার সুব্যবস্থা করা দরকার। ইহা ছাড়াও, আজকাল সে যেন আপনার ঘাড়ে কাজ

চাপাইয়া রাখিয়া অকারণে নিজেকে ব্যস্ত রাখিতে চায়। একান্ত শুভানুধ্যায়ী যাহারা, তাহাদের কাছে এ ব্যাপারটা চাপা রহিল না। লিডিয়া আইভানোভ্না এলেক্সির জনৈক ডাক্তারবন্ধুকে এলেক্সির অসুস্থতার কথা জানাইয়া একবার তাহাকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার দেখিলেন যে, এলেক্সির ওজন কমিয়া গিয়াছে, হজমের শক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। দীর্ঘদিন স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকিবার পরও তাহার কোন শারীরিক উন্নতি ত হয়ই নাই, বরং অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে এলেক্সির স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তারসাহেব অনেকরকম ব্যবস্থাই দিলেন, কিন্তু এলেক্সির আজকাল আর এসব কথা শুনিতে ভালো লাগে না। সে আপনার কাজের অছিলায় ডাক্তার-বন্ধুকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিল। তারপর দৈনন্দিন কার্য্যগুলি শেষ করিয়া অবশেষে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইবার সময় তাহার মনে পড়িল একবার আনার কাছে যাওয়া প্রয়োজন। সাতদিনের মধ্যে আর ওদিকে যাওয়া হয় নাই। একেই ত সমাজে তাহাদের দাম্পত্য জীবন লইয়া আজকাল রীতিমত সমালোচনা চলে, তাহার উপর যাওয়া-আসা বন্ধ করিয়া দিলে আর রক্ষা থাকিবে না। তা ছাড়া আজ পনেরো দিন হইল সে আনাকে হাতখরচের টাকা দিয়া আসিয়াছে, আরও কিছু টাকাকড়ি দিবার জন্যও একবার যাওয়া উচিত। ফিরিবার পথে না হয় দু'জনে একসঙ্গে মাঠে ঘোড়দৌড় দেখিতে যাওয়া যাইবে।

আজ রাশিয়ার রাজকীয় সেনাবাহিনীর বাছাই করা কর্ম্মচারীদের দৌড় আছে, সে উপলক্ষে স্বয়ং সম্রাটও সেখানে উপস্থিত হইবেন। তাঁহার অনুচর এবং পরিজনবর্গও সকলেই তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিবে। এলেক্সির যদিও এসব দিকে তেমন রুচি নাই, তবু অভিজাত সমাজের সকল

অনুষ্ঠানেই যেমন তাহার স্বাভাবিক উৎসাহ, ইহাতেও তদনুরূপ সম্মতি ছিল। সুতরাং এই বিশেষ ঘোড়দৌড়ে যোগদান করা তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যেই।

কিন্তু এই সামাজিক কর্ত্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের কল্পনা যখন এলেক্সির মাথাতে আসিয়াছিল তখন বোধ-করি তাহার ভাগ্যদেবতা অন্তরালে থাকিয়া বড় ক্রূর হাসিই হাসিয়াছিলেন।

আনা তাহার নিভৃত পল্লীর আবাসে চলিয়া যাওয়ায় ভ্রন্‌স্কিরও একটু অসুবিধা হইয়াছে। সেনাবিভাগের লোকের পল্লী-অঞ্চলে যাইবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না। অকারণে ঘন ঘন ওপথ দিয়া আনাগোনা করিলে পাঁচজনেই বা কি বলিবে! তাহার উপর আনার বাড়ীর চাকরবাকরও আছে, তাহারাও কিছু মনে করিতে পারে। এ সব ছাড়িয়া দিলেও সবচেয়ে বড় অসুবিধা রহিয়াছে সেখানে আনার অতি নিকটেই—সেরিওজা। সেরিওজার সাম্‌নে আনা যেন অন্য মানুষ হইয়া যায়। তাহার মাতৃত্বের গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তির সাম্‌নে ভ্রন্‌স্কির নিজেকে নিতান্তই অপরাধী মনে হয়। ছেলেটি মাঝে মাঝে এমন অবাক হইয়া তাহার পানে তাকায় যে ভ্রন্‌স্কি তাহার কথার খেই হারাইয়া ফেলে। কেন যেন তাহার সাম্‌নে আনা বা ভ্রন্‌স্কি ইঙ্গিতে ইসারায়ও আপনাদের কথোপকথন চালাইতে পারে না।

কিন্তু আজ তিনদিন সে আনাকে না দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য বিকালবেলায় আনা মাঠে আসিবে ঘোড়দৌড় দেখিতে। সেখানে গেলেই দেখা হইতে পারে। তবু যেন ভ্রন্‌স্কির মন মানিতে চাহে না। সে স্থির করিল যে ব্রায়ান্‌স্কির সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার পথে একটু ঘুরিয়া, অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যও সে আনাকে দেখিয়া যাইবে।

রাস্তায় লোকচলাচল বিশেষ ছিল না। তবু ভ্রন্‌স্কি আনার বাড়ী পর্য্যন্ত গাড়ীটা লইয়া গেল না, একটা রাস্তার মোড়ে নামিয়া পড়িল। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কারেনিনদের বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ। পিছনের খিড়কি দিয়াই ভ্রন্‌স্কি ঢুকিল।

একজন মালী বাগানে কাজ করিতেছিল। ভ্রন্‌স্কিকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে যাইতেছিল। ভ্রন্‌স্কি তাহাকে পিছু হইতে ডাকিয়া নিষেধ করিল।

আনা তখন দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া উন্মুক্ত আকাশের পানে উদাস ভাবে চাহিয়া ছিল। একটি বাহু তাহার কী একটা বাহারে' গাছের শাখা বেষ্টন করিয়া ছিল। পিছনে পদশব্দ শুনিয়া সে চম্‌কাইয়া ফিরিয়া চাহিল।

আনার এই ভয়বিহ্বল চকিত চাহনি ভ্রন্‌স্কির খুবই ভালো লাগিল। সে যেন আনাকে নূতন করিয়া দেখিল। তাহার মন ছুটিয়া যাইতে চাহিল আনার পাশে।—পাছে আর কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে সে নিজেকে প্রাণপণে সংযত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আনা তাহাকে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, "তোমায় দেখব আশা করিনি······সেরিওজা বাইরে গেছে, তার ত' এধার দিয়ে আসবার কথা নয়···তাই কেমন যেন একটু চম্‌কে উঠেছি।"

ভ্রন্‌স্কি কাছে আসিয়া দেখিল, আনার চোখমুখের চেহারা যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছে। তাহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি আজ যেন ম্লান। ভ্রন্‌স্কি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শরীরটা খারাপ ব'লে মনে হচ্ছে যেন!"

ভ্রন্‌স্কির হাতখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে আনা বলিল, "না, বেশ ভালোই আছি।"

কথা বলিবার সময় কিন্তু আনার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। তাহার চঞ্চলতা দেখিয়া ভ্রন্‌স্কি অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "আমায় তুমি ক্ষমা করো। ভবিষ্যতে আর এমন ক'রে আস্‌ব না।······কি করব, তোমায় না দেখে যে থাক্‌তে পারি না। এই ক'দিন যে আমার কী কষ্টে কেটেছে—!"

"বা রে—তাই বুঝি! এসেছো তাতে কি। আমারও ভালোই লাগ্‌ছে তোমায় দেখ্‌তে পেয়ে। তুমি এসো, আমার কাছে এসো।" বলিয়া আনা তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, ভ্রন্‌স্কি একেবারে আনার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল।

কিন্তু তাহার মনের উদ্বেগ যেন সম্পূর্ণ গেল না। তাই আবার কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "না, না, হয় তুমি বিরক্ত হ'য়েছ আমায় দেখে··· নয় ত তোমার কোন অসুখ করেছে,······বলো না তোমার কি হ'য়েছে, কি ভাব্‌ছো?"

তাহার উত্তরে আনা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার আর কী চিন্তা থাক্‌তে পারে? আমি যে কী কথার মধ্যে ডুবে থাকি তা ত তুমি জানো।"

আনা আজকাল সর্ব্বদাই আপনার সুখদুঃখের কথা ভাবে। সমাজে তাহার মত অনেক মেয়ে আছে যাহারা স্বামীর ঘর করিয়াও স্বচ্ছন্দে পরের সহিত অবাধে অবৈধভাবে মেলামেশা করে। তাহাতে তাহাদের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই! এই ত বেট্‌সি, সে কেমন টুশ্‌-কেভচের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আপনার ইচ্ছামত সময় কাটায় অথচ তাহার স্বামীর ঘরও বজায় রাখে। এত সহজে আর সকলে যাহা পারে আনার তাহা লইয়া কত বিড়ম্বনা! যদিও আনা আজকাল 'আদর্শ', 'নীতি' প্রভৃতি কথাগুলি মানে না, তবু তাহার মনে কোথায় যেন অহরহ

সংগ্রাম চলিতেছে। সে কিছুতেই পারে না অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে।…আনা সে সব কথা চাপা দিয়া ভ্রন্‌স্কিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তুমি দৌড়বে ত ?"

ভ্রন্‌স্কি আপনার মনে অনেক কিছুই বকিয়া গেল। আনা তাহার পানে চাহিয়া কেবল একটা কথা ভাবিতে লাগিল, 'কথাটা বল্‌ব ?… না, থাক্।…কিন্তু বলা উচিত।' আবার ভাবিল, 'ব'লেই বা কি হবে। এর গুরুত্ব কি ও বুঝবে ?…যদি না বোঝে তবে আমার লজ্জা আর অপমানের শেষ থাক্‌বে না। আমি মরমে ম'রে যাবো। ওকেও ক্ষমা করবার মত শক্তি আমার থাক্‌বে না।'

অবশেষে ভ্রন্‌স্কিই পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিল, "কিন্তু আমি তোমার কাছে যা জান্‌তে চাইলাম, তা তো এখনো বলো নি। আমায় বলবে না ? বলো লক্ষীটি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার কি যেন হ'য়েছে। না শুন্‌লে আমার মনে শান্তি থাক্‌বে না।"

আনা আর স্থির থাকিতে পারিল না। এম্‌নিতেই কথাটা কাহাকেও বলিবার জন্য মন তাহার আকুলিবিকুলি করিতেছিল। মাথা নীচু করিয়া সে বলিল, "আমার—আমার বোধ হয় ছেলে হবে।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া আনা ভ্রন্‌স্কির মুখের পানে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে দেখিতে চায় কথাটা শুনিয়া ভ্রন্‌স্কি কি করে। ভ্রন্‌স্কির মুখ সাদা হইয়া গেল, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। ভ্রন্‌স্কি যেন আপনার বক্ষের আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে চাহে। কথাটার গুরুত্ব সে ভালো ভাবেই বুঝিল। ইহার পর আনার স্বামীর কাছে তাহাদের আসল সম্বন্ধটা গোপন রাখা যে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িবে তাহাও বুঝিতে পারিল।

আনা অনেকক্ষণ ভ্রন্‌স্কির পানে সেইরকম স্থিরভাবে চাহিয়া

। তাহার চোখে-মুখে কিছু লজ্জা, কিছু বা আনন্দের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভ্রন্স্কি যে এ অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছে তাহাতেই সে খুশী। কতক্ষণ এইভাবে কাটিল, তারপর ভ্রন্স্কি স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া কহিল, "আনা, আমরা জানি যে আমাদের দু'জনের সম্বন্ধ শুধু ক্ষণিক উপভোগের সম্পর্ক নয়। আমি তোমাকে চিরদিনের জন্য আপনার ক'রে পেতে চাই। তোমার স্বামী জানুন চাই না জানুন এসব কিছু, আমরা ত জানি। তোমার আর এ ভাবে দিন কাটানো চলে না, বিশেষ ক'রে এই অবস্থায়।...চলো, আমরা অন্য কোথাও চ'লে যাই।"

আনা বলিল, "কিন্তু সে কি ক'রে সম্ভব হবে? সে আমার স্বামী তা কি অস্বীকার করতে চাও!......এই কাঁটাজাল থেকে আমার উদ্ধারের কি উপায় আছে!" উত্তেজনার আবেগে আনার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

"সব রকম বন্ধন থেকেই মানুষ আপনাকে মুক্ত ক'রতে পারে আনা। তোমারও উপায় আছে। এলেক্সি থাক্ তার রাজকার্য্য নিয়ে, চলো তুমি আর আমি চ'লে যাই অনেক দূরে—যেখানে তোমায় সমাজ পারবে না স্পর্শ ক'রতে, লোকলজ্জা থাক্‌বে বহু দূরে—শুধু তুমি আর আমি জীবনটা কাটিয়ে দেবো নিবিড় মিলনের মধ্য দিয়ে।...আর যে কোনও অবস্থায় জীবন কাটানো শ্রেয়। এই অবস্থার চেয়ে শতগুণে ভালো। স্বামী-পুত্রের কথা ভেবে-ভেবেই তোমার শরীরটা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে, মনকে ক্ষতবিক্ষত ক'রছ—সে কথা যে আমি না বুঝি তা মনে ক'র না। তোমার দেহমন ক্লান্ত। বিশ্রাম চাই, শান্তি চাই।"

আনা বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার স্বামীর কথা তুমি ব'ল

না, তাকে আমি চিনি না, জানি না, সে একটা দুর্ব্বোধ্য যন্ত্র-বিশেষ। সে জানেও না যে আমার……” বলিতে বলিতে আনা থামিয়া গিয়া ভ্রন্স্কির পানে চাহিল। তারপর তাহার কপালে, কণ্ঠদেশে, গণ্ডে কে যেন আবীর মাখাইয়া দিল।

ভ্রন্স্কি বলিল, “তাকে সব কথা খুলে বলো, তারপর মুক্তি—এ তোমার চাই, নইলে যে………সে আমি ভাবতেও পারি না আনা।”

“বেশ, তা নয় বুঝলাম। তাকে সব কথা খুলেই যদি বলি তার ফলটা কি হবে জানি, সে কি বলবে তা আমি আগেই বলে দিচ্ছি, শোনো” বলিয়া আনা একটু বাঁকা হাসি হাসিল। তারপর এলেক্সির কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া বলিতে লাগিল, “আচ্ছা! এতদূর গড়িয়েছে! তুমি পরপুরুষের সঙ্গে মিশে একটা মহাপাপে জড়িয়ে পড়েছ। আমি ত তোমায় আগেই সাবধান ক’রেছিলাম। এর সামাজিক পরিণাম খুবই খারাপ, আমাদের পারিবারিক জীবনে অশান্তি আনলে তুমি। সব চেয়ে বড় কথা, ধর্ম্মের ঘরে পাপ ঢোকালে তুমি—মোহ-গ্রস্ত হ’য়ে আমার কথা না শোনার এই ফল। যাক্‌গে, যা হয়ে গেছে তা ত আর ফেরাবার উপায় নেই। আমার সুনামে কালি ঢেলে দেবে তুমি এই ক’রে, তা হবে না। আমার খ্যাতি, যশ, মান সব ডোবাবে তুমি এমন ক’রে, তা কিছুতেই সহ্য ক’রবো না।” তারপর আনা অধীর ভাবে বলিল, “এমনি ক’রে কেতাদুরস্ত ভাবে ওই লোকটা যন্ত্রের মত সব কথা ব’লে শেষে বলবে, ‘আমি তোমায় ছেড়ে দেবো না, তার কারণ আছে। সমাজের সাম্‌নে তোমায় খাড়া রেখে আমি সারাজীবন সুনাম নিয়ে কাটাতে পারি। হোক না তা মিথ্যে, তোমায় ছেড়ে দিলে আমার অনেক বেশী

ক্ষতি হবে। পাপের প্রশ্রয় দেবো না আমি। থাকো বন্দী হয়ে।'
—তারপর ?"

আনার চোখের সামনে এলেক্সির ছবি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এলেক্সির কান দুইটা যেন বিশ্রীরকমের বড় বড় ঠেকিতেছে, চোখে মুখে কোথাও যেন সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই—একটা বীভৎস, জীবন্ত যন্ত্র। আনার মন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ভ্রন্‌স্কি আনাকে শান্ত করিবার জন্য মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু না, আর ওসব কথা নয় আনা, তোমার কষ্ট হচ্ছে খুব। তাহ'লে চলো আমরা কোথাও চ'লে যাই গোপনে। তোমার কষ্ট হ'চ্ছে এখানে, চলো—"

আনা তেমনি রাগতভাবেই বলিল, "পালিয়ে গিয়ে তোমার রক্ষিতা হ'য়ে থাকি, তাহ'লেই ষোলকলা পূর্ণ হয়, কেমন ?"

ভ্রন্‌স্কি তাহাকে আদর করিয়া ভৎর্সনার ভঙ্গীতে বলিল, "আনা, ছিঃ—"

আনা আপনার পুত্রের কথাটা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না, তাহার যত বাধা আপত্তি এই সেরিওজাকে লইয়া, অথচ এই লোকটিকে সেকথা বলিতেও যেন মন সরিতেছে না। বারবার ওই কথাটা ঠোঁটের ডগায় আসিয়া আটকাইয়া যাইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি বাজে কথার জাল বুনিয়া, নিতান্তই অবজ্ঞেয় যুক্তির অবতারণা করিতে হইতেছে, তবু পাছে ভ্রন্‌স্কি তাহার মাতৃস্নেহকে ছোট করিয়া দেখে, এই ভাবিয়া আনা আসল কথাটা নিজের কাছেও গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। জননীর অন্তরের কথা আর কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সেখানে জননীই অধীশ্বরী। তাই ভ্রন্‌স্কিও আনার মনের আসল স্থানটি বাদ দিয়া অন্যত্র কারণ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আনা আর্ত্তের মত কাতর ভাবে ভ্রন্স্কিকে বলিল, "আমার উপর তুমি এ ভার ছেড়ে দাও, দোহাই তোমার। আমার একান্ত মিনতি তুমি ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না। তুমি যতটা সহজ ভাবছ কাজটা আমার পক্ষে তার চেয়ে অনেক কঠিন। আমায় কথা দাও যে আর ও সম্বন্ধে কোনদিন কোন আলোচনা করবে না, আমি যা বলি তাই করবে।"

"কিন্তু আনা—"

"না, কিন্তু নেই এখানে। আমার আবেদনেরও কি কিছু মূল্য নেই ?"

"কিন্তু তোমার কথা ভেবে আমি যে সান্ত্বনা পাইনে আনা। মিছে কথা ব'লতে তোমার যে কত কষ্ট হয় তা আমি যে জানি। দিনরাত ছলনার মধ্যে আত্মগোপন করবার ব্যর্থ প্রয়াসে তুমি পুড়ে মরছ। সে জ্বালায় যে আমারও অন্তর দিনরাত জ্বল্ছে। তোমার শরীরের এই অবস্থায় মানসিক শান্তিটা যে বেশী দরকার গো।"

আনা আয়ত নয়ন মেলিয়া তাহার প্রিয়তমের পানে চাহিল। তারপর যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমার মাঝে মাঝে একটু-আধটু কষ্ট হয়, সে কিছু না। তোমার কাছে কথাগুলো শুন্লে যেন আমি যাতনায় ছট্‌ফট্ করি। তাই বলি—।"

"আনা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে কেবল আমার জন্যেই তোমার জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেল। তোমার মনের অশান্তি সে ত আমি—তোমার জীবনকে নিরানন্দ ক'রে তুলেছি সেও আমি—তোমার সমস্যা, তোমার সামাজিক দুর্ণাম সব কিছুর মূলেই আমি—আমায় ক্ষমা করো !—পারবে ত ?"

আনা তাহার কথা শেষ করিতে দিল না, বলিল, "আমার মত সুখী ক'জন আছে গো। দুর্ভিক্ষের দেশের লোক দেখেছ? আহার পায় না, পানীয় পায় না, চারিদিকে হাহাকার—তবু তাদের সান্ত্বনা আছে! আরও পাঁচজনের দিকে চেয়ে তারা ভাবে, 'এ ভগবানের মার, আমারই শুধু এ অবস্থা নয়, ওই ত আরও কত লোক আছে আমারই মত।' কিন্তু আমার মনোরাজ্যে এতদিন দেখেছি একটা বিশাল মরুভূমি। আমি একটা ক্ষুধিত তৃষ্ণার্ত্ত মানুষ ছটফট করছি—কেউ কোথাও নেই। যাকে আমার পাশে পেয়েছি সে পাথর। না আছে প্রাণ, না আছে কোন স্পন্দন—স্বপ্নরাজ্যের দেবতা তুমি এলে আমায় ত্রাণ করতে। আমার অন্তরে মন্দাকিনীর ধারা বইল তোমাকে আশ্রয় ক'রে। ওগো, আমি সুখী নই ত সুখী কে? তুমিই আমার সব। আমার জীবনের সার্থকতার মূল তুমি।"

কাহার যেন পদশব্দ শোনা গেল। আনা বুঝিল তাহার ছেলে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ভ্রনস্কির মুখের পানে পিপাসিত দৃষ্টিতে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটি চুম্বন করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল। কিন্তু ভ্রনস্কি আনাকে ছাড়িল না।

সে জিজ্ঞাসা করিল "কখন?"

আনা আস্তে আস্তে বলিল, "আজ, রাত একটার সময়।"

কারেনিনদের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় ভ্রনস্কি অভ্যাসবশত হাতঘড়িটার পানে একবার চাহিল বটে, কিন্তু ক'টা যে বাজিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিল না। ব্রায়ানস্কির বাড়ী সেখান হইতে আট মাইল পথ। সেখানে এখন গিয়া যথাসময়ে মাঠে আসিয়া জমিতে পারিবে কি না সে একবার ভাবিলও না। যখন একথা তাহার মাথায় আসিল তখন সে ব্রায়ানস্কির বাড়ীর কাছেই আসিয়া পড়িয়াছে,

ফিরিবার উপায় নাই। যাহা হউক পাঁচমিনিটের মধ্যে কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে সে অশ্বের গতি যতখানি সম্ভব বাড়াইয়া দিল। কিন্তু তবুও ঠিক সময় পৌছিতে পারিল না। বাসায় ফিরিয়া ভ্রন্‌স্কি শুনিল যে ইতিমধ্যে পাঁচ ছয়বার লোক আসিয়া খুঁজিয়া গিয়াছে। সে ধীরে-সুস্থে পোশাক পরিয়া মাঠে যখন পৌছিল, তখন প্রথম দৌড় শেষ হইয়া গিয়াছে।

সকলে শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল,—'ব্যাপার কী, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' ইত্যাদি প্রশ্ন। ভ্রন্‌স্কির দাদা কোথা হইতে আসিয়া ভ্রাতাকে প্রায় গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি ভ্রাতাকে উপদেশ দিবার জন্য ভূমিকা করিতেই ভ্রন্‌স্কি চটিয়া গেল, বলিল, "থাক্, থাক্, আমি যা ভালো বুঝেছি তাই করেছি। আমি যে-জন্যেই বড় চাক্‌রি ছেড়ে দিই না কেন, ক্ষতি যা হবার তা আমারই হবে। সেটুকু বোঝবার বয়স এবং বুদ্ধি দুইই হয়েছে। মা আমায় যে উপদেশ দিয়েছেন বা তুমি যার জন্যে ক'দিন আমার বাসায় গিয়েছিলে তার কোনই দরকার ছিল না। খবরদারির আড়ালে থাকবার বয়স আমার গেছে, মাকে ব'লো।"

বেগতিক দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "না, না, সে কথা আমি বল্‌ছি না। মা'র চিঠির কথাই বল্‌ছিলাম।" এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ভিড়িয়া পড়িলেন।

বৈকাল বেলায় কারেনিনদের সদর দরজায় কালো রঙের একটা গাড়ী আসিয়া লাগিল, আনা মুখ বাড়াইয়া বুঝিতে পারিল যে এলেক্সি আসিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি সেরিওজাকে ডাকিয়া পাঠাইল। মনে মনে আনা যেন ভয় পাইয়া গেল, ভাবিল আজ রাত্রে যদি তাহার

স্বামী এখানে থাকে, তবে? ছি, ছি, একথা তাহার কেন মনে হইল! আপনার মনোবৃত্তির নীচতায় আনা লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরিয়া গেল। কিন্তু তাহা গোপন করিয়া সহাস্য বদনে নীচে নামিয়া আসিয়া অস্বাভাবিক রকমের উচ্ছলতার সহিত স্বামীকে অভ্যর্থনা করিতে তাহার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। এলেক্সি হাত বাড়াইয়া দিতেই আনা তাহা গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ রাত্রে এখানেই থাক্‌বে ত? আমরা তা হ'লে এক সঙ্গেই মাঠে যাবো, কি বলো? ...তোমায় পেয়ে যে কী খুশীই হ'য়েছি। কিন্তু একটা গোলমাল হ'লো, বেট্‌সিকে কথা দিয়েছিলাম যে তার সঙ্গেই মাঠে যাবো, তা যাক্‌গে সে যা হয় হবে।"

স্বামীর সাম্‌নে আনা আজকাল অকারণে অতিশয় সৌজন্য দেখাইয়া ফেলে। কী যে বলিবে আর কি তাহার করা উচিত আনা যেন ভাবিয়াই পায় না। যাহা মুখে আসে তাহাই সে বলিয়া যায়। তাহার নিজের কাছেই এই অস্বাভাবিক মুখরতা যেন কেমন কেমন লাগে, তবু আনা পারে না আপনাকে সংযত করিতে। এমনি করিয়া আপনার আসল রূপকে গোপন রাখায় আনা আজকাল অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এলেক্সি একলা আসে নাই, সঙ্গে তাহার বন্ধু স্লুডিনও আসিয়াছে দেখিয়া আনা কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। যাক্—তবু খানিকটা ফাঁক পাওয়া যাইবে। এলেক্সি আজকাল প্রায়ই কাহাকেও সঙ্গে লইয়া এখানে আসে। তাহাদের মাঝে অপর কেহ থাকিলে সে নিজেও যেন কতকটা শান্ত থাকিতে পারে। এলেক্সি বেট্‌সির সঙ্গে বেড়াইতে যাওয়ার প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "আরে রামো, আমি সে চেষ্টাই করব না—অচ্ছেদ্য যারা, তাদের আলাদা করতে যাওয়া আমার

কর্ম্ম নয়, তা ছাড়া আমায় ডাক্তার বলেছে একটু ব্যায়াম করতে, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। হেঁটেই হয় ত যাবো। আমি আর স্লুডিন।”

আনা ব্যাকুল ভাবে বলিল, “তোমার চেহারাটা তেমন ভালো ঠেক্‌ছে না বাপু, দুদিন বিশ্রাম নাও, এখানে এসে থাকো।”

স্লুডিন ওপাশের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। আনা স্বামীর পাশে বসিয়া কয়েকবার তাহার পানে চাহিল এবং বার বার এই কথা-গুলিই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিল যেন তাহার সমগ্র অন্তর চায় এলেক্সির উপস্থিতি। অন্য সময় হয় ত আনা একবারই কথাটা বলিত, তবে একবার বলার মধ্যে আদেশের যে সুর থাকিত এলেক্সি তাহার সহিত সুপরিচিত। এলেক্সি আনার কথার যথাযথ উত্তর দিতে লাগিল। যদিও আনার কথা বলার অস্বাভাবিক ভঙ্গী তাহার নজর এড়াইয়া গেল না, তবু আনার কথাগুলির সরাসরি অর্থ করিয়া তাহারই জবাব দিল সে।

পরে যতবার আনার চোখের সাম্‌নে এই দিনের দৃশ্যটি ভাসিয়া উঠিয়াছে সে ততই নিজের কাছে বড় লজ্জা পাইয়াছে। এ যে রীতিমত অভিনয়! এ সে কি করিয়াছে,—কেবল স্বামীকে এড়াইবার জন্যই মৌখিক কথার অবতারণা করিয়া আপনার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছে। আনা ভালো করিয়াই জানিত কেন এলেক্সির শরীর দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে। ইচ্ছা করিলে আনা তাহাকে আপনার কাছে রাখিতে পারিত, তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিতে পারিত, কিন্তু কেন সে তাহা করিল না। এ অপরাধের জন্য আনা পরে আপনাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই!

ইতিমধ্যে সেরিওজা আসিয়া পড়িল। এলেক্সির সামনে সেরিওজা

যেন বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতেছে আনা তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর ফিরিবার সময় আপন মনেই বলিল, "বেলা যে ব'য়ে গেল। বেট্‌সির এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।"

কথাগুলি এলেক্সির কানে গেল, সে বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি। কিন্তু তোমার জন্যে কিছু টাকাকড়ি—! প্রয়োজন আছে বোধকরি। আমার বিশ্বাস যে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী পাখীরা কেবল রূপ-কথার রাজ্যেই বিচরণ করে না, তাদেরও পেটে কিছু দিতে হয়, তেম্‌নি—।"

আনা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "না, থাক্, টাকায় আমার দরকার নেই।" পরক্ষণেই বলিল, "আচ্ছা দাও।···সন্ধ্যের পর আশাকরি এখানে চা খেতে আস্‌ছো, কেমন?"

"নিশ্চয়"—বলিয়া এলেক্সি কান খাড়া করিয়া কী শুনিল, তারপর হাসিয়া কহিল, "এই যে তোমাদের এই রাজ্যের রাণী বেট্‌সী দেবী এসেছেন। আচ্ছা আমরাও যাত্রা করি এবার—"

এলেক্সি আনার হাতে চুম্বন করিল। আনা যাইবার সময় বলিল, "তাহলে সন্ধ্যের পর চা খেতে এসো নিশ্চয়।"

এলেক্সি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে আনা আপনার ডান হাতের সেই স্থানটায় ঘন ঘন হাত বুলাইতে লাগিল, যেখানে এলেক্সি চুম্বন করিয়াছে। যেন জ্বালা করিতেছে। সর্পদংশনের পর মানুষ যেমন মৃত্যুভয়ে আতঙ্কে ছটফট করিতে থাকে—আনাও ঠিক তেমনি ছটফট করিতে লাগিল।

ঘোড়দৌড় যথাসময়েই আরম্ভ হইল। সতেরোজন অশ্বারোহী

তীরবেগে আপনার ভাগ্যকে ভরসা করিয়া ঘোড়া ছুটাইল। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দর্শক চীৎকার করিতেছে, পিটার্সবার্গের সম্ভ্রান্ত পরিবার বোধ হয় কেহই বাকী ছিল না আসিতে। সেই ভিড়ের মধ্যেও এলেক্সি আনাকে অনায়াসে খুঁজিয়া বাহির করিল।

এলেক্সি দেখিল, আনা নিবিষ্টভাবে ভ্রন্স্কির ঘোড়ার পানেই চাহিয়া আছে। তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন থামিয়া গিয়াছে। তখন এলেক্সি আপনার মনকে সান্ত্বনা দিল এই বলিয়া যে আরও সকলেই মনোযোগ সহকারে দৌড় দেখিতেছে ইহার মধ্যে অবশ্য আনার চাহনির বিশেষ অর্থ করিলে ভুল করা হইবে। একটু পরেই একজন অশ্বারোহী মাটিতে আছড়াইয়া পড়িল, সকলে 'ইস্' করিল, তাহার যারা বন্ধু একবার 'আহা' বলিল। এলেক্সি লক্ষ্য করিল যে, আনা দেখিতেও পাইল না একজন লোক মাঠের মধ্যে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতেছে। খানিক পরে আরও একজন পড়িয়া গেল কিন্তু এলেক্সি দেখিল, আনার দৃষ্টি ছুটিয়া চলিয়াছে ভ্রন্স্কির ঘোড়ার সাথে সাথে, এদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তাহার আশেপাশে যে সহস্র সহস্র লোক দাঁড়াইয়া আছে আনা যেন তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে।

…এইবার ভ্রন্স্কির ঘোড়া সকলের আগে ছুটিয়া চলিয়াছে,—এলেক্সি দেখিল আনার মুখে-চোখে আনন্দ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। অস্ফুটস্বরে আনা বলিল, "আরও জোরে…বহুৎ আচ্ছা—।" পিছনের ঘোড়াটা অনেকটা দূরে পড়িয়া গিয়াছে…ভ্রন্স্কির ঘোড়া তীরের মত বিদ্যুদ্গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আর খানিকটা যাইলেই ভ্রন্স্কি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবে। পিছনের ঘোড়াটা খানিকটা কাছাকাছি আসিয়া এমনি ভাবে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে—যদি সম্ভব হইত আনা ভ্রন্স্কিকে সতর্ক করিত। দেখিতে দেখিতে আসন ছাড়িয়া, খানিকটা উঠিয়া

পড়িল। অকস্মাৎ ভ্রন্‌স্কির ঘোড়াটা মাঠের মাঝখানে শুইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিল, ভিড় জমিয়া গেল, আনা আর দেখিতে পাইল না, সেখানে কি হইতেছে। তাহার মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল···সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না।

বিরাট জনতার মধ্যে স্ত্রীর এই অনভিপ্রেত আচরণে এলেক্সি চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ভিড় ঠেলিয়া কাছে গিয়া আনার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "চলো।"

তখন ঘটনাস্থল হইতে একজন লোক আসিয়া বলিতেছিল যে লোকটার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে···। আনা হাঁ করিয়া এই লোকটির কথা গিলিতেছিল, সে এলেক্সির কথা শুনিয়াও শুনিলনা। স্বামীর কথার উত্তর না দিয়া আনা আপনার মনে দূরবীন দিয়া ভ্রন্‌স্কির অবস্থা দেখিতে চেষ্টা করিল।···কিন্তু সেখানে এত লোক জমিয়াছে যে, ব্যাপারটা এত দূরে থাকিয়া বুঝিবার উপায় নাই। আনার হাত-পা যেন কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ছুটিয়া সেখানে যাইবার জন্য আনা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এলেক্সি পুনরায় বলিল, "এসো, আমি তোমায় নিয়ে যাই।" আনা তাহার মুখের দিকে না চাহিয়াই মাথা নাড়িয়া জানাইল, "আমি যাবো না···"

কে একজন ওইদিক হইতে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে, বেট্‌সি তাহাকে ডাকিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেল যে লোকটা মরে নাই তবে ঘোড়াটা জখম হইয়াছে।

এই সংবাদ পাইয়া আনা ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। এলেক্সি দেখিল যে, আনা পাখার আড়ালে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে, ক্রন্দনের বেগে তাহার বুক ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে।

আনা যেন আপনাকে সামলাইতে পারিতেছে না।···এলেক্সি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

খানিক পরে "আনা, এই তৃতীয়বার তোমায় যাবার জন্য ডাক্‌ছি।" বলিয়া এলেক্সি স্ত্রীর কাছে আগাইয়া আসিল। আনা মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল, কিন্তু কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইল না। ওপাশ হইতে বেট্‌সি প্রায় দৌড়াইয়া আসিয়া এলেক্সিকে বাধা দিয়া বলিল. "আমি আনাকে নিয়ে এসেছি, পৌঁছে দেবার ভারও আমিই নিচ্ছি।"

এলেক্সি সোজাসুজি বেট্‌সির মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টি হানিয়া সারল্যের ভঙ্গীতে কহিল, "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আনার শরীরটা ভালো নেই···কিছু মনে করবেন না, আমি আমার পত্নীকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া দরকার মনে করছি।" তাহার পর আনার হাত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিল।

বেট্‌সি আনার কানে কানে বলিল, "পরে তোমায় খবর পাঠাবো···"

জনতার মধ্যে বহু পরিচিত লোকই এলেক্সির কুশলপ্রশ্ন করিল··· অন্য দিন আনাও সৌজন্যের খাতিরে তাহাদের সঙ্গে হাসিয়া কথা কহে, কিন্তু আজ যেন তাহার সব কিছু ওলটপালট হইয়া গিয়াছে, তাহার ভদ্রতার মুখোস্‌টা কোথায় খুলিয়া পড়িয়া গেছে! আনার কেবলই মনে হইতেছে '···সে কি বেঁচে আছে···মরে নি? তবে··· তবে কি তাকে আজ রাত্রে আবার দেখতে পাবো? সে আসবে ত···?' গাড়ীতে আসিয়া আনা এলেক্সির সহিত কথা বলিল না। এলেক্সিও কিছুতেই আনার সমস্ত অন্তরটা তলাইয়া দেখিতে সাহস পাইল না, সে কেবল বুঝিল যে তাহার পত্নীর আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, এবং এই আচরণটা মোটেই প্রশংসনীয় নহে···

বিশেষ করিয়া সমাজ ইহা মার্জ্জনা করিবে না। সে আনাকে আবার একবার সতর্ক করিবার সংকল্প করিল। কিন্তু সে ধীরে ধীরে ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িতেই আনা যেন রাগে ফাটিয়া পড়িল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চম্‌কাইয়া উঠিয়া সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "এতে কী এমন অপরাধ হ'য়েছে···"

এলেক্সি গাড়ীতে উঠিয়া দরজা দুটি টানিয়া বন্ধ করিতে করিতে বলিল, "দাঁড়াও, আস্তে···কোচম্যান আছে আমাদের মাথার উপরে, শুন্‌তে পাবে।"

আনা যেন আজ মনের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে মরিয়া হইয়া। সে আর আপনাকে গোপন রাখিবে না। আনার সুন্দর মুখের উপরে দৃঢ়তার ছাপ। এলেক্সির অর্দ্ধেক কথা সে শুনিল না, যখন সে থামিল তখনও আনা চুপ করিয়া থাকিল। এতক্ষণ যে ঐ লোকটা কি বকিয়া গেল তাহার একবর্ণও আনা শোনে নাই···তার কী জবাব দিবে!

এলেক্সি দেখিল আনার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা—অমনি সে সিদ্ধান্ত করিল যে আনা তাহার সন্দেহকে উপহাস করিতেছে এবং ব্যস্তভাবে স্বীকার করিল, "আমার হয়ত ভুল হয়েছে আনা, তুমি আমায় মার্জ্জনা করো।"

আনা তাহাকে বাধা দিয়া জানাইল, "তোমার এতটুকু ভুল হয়নি।" তারপর স্বামীর মুখের দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া কেমন একটা বিকৃত কণ্ঠে কহিল, "তুমি ভুল বোঝোনি। আমি তোমার কথা শুন্‌ছি কিন্তু তার কথা ভাব্‌ছি। আমি······আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তার······ তারই আমি। তোমায় আমি সইতে পারিনা। তোমায় ভয় করি··· হয়ত তোমায়, তোমায়—ঘৃণা, হাঁ হাঁ, ঘৃণাই করি। এর পর তোমার যা খুশী করো—।"

কথাগুলি বলিয়া আনা গাড়ীর এক কোণে ক্লান্তভাবে এলাইয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এলেক্সি আগেকার মতই বসিয়া থাকিল স্থিরভাবে সোজা হইয়া, কিন্তু তাহার চোখমুখের চেহারা হইয়া গেল মড়ার মত। সে নিশ্চল পুতুলের মত স্পন্দনহীন নেত্রে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী আসিয়া একেবারে বাড়ীর দরজায় থামিলে এলেক্সির যেন চৈতন্য ফিরিল। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া আনার হাত ধরিয়া নামাইল। তারপর গাড়ীতে উঠিবার সময় চাকরবাকরদের সাম্‌নে স্ত্রীর করমর্দ্দন করিতেও ভুলিয়া গেল না। যাইবার আগে শুধু আনাকে বলিল, "বেশ! আমি শীঘ্রই এর প্রতিকার করব। কিন্তু তোমার বাইরের আচরণে যেন শালীনতার কিছুমাত্র ত্রুটি না ঘটে। আমার সম্মান এবং মর্য্যাদা বাঁচাবার জন্যে আমায় সময় দেবে আশা করি। বাইরের ঠাটটুকু বজায় রেখো।......বিদায়।"

এলেক্সি বাড়ী ফিরিয়া চাকরকে ডাকিয়া বলিল যে সে আজ আর কাহারও সহিত দেখা করিবে না এবং তাহার কাগজপত্র সব যেন পড়িবার ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয়। বহুক্ষণ ধরিয়া গভীরভাবে সে চিন্তা করিতেছে আনাকে লইয়া কি করা যায়। তাহাকে যদি সে ত্যাগ করে তবে আনার পক্ষে তাহা শাপে বর হইবে। তাছাড়া সমাজে একটা ঢি-ঢি পড়িয়া যাইবে। পাঁচজনে এলেক্সিকে লইয়া হাসি-তামাসা করিবে। না, তাহার চেয়ে দু'জনে পৃথক্ ভাবে বাস করিবে, এমন ত অনেকেই করে। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। লোকের মুখ বন্ধ হইবার নহে। আর আনার অনাচারের ইহাতে বরং সুবিধা বই অসুবিধা

হইবে না।……আচ্ছা, যদি কিছু না করিয়া সে আনাকে আনিয়া আপনার কাছে রাখিয়া দেয় তবে? তবে হয়ত আনা আবার ধর্ম্মপথে ফিরিয়া আসিতে পারে। একেবারে চোখের উপর থাকিয়া যা খুশী তাই ত আর আনা করিতে পারে না। অবশ্য এলেক্সি সে সম্বন্ধে সতর্ক সজাগ দৃষ্টিও রাখিবে। তার চেয়ে বড় কথা—বাহিরের লোক টেরও পাইবে না যে ইহাদের ভিতরে তেমন বড কিছু গোলমাল আছে। ব্যস্—ধর্ম্ম, সমাজ, শান্তি সব বজায় থাকিবে, আর চাই কি আনা আপনার কৃতকর্ম্মের ফলও পাইবে হাতে হাতে। এই ভাবিয়া এলেক্সি আনাকে একখানি চিঠি লিখিবার জন্য বসিয়া গেল—তাডাতাড়িই বিহিত করা উচিত—

"তোমার কাছে আমার যা বলবার আছে তা লিখেই জানাব বলেছিলাম, তাই এই চিঠিখানা পাঠালাম। অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম যে তুমি যাই করো না কেন, যত অপরাধই তোমার থাক না কেন, আমি তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। এখানে আছে বৃহত্তর একটা শক্তির অদৃশ্য বন্ধন। তোমার খেয়ালের খেসারৎ স্বরূপ একটা সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি-স্বস্তি সব কিছু বিসর্জ্জন দেওয়া বাস্তবিকই উচিত নয়। আমার বিশ্বাস, তুমি তোমার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। তোমার পুত্র আছে, তার প্রতিও কর্ত্তব্য আছে তোমার। তার ভবিষ্যৎকে অস্বীকার ক'রতে পারো না। অতীতের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের মূঢ়তার জন্য পরিতাপ করো—ভুলে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারো পিটার্সবার্গে চলে এসো। মঙ্গলবারের মধ্যেই তোমার এখানে আসা চাই। সেইরকম বিবেচনা ক'রে এখানকার সব ব্যবস্থা ক'রে রাখব। এ আমার অনুরোধ, এই আমার সিদ্ধান্ত।—টাকা পাঠালাম এই সঙ্গে, তোমার প্রয়োজন হবে ব'লে।"

পুনশ্চ—"আমার এই অনুরোধ আশা করি মেনে নেবে। এর উপরেই নির্ভর ক'রছে তোমার আর তোমার পুত্রের ভাগ্য।"

চিঠিখানা লিখিয়া সে বারবার পড়িল, তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হাঁ, এই ঠিক হইয়াছে। চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "কাল সকালেই চিঠিখানা ওবাড়ীতে পৌঁছে দেবে। ভুল না হয়।"

এদিকে এলেক্সি চলিয়া গেলে আনার মনে থাকিয়া থাকিয়া বিচিত্র ভাবের উদয় হইতে লাগিল। প্রথমে তাহার মনে হইল, যাক্ বাঁচা গেল। এলেক্সিকে সব কথা জানাইতে পারিয়া আনা যেন মুক্তি পাইল। আর যাই হোক আনাকে আর অহরহ ছলনার জাল বুনিতে হইবে না। ……কিন্তু এ আনন্দ অধিকক্ষণ আনার মনে থাকিল না। আনা যদিও প্রথমে ভ্রনস্কির প্রস্তাব উড়াইয়া দিয়াছিল কিন্তু এখন তাহার মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই এই অবস্থায় তাহার সমাজে মুখ দেখানো চলে না। তাহার সম্মান, মর্য্যাদা, সুনাম সবই ত সে নিজহাতে ডুবাইয়া দিয়াছে। এখন কেমন করিয়া অপমান অবজ্ঞার তুষানলের মধ্যে বাস করিবে সে? তাহাকে পুড়িতে হইবে নতুবা যেখানে এই সমাজের শাসনভয় নাই সেখানে পলাইয়া যাইতে হইবে।

সেদিনের মধুর সন্ধ্যাটা এমনি করিয়াই আনা কাটাইয়া দিল।… রাত্রেও তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না। সে নানা দুঃস্বপ্ন দেখিল। পরের দিন সকালে তাহার অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল। কিন্তু তবু যেন কোন কিছু ভাল লাগে না।

সে আপনার বিছানার উপরেই বসিয়া থাকিল। এলেক্সির কথা মনে পড়িল। সে হয় ত বাড়ী যাইবার পথে দাঁতে দাঁত চাপিয়া কেবলই ভাবিয়াছে কেমন করিয়া আনাকে জব্দ করা যায়। আচ্ছা যদি সে

আনাকে তাড়াইয়া দেয়, তবে···? কথাটা মনে হইতেই আনার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। বিছানার সাদা চাদরটা যেন ধোঁয়াটে হইয়া গিয়াছে। আনার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আনা কিছুই ভাবিতে পারিতেছে না।

এমন সময় ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন?"

আনা অনেকক্ষণ তাহার পানে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ওই যে ঝি, ও কি একজন মানুষ না দুইজন? ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিল, না, ও একলাই। কিন্তু একটু আগে যেন মনে হইতেছিল ওর মত আরও একজন দাঁড়াইয়া আছে; মানুষ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন এমনই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। আনা বুঝি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছে। তাহার দেহ-মন সবই কি ভাঙ্গিয়া পড়িবে?

খানিকটা পরে আনা গা-ঝাড়া দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িল, দাসীকে হাত নাড়িয়া চলিয়া যাইতে ইসারা করিল।···তারপর আরও অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। তবু সে আপনার ঘর হইতে বাহির হইতে পারিল না। আপনার তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দেখিবার জন্য আনা বারবার বৃথাই চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার বিলম্ব দেখিয়া চাকরাণী পুনরায় একবার প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কোন্ পোশাকটা আনব? এদিকে কফি দেওয়া হ'য়েছে, সেরিওজা আর তার দাইমা আপনার অপেক্ষায় ব'সে আছে। ছেলেটা বড্ডই দুষ্টু হ'য়েছে—।"

আনার সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিয়া যাইতেই সে চোখ নামাইয়া লইল। আনা তাহাকে প্রশ্ন করিল, "সেরিওজা খুব দুষ্টুমি ক'রছে বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি রকম দুষ্টুমি, শুনেছ নাকি?" আনা হাসিয়া তাহার পানে চাহিল।

সেরিওজার কথা মনে পড়িতেই আনার সমস্ত অন্তরে আনন্দের জোয়ার আসিল। তাহার একমাত্র সান্ত্বনা সেরিওজা। স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে, সমগ্র পৃথিবী ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে পারে, এমন কি ভ্রন্‌স্কির গভীর ভালোবাসাও একদিন নিতান্তই বিগতদিনের ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইতে পারে, হয়ত ভ্রন্‌স্কিও আনাকে দ্বিচারিণী বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতে পারে—কিন্তু সেরিওজা আনার আশা ভরসা আশ্রয়, তাহার সব কিছু, সেরিওজা কোনদিনই তাহার জননীর স্নেহ বিচার করিতে বসিবে না। এখানে আনার আশঙ্কা করিবার কিছু নাই। কথাটা ভাবিতেই আনার মনের গতরাত্রির পুঞ্জীভূত গ্লানি নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তখনই তাহার মনে হইল—এ কী করিয়াছে সে, এখনও পর্য্যন্ত বাসি মুখটা ধোওয়া হয় নাই……!

সেরিওজা মাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং স-কলরবে নিজের দোষক্ষালনের জন্য যুক্তির অবতারণা করিয়া জানাইল যে, আসলে সে এমন কিছু অপরাধ করে নাই। তাহারই জন্য যে পীচ ফল সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহারই গোটাকয়েক সে গোপনে অপহরণ করিয়াছে। আনা সমস্ত কথা শুনিয়াও যখন তাহাকে বকিল না বরং হাসিমুখে আদর করিয়া চুম্বন করিল তখন তাহার ধাত্রীটি মুখ ভার করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া যেন অভিমানভরেই এ সংসর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আনা ইহাই চাহিয়াছিল। আপনার পুত্রকে একবার আপনার

কাছে করিয়া পাওয়ার জন্যই তাহার নির্জ্জনতা চাই। সেখানে দ্বিতীয় কোনও প্রাণীর অস্তিত্বও তাহার কাছে আজ অসহ্য বলিয়া মনে হইতেছিল। ধাত্রী চলিয়া গেলে আনা সেরিওজাকে কোলে টানিয়া লইয়া মৃদু স্বরে বলিল, "তুমি অন্যায় করেছো সেরিওজা। আর কখন ক'র না। আমায় ত তুমি খুব ভালোবাসো, তবে আমি যা বারণ করব তা তুমি কখ্খনো ক'রবে না।"

সেরিওজা সুবোধ বালকের মতই মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। এবং পরক্ষণে সে আপনার আরব্ধ 'মালা-গাঁথা' কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। আর আনা ভাবিতে বসিল, কি করা যায়, এলেক্সি কী 'ফতোয়া' জারি করিবে. কে জানে! একজন চাকর আসিয়া জানাইল যে বেট্সি লোক পাঠাইয়াছে একখানা চিঠি দিয়া। আনা চিঠিখানা পড়িয়া দেখিল, তাস খেলার নিমন্ত্রণ, আরও দু'চার জন আসিবে, অতএব আনারও যাওয়া চাই।

আজকাল আর এইসব উৎসবের আসর আনার ভালো লাগে না, তবে যেহেতু বেট্সির বাড়ীতে যাইলে ভ্রন্স্কির দেখা মিলিবে এবং তাহার সহিত দেখা হওয়াটা একান্তই দরকার সেইজন্য আনা যাইবে স্থির করিল।

সেদিন আনা সমস্তক্ষণ ধরিয়া অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে ঠিক করিল, আপাততঃ কোথাও তাহার চলিয়া যাওয়া উচিত। এলেক্সি যাহাই স্থির করুক না কেন, আনা তাহার পূর্ব্বেই আপনার মনকে প্রস্তুত করিবে। স্বামীর আদেশের অপেক্ষায় সে কিছুতেই বসিয়া থাকিবে না। এখানে, এই সংসারে তাহার আসন টলিয়াছে,—আপনার অধিকারের ভিত্তি সে নিজেই ভাঙিয়া দিয়াছে। এখন আর ইহাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বাঁচিবার চেয়ে মৃত্যুও আনার কাছে কাম্য।

অতএব মোটঘাট বিছানাপত্র বাঁধাবাঁধি শুরু হইয়া গেল। বাড়ীর চাকরবাকর, মালী, কুলি সকলে মিলিয়া বাড়ীটা সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর গৃহিণী একটি বেলা সময় দিয়াছেন, ইহার মধ্যে সমস্ত গুছাইয়া ফেলা চাই। আজই পিটার্সবার্গে যাওয়া হইবে। ভাড়াটে গাড়ীও আসিয়াছে দু'খানা।

আনা ভাবিল, যাহাই হউক, এলেক্সিকে একবার জানানো দরকার। তাই মনে মনে একখানা চিঠির মুসাবিদা করিয়া রাখিল, "এই ব্যাপারের পর তোমার সংসারে আমার আর থাকা চলে না। আমি বিদায় হ'চ্ছি। তোমাদের আইনমতে সন্তানের তার মায়ের কাছে থাকা উচিত কি পিতার কাছে, তা জানি না;—তবু তাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। কারণ তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না কিছুতেই। হয়ত এটুকু উদারতা তোমার কাছে আশা ক'রতে পারি।"

উদারতার কথাটা লিখিতে গিয়া আনার মন যেন বিদ্রোহ করিল। এই পর্য্যন্ত লিখিয়া সে থামিয়া গেল;—এলেক্সির উদারতা! না, না, সে একেবারে অসম্ভব,—এ আশা নিতান্তই আকাশকুসুম, কল্পনা। আনা কী চিন্তা করিয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করিল, খানিকটা লিখিয়া শেষে ভাবিল, থাক এসব কিছুই দরকার নাই, অনর্থক পাথরের মূর্ত্তির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া এ উচ্ছ্বাস করার কী প্রয়োজন। চিঠিখানা মুড়িয়া রাখিয়া সে উপরে চলিয়া গেল।

বেট্‌সির বাড়ী যাইবার জন্য আনা বাহির হইবে এমন সময় এলেক্সির লোক আসিল চিঠি লইয়া। আনা আদ্যোপান্ত পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে আবার পড়িল, কিন্তু তাহাতে পত্রের ভাবার্থ কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। এলেক্সির পত্রের ভাষা সহজ, সংযত, সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট। এলেক্সি আনার দুর্ব্বলতা জানে, তাই সে তাহার

পুত্রের ভাগ্যের কথাটাও জানাইতে ভুল করে নাই।……লোকটি নির্ম্মমভাবে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে জানে। আশ্চর্য্য! মাতৃ-স্নেহের সুযোগ লইয়া তার এ কী খেলা! সে কিছুমাত্র ভুল করে নাই, ভুল সে কোনদিনই করে না। কিন্তু এতদিনের মধ্যে একদিনও লোকটা বুঝিতে পারিল না যে, আনা কারেনিনা জীবন্ত নারী, সে জীবনে ভালোবাসা চায়, ভালোবাসিতে চায়, এলেক্সি এদিকে অন্ধ। আনার মনে আবার মেঘ দেখা দিল। আনার চোখের উপর এলেক্সির নির্ম্মমতার জ্বলন্ত ছবি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল! আনা অস্থিরভাবে লিখিবার সরঞ্জাম লইয়া বসিল কিন্তু কলমটা ধরিবার মত শক্তিও যেন তাহার অবশিষ্ট ছিল না। ভাবিয়াছিল যে একটা কড়া জবাব সে দিবে, কিন্তু কিছুই লেখা হইল না। যে কাগজখানা সে লিখিবে বলিয়া সাম্‌নে রাখিয়াছিল তাহারই উপর কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়িয়া তাহা ভিজিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শ্রাবণের ধারা নামিল আনার চোখের কোল বাহিয়া। অপরাধী শিশুকে সাজা দিলে সে যেমন অনর্গল কাঁদিতে থাকে, আনাও সেইরকম করিয়া কাঁদিল।

…অনেকক্ষণ পরে, কাহার পদশব্দ শোনা যাইতেই আনা আপনাকে কোনরকমে সংযত করিল। তারপর চাকর আসিয়া বলিল, "আপনার কি কিছু দেবার আছে? ওবাড়ীর লোকটা এখনই চ'লে যাবে।" আনা শুধু লিখিল, "তোমার চিঠি পেয়েছি।" ইহার বেশী আর কীই বা লিখিবে? না, ইহার অধিক আর কিছুই লিখিবার নাই। তারপর চাকরকে সেটা দিয়া আনা নীচে নামিল। চাকরাণীকে বলিল, "আমরা এখন আর যাবো না।"

ঝি যেন বিস্মিত হইল, কিছুটা ক্ষুণ্ণভাবেই বলিল, "একেবারে না?"

"না, তবে জিনিসপত্র যা গোছানো হ'য়েছে তা এখনই

খুলে ব'স না যেন। কালকের দিনটা দেখি, তারপর যা হয় ব'লব।"

বলিয়া আনা বেট্‌সির বাড়ীর দিকে চলিল, ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হওয়াটা তাহার বিশেষ প্রয়োজন। বেট্‌সির বাড়ীর দরজা পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় আনা দেখিল যে ভ্রন্‌স্কির চাকরটা দাঁড়াইয়া আছে। আনা বুঝিল যে ভ্রন্‌স্কি আসিবে না এই লোকটা নিশ্চয় সেই সংবাদই বহন করিয়া আনিয়াছে। তাহার অনুমানই সত্য। ভ্রন্‌স্কি আসিতে পারিবে না—এই খবরই পাঠাইয়াছে। বেট্‌সি কিন্তু সেকথা মোটে গায়ে মাখিল না। সে লিখিল, "আমাদের আজকের ভোজের আসরে নিমন্ত্রিতা জনৈকা ভদ্রমহিলার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন, বড়ই লোকাভাব, অন্তত তাঁর কথাটা ভেবেও তোমার আসা দরকার।" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া সে আনার হাতে কাগজটা দিয়া বলিল, "এটা মুড়ে খামে পুরে দাওনা ভাই, আমার আবার ওদিকে অনেক কাজ প'ড়ে রয়েছে। আমার স্বামীকে ত' জানো, একটা অকস্মার ঢিপ্‌সি।" তারপর হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

আনা কাগজের উল্টা পিঠে লিখিল, "দরকার আছে। সন্ধ্যে ছ'টার সময় বাগানে উপস্থিত থেকো—আমি যাবো সেখানে।" চিঠিটা মুড়িতে না মুড়িতেই বেট্‌সি ফিরিয়া আসিল।

সেদিনকার মজলিসে আনার মোটেই মন বসিল না। সে কেবলই চলিয়া যাইবার ছুতা খুঁজিতেছিল। অবশেষে একসময়ে সকলের অনুরোধ এড়াইয়া বাস্তবিকই সে চলিয়া আসিল।

ভ্রন্‌স্কি যে সেদিন ভোজসভায় যায় নাই, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। বৎসরের মধ্যে দুই তিন দিন সে আপনার আয়-ব্যয়-স্থিতি সম্বন্ধে

হিসাব-নিকাশ করিত। সেই দিনটিতে তাহার একান্ত নির্জ্জনতা প্রয়োজন হইত। কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সে সেদিন দেখা করিত না, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিত এবং ভবিষ্যতে কি ধারায় তাহাকে চলিতে হইবে স্থির করিত। আজ তাহার সেই হিসাব-নিকাশের দিন! হঠাৎ সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই তাহার মনে পড়িয়া গেল, অনেকদিন যাবৎ করি-করি করিয়া এই কাজটা করা হইতেছে না। ব্যস্, তারপর সে দোকান-বাজারের খাতাপত্র খুলিয়া বসিল। সারাদিন ধরিয়া হিসাব করিয়া যাহা ফল দাঁড়াইল তাহাতে সে বেশ বুঝিল যে তাহার ব্যয়সঙ্কোচের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। বাজারে তাহার প্রচুর দেনা হইয়া গিয়াছে অথচ বর্ত্তমানে এমন একটা দম্‌কা আয়ের আশু সম্ভাবনা নাই যাহাতে এই দেনা শোধ করা যায়।

এমনি করিয়া একথা-সেকথা ভাবিতে ভাবিতে বিকাল গড়াইয়া গেল। হঠাৎ একসময় তাহার খেয়াল হইল যে ছ'টার সময় আনার কাছে যাইতে হইবে। আর নয়, এইবারে উঠিতে হইবে। কিন্তু বেট্সির চিঠির পিছনে আনা লিখিয়াছে,—এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল! 'যাক্ গে', বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল, অর্থাৎ সেকথা ভাবিয়া লাভ নাই, ছ'টার সময় যে আনার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, এইটুকু জানিলেই চলিবে।

ঠিক ছ'টার সময় ভ্রন্স্কি আসিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। চারিদিকে একবার চোখ বুলাইতেই তাহার নজরে পড়িল আনার সুপরিচিত মূর্ত্তি। আনা ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল। কাছে আসিতেই কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া সে ধীরে ধীরে সব কথা খুলিয়া বলিল। স্বামীর কাছে স্বীকারোক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামীর জবাব,—কিছুই সে গোপন করিল না।

ভ্রনস্কি যেন নিস্পৃহভাবেই শুনিয়া গেল। আনা আপনার কথা শেষ করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিতে সে উত্তর দিল, "আমি ত এই চেয়েছিলাম আনা। ভালোই হ'লো, এবারে চলো আমার সঙ্গে, চ'লে যাই কোথাও।"

"না, না, তা হয় না, তা হয় না গো।" আবেগে আনার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল, "আমি সেরিওজাকে ছেড়ে যেতে পারব না, কিছুতেই পারব না—"

ভ্রনস্কি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "চলো আমরা একটু আড়ালে যাই। কে যেন এইদিকে আস্‌ছে। যদি চেনা লোক হয়—!"

আনা অবজ্ঞাভরে বলিল, "তাতে আমার কিছুমাত্র যায় আসে না।"

তবু ভ্রনস্কি আনার হাত ধরিয়া একপাশে সরাইয়া লইল, কিন্তু এমনি ক'রে ত দিন আমাদের কাট্‌তে পারে না আনা—"

"কেন, শুনি ?"

"আমার মনে হয় এইবারে তোমার চলে আসবার সময় হ'য়েছে। এরপরে তোমার আর স্বামীর ঘর করা চলে না। যদি বলো ত, আমিই কালই তোমার একটা ব্যবস্থা করি।"

"কিন্তু আমার সন্তান,···তার কি হবে ?" আনা ক্ষীণ আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "সেরিওজাকে ছেড়ে দেবে না ও আমার সঙ্গে। এলেক্সি জানে যে আমি ছেলে ছেড়ে কোথাও থাক্‌তে পারব না।"

"না, না, আনা, তোমার এমনি ভাবে হীন হ'য়ে থাকার চেয়ে দূরে চ'লে যাওয়া ভাল।"

"হীন ? হীন কি বল্‌ছ তুমি ! ওই কথাগুলো আমার কাছে ফাঁকা লাগে। তুমি ত জানো যেদিন থেকে তোমাকে কাছে পেয়েছি সেদিন হ'তে আমার জীবনের ধারা গিয়েছে বদ্‌লে। আমার কাছে আর

সব তুচ্ছ, মিথ্যা—আমি যে তোমার ভালবাসা পেয়েছি,—কলঙ্ক আমায় স্পর্শ ক'রতে পারে না, কষ্ট আমার গায়ে লাগে না; আমি হাসিমুখে সব ক'রতে পারি এখন। এমন কি মিছে কথা ব'লে মানুষকে দিনের পর দিন স্বচ্ছন্দে ভুলিয়েও রাখ্‌তে পারি। শুধু তুমি থেকো আমার পাশে। আমার গর্ব্ব, আমার যথাসর্ব্বস্ব......।"

আনা বলিতে পারিল না কী তাহার গর্ব্ব, তাহার যথাসর্ব্বস্ব কি—। তাহার মুখে আর কথা ফুটিল না। লজ্জায়, হতাশায় তাহার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল, সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভ্রন্‌স্কি জীবনে কোনদিন কাহারও জন্য চোখের জল ফেলে নাই, আজ তাহারও এ কী হইল? কেবলই মনে হইতেছে যে সে বুঝি কাঁদিয়া ফেলিবে। আনার দুঃখ তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে যেন নিতান্ত অসহায়, কিছুই তাহার করিবার নাই। তাহার নিজের দোষেই যে আনার আজ এ দুরবস্থা, একথা মনে করিয়া সে নিজের কাছে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। অবশেষে আস্তে আস্তে সে বলিল, "আচ্ছা, আইনের সাহায্যে তুমি ত মুক্তি পেতে পারো? তারপর তোমার ছেলেকে নিয়ে চ'লে যেতে পারো।"

"হাঁ পারি, কিন্তু সব কিছুই ত তার খুসির উপর নির্ভর করে। ইচ্ছে ক'রলে সে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর ক'রতে পারে বটে। যাক্‌ সে কথা—আমায় রেহাই দাও এখন, কাল আমি যাচ্ছি পিটার্সবার্গে।"

"আচ্ছা, আমিও মঙ্গলবারে পিটার্সবার্গে থাক্‌ব, সেদিন যা হয় স্থির করা যাবে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা—এখন আর ও নিয়ে আলোচনা ক'রে লাভ নেই।"

অর্থাৎ আনা মনে মনে যাহা অনুমান করিয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত তাহাই

বজায় রহিয়া গেল। তাহার জীবনযাত্রার ধারা পূর্ব্বের মত একই ভাবে বহিতে লাগিল।

সেদিন যে আনার আসিবার কথা, এলেক্সি কাজের মধ্যে থাকিয়া সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহারই 'পেশ' করা এক আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া মন্ত্রিসভায় কিছুদিন হইতে মতদ্বৈধ এবং আলোচনা-সমালোচনা চলিতেছিল, গতকাল তাহার একটা সুবিধাজনক মীমাংসা হইয়াছে। এলেক্সিকে ইহার জন্য খুব ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। কাজেই আজ সকালে যখন চাকর আসিয়া খবর দিল যে বাড়ীর গৃহিণী ফিরিয়াছেন তখন এলেক্সি শুধু অবাক হইয়া একবার মুখ তুলিয়া চাহিল।

এদিকে আনা প্রতিক্ষণেই আশা করিতেছিল যে এলেক্সি এইবার আসিবে। আধঘণ্টা পার হইয়া গেল তবু এলেক্সির দেখা নাই। আনা ঘর-দুয়ার জিনিসপত্র গোছগাছ করিতে লাগিয়া গেল কিন্তু মাঝে মাঝে চকিতে দ্বারপথে চাহিয়া লক্ষ্য করিতেছিল সে আসে কিনা। আধঘণ্টা পরে আনা দেখিল এলেক্সি বসিবার ঘর ছাড়িয়া পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিতেছে। তাহার পর অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু এলেক্সি আসিল না। অবশেষে আনা অধীর হইয়া পড়িল। সে জানে যে তাহার স্বামী এইবার বাহিরে চলিয়া যাইবে। সুতরাং আনা তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরেই গিয়া হাজির হইল। এলেক্সি তাহাকে প্রথমে দেখিতে পায় নাই। আনা দেখিল সে গালে হাত রাখিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন, তাহার চোখেমুখে ক্লান্তি এবং বিরক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আনা বুঝিল যে সে তাহার স্ত্রীর কথাই ভাবিতেছে। আনাকে দেখিয়া এলেক্সির মুখ মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে পলকের মধ্যেই আপনাকে সামলাইয়া

লইয়া আসন ছাড়িয়া আনার সহিত করমর্দ্দন করিল। সে আনার মুখের পানে চাহিতে পারিল না, তাহার দৃষ্টি আনার কপালের উপর। আনা ইতিপূর্ব্বে এলেক্সির মুখে এমন ভাবব্যঞ্জনার পরিচয় পায় নাই। এ যেন নূতন একটি লোক! সে আনাকে বলিল, "ব'স, তুমি আসাতে আমি খুশী হ'য়েছি।"

এলেক্সি আরও কিছু যেন বলিতে চাহিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই তাহার মুখে কথা সরিল না। আনা সব বুঝিল। তাহার সহিত দেখা করিবার পূর্ব্বে আনা বারবার আপনার মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে, সে তাহার স্বামীকে ঘৃণা করে, তাহার আচরণে আনা নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়াছে;—এলেক্সিকে সে কঠিনভাবে আঘাত করিবে বলিয়া বাছাবাছা কতকগুলি কথাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহাকে দেখিয়া আনার সংকল্প নিমেষে ভাসিয়া গেল। আনার জীবন এই লোকটাকে লইয়া দুঃখে ভরিয়া উঠিয়াছে, এই এলেক্সিই তাহার সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবু আজ তাহারই জন্য আনা অন্তরে সহানুভূতি অনুভব করিতেছে!

অনেকক্ষণ পরে এলেক্সি বলিল, "আজ আমি বাড়ীতে খাবো না। ফিরতে দেরী হবে কি না!" শুধু এই কথাটুকু বলিবার জন্য তাহার মন উতলা হয় নাই, এ কেবল নীরবতা ভঙ্গ করিবার একটা প্রচেষ্টা মাত্র, আনা তাহা ভালো করিয়াই জানে।

আনাও ভাবিতেছিল কেমন করিয়া আবার কথাবার্ত্তা চালানো যায়, তাই সে বলিল, "আমি মস্কাউ যাবো ভেবেছিলাম।"

"না, না, তুমি এসেছ ভালোই ক'রেছ। এখানে আসাই তোমার ঠিক হ'য়েছে।"

আনা দেখিল যে এলেক্সি আসল প্রসঙ্গটা এড়াইয়া যাইতেছে। অগত্যা

সে নিজেই বলিতে আরম্ভ করিল, "তুমি ত জানোই আমি অপরাধী, আমি অসচ্চরিত্রা, এখানে এসেছি ব'লে আমার মতিগতি বদ্‌লাবে না এ তুমি জেনে রাখো। আমি যা আছি তাই থাক্‌বো।" আনা দৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল এলেক্সির মুখের পানে। সে যেন আরও কিছু বলিতে চায়, কিন্তু পারিল না।

আনার কথাটা এলেক্সির চেতনা ফিরাইয়া দিল। সে সহজভাবে এবং স্বাভাবিক ভঙ্গীতে আপনার কথা বলিতে লাগিল, "আমি ত তোমায় সেকথা জানাতে বলি নি। আমার যা জানাবার ছিল তা আমি লিখে দিয়েছি। তোমার ওই সব ফালতু কথায় আমার কোন দরকার নেই। আমি অবজ্ঞা করি, ঘৃণা করি ওই বৃত্তিকে। আবার তোমায় ব'লে দিচ্ছি, এ বিষয়ে আলোচনা করা সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার মত সকল স্ত্রী এত ভালো হয় না, তারা এত তাড়াতাড়ি এ সংবাদটা স্বামীর কাছে জানিয়ে স্বামীর সুবিধে ক'রে দেয় না। এই জন্যেই তুমি ভালো। আর হ্যাঁ, মনে রেখো আমার সহধর্মিণী হিসাবে এ সংসারের সকল সুবিধা-সুযোগ তোমার অক্ষুণ্ণই রইল। কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি যে বাইরের লোকের কাছে আমাদের আসল সম্বন্ধটা গোপন রেখে যতদিন অভিনয় চালিয়ে যেতে পারবে ততদিন পর্য্যন্ত তোমার এই অধিকার। আমার বাড়ীতে ব'সে তোমার প্রণয়ীর সঙ্গে ঢলাঢলি করা চল্‌বে না। ব্যস, আর কিছু দরকার নেই। মর্য্যাদার মুখোসটা যেন ভুলেও আল্‌গা না হয়, এই আমার বক্তব্য। এটুকু তোমার কাছে আমি নিশ্চয় আশা করতে পারি। আচ্ছা, আমার সময় হ'য়ে গেল, চলি তবে। বাড়ীতে খাবোনা আজ।"

এলেক্সি উঠিয়া পড়িল। আনাও আর দাঁড়াইল না।

৯

সাত আটদিন ভ্রনস্কির সঙ্গে আনার দেখা হয় নাই, তাহার কারণ কয়েক দিন হইতেই আনার শরীরটা মোটে ভালো যাইতেছে না, তাহা ছাড়া কোথাকার এক রাজকুমার পিটার্সবার্গ দেখিবার জন্য আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে শহর দেখাইবার ভার পড়িয়াছে ভ্রনস্কির উপরেই, সেজন্য তাহার অবসরও হইয়া উঠে না। যেদিন সেই কুমার বাহাদুরটি চলিয়া গেলেন সেইদিনই ভ্রনস্কি আনার চিঠি পাইল।

'আজ সন্ধ্যের পর আসা চাই-ই। ছ'টার পর এসো। এলেক্সি থাকবে না।'

কিন্তু এতদিনের দীর্ঘ অবিশ্রামের পর একটু গড়াইতে গিয়া সে রাত্রি আটটা বাজাইয়া ফেলিল। ফলে কারেনিন্‌দের বাড়ীর সদর দরজার সাম্‌নে আসিতেই এলেক্সির সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল। এলেক্সি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু ভ্রনস্কি অভিবাদন করিল, উত্তরে সেও একটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

দেখা হইতেই আনা খুব অনুযোগ করিল, এবং তাহার আভিজাত্যকেও কটাক্ষ করিতে ছাড়িল না। এই দীর্ঘ সাতদিনের বিরহে আনা যেন শুষ্ক ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। ভ্রনস্কিকে সে বিস্তর বিষাক্ত কথায় বিদ্ধ করিল। কিন্তু ভ্রনস্কি যখন এলেক্সিকে কটাক্ষ করিয়া বিদ্রূপ করিতে চাহিল তখন আনা স্বামীর পক্ষই সমর্থন করিতে লাগিল। শেষকালে অভিমান-গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "তোমাদের আর বেশীদিন কষ্ট পেতে হবে না, এই দুর্ভোগের শেষ হবে অচিরেই। আমি দেখছি আমার সামনে মৃত্যুর দূত দাঁড়ায়ে আছে। আর তাহ'লে আমিও বাঁচি, তোমরাও বাঁচো—তোমাদের কাছে আমি একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছি।"

ভ্রন্স্কি নিজেকে যেন বড়ই বিপন্ন বোধ করিল। আনার এই ধরণের কথাবার্ত্তায় সে যেন কেমন হইয়া গেল। জীবনে কোনদিন কাহারও দুঃখে তাহার চোখে জল আসে না। আনার কথা চিন্তা করিয়া তাহার চক্ষু আজ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, তাহার কেবলই কান্না পাইতে লাগিল। আনার বিগত দিনের গৌরবময় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল যেন সে নিজেই আনার আজিকার এই দুঃখের জন্য দায়ী। আপনার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অবশেষে দৃঢ় সংকল্প করিল যেমন করিয়াই হউক সে আনাকে এখান হইতে লইয়া যাইবে।

এদিকে এলেক্সি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ঘুমাইতে পারিল না, সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিল। আনার ঔদ্ধত্যের কথা চিন্তা করিয়া তাহার মাথা গরম হইয়া গেল। দুঃখ যখন আসে তখন একা আসে না, দোসর জুটাইয়া আনে। ওদিকে রাজসভায় এলেক্সির প্রস্তাবিত এক আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিয়াছে। সে-কথা ভাবিয়াও এলেক্সির দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। সে শুধু পায়চারী করিয়া রাত কাটাইয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে এলেক্সি নিঃশব্দে আনার ঘরে গিয়া ঢুকিল। কোন কথা না বলিয়াই সে আনার লিখিবার টেবিলটার দেরাজ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। আনা ওপাশে বসিয়া ছিল, এলেক্সির কাণ্ড দেখিয়া সে প্রায় ছুটিয়া উঠিয়া আসিল—"কি চাই তোমার?"

"তোমার প্রণয়ীর প্রেম-পত্র।"

"ওখানে নেই।" বলিয়া আনা টানাটার সামনে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার ছোট বাক্সটা এলেক্সি

হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দাও ওগুলো, দিয়ে দাও বল্‌ছি। এলেক্সি, তোমার কি হ'য়েছে আজ!"

এলেক্সির চুলগুলি এলেমেলো, রাত্রি জাগরণের ফলে চোখ গিয়াছে বসিয়া, মুখে একটা রুক্ষতা—সমস্তটা জড়াইয়া তাহাকে কতকটা অপ্রকৃতিস্থই দেখাইতেছিল। সে শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "না এমন কিছু হয় নি। এগুলো দিলে আমার আর চল্‌বে না, এগুলোই আমার দরকার আজ।" বলিয়া সে আনার হাতটা ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

আহতকণ্ঠে আনা বলিল, "আমায় তুমি এত সহজে অপমান করতে পারলে?"

"অপমান! তোমার আবার মান-অপমান আছে নাকি? আমার ত জানা ছিল যে যারা সচ্চরিত্র তাদেরই ও প্রশ্ন ওঠে। হাঁ, তোমায় দীর্ঘদিন ধ'রে অপমানই ক'রেছি বটে, জেনে শুনে তোমায় কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোমার অপমান ক'রেছি! আমার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছি, তোমার সমস্ত গোপন কথা জানবার পরও—শুধু তার বদলে চেয়েছি কি না, আমার বাড়ীতে ব'সে তুমি তোমার মনের মানুষের সঙ্গে ঢলাঢলি ক'রো না—আমার অপরাধ বই কি! এতে যদি তোমায় অপমান করা হয় তবে করেছি। আমারই বুকে ব'সে আমার সম্ভ্রমকে দ'লে মাড়িয়ে চ'লে যাবে তোমরা দিনের পর দিন, আর আমায় স'য়ে যেতে হবে তা'! আমি তোমার কাছে যেটুকু শালীনতা শিষ্টাচার ভিক্ষা ক'রেছিলাম তাকে তুমি অবহেলা ক'রেছ, অগ্রাহ্য ক'রেছ। আমি তোমায় অপমান করেছি, না, তুমি আমায় বারবার অপমান করেছ?"

আনা এলেক্সির বিভ্রান্ত চেহারা দেখিয়া কতকটা নরম হইয়া গেল। স্বামীর সমস্ত কথাই সে বুঝিল, একবার কথা বলিবার চেষ্টাও করিল, কিন্তু এলেক্সি তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "আমায় তুমি কি ভাবো

বলো ত, আমার কথার কি কোন মূল্য নেই ? আমার হৃদয় নেই, জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই ? আমি কি ব্যথা পাই না ? আনা—আমাকে এমন মাড়িয়ে চলো কেন বল্‌তে পারো, তুমি কি আমায় মানুষ মনে করো না ? যাক্‌গে সেকথা—জেনে আমার আর লাভ নেই। কিন্তু আমার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি আর তোমায় মার্জনা ক'রব না। এই কাগজপত্র নজির নিয়ে আজই আমি মস্কাউ যাচ্ছি। তুমি এ বাড়ীতে থাকতে আমি আর এখানে ফিরছি না। আইনের সাহায্যে এবারে বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করব, আর সেরিওজাকে আমার বোনের বাড়ী রেখে যাবো, তোমার কাছে নয়।"

এলেক্সি চলিয়া যাইতেছিল, আনা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে মিনতি করিয়া বলিল, "ওগো, আমায় তুমি দয়া করো। সেরিওজাকে রেখে যাও। তুমি তাকে ভালোবাসো না, তবু কেন শুধু আমায় কষ্ট দেবার জন্যেই ওকে নিয়ে যাবে ? তোমার আইনের সাহায্য নেবার কোন দরকার ছিল না, তার আগেই এর মীমাংসা হ'য়ে যেত। সে যাক্‌, আমার সম্বন্ধে আমি আর কিছু তোমায় বলতে চাইনে, শুধু সেরিওজাকে রেখে যাও, যেক'টা দিন থাকব সে দিন ক'টার জন্যও অন্তত—।"

"না, না, না, তোমার কথায় আর আমার ভুল হবে না। তোমার গর্ভজাত ব'লেই বোধ হয় আমি সেরিওজাকে তেমন ভালোবাসতে পারি না। তাকে দেখলেই তোমার কথা মনে প'ড়ে যায়—তাই…। যাক্‌ গে, এখন আর নয়, বিদায় হই।

আনা আর তাহাকে বাধা দিতে পারিল না, শুধু এলেক্সির গতিপথের দিকে চাহিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

মস্কাউ রাজপথ।

ষ্টিপান সপরিবারে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ ডলি বলিল, "দেখ ত, এলেক্সি না, ওই গাড়ীতে?"

ষ্টিপান মুখ বাড়াইয়া কারেনিনের নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তারপর গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া প্রথমে একচোট সস্নেহ ভর্ৎসনা করিল, বলিল, "অমন এড়িয়ে যাচ্ছিলে কেন, এখানে এসেছ এ কথাটা আমরা একটু জানতে পারলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত? চল, গাড়ীতে আমার গিন্নি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

যখন সে এত উচ্ছ্বসিত হইয়া কথা বলিতেছে এলেক্সি তখন গম্ভীর ভাবে অন্যদিকে চাহিয়াছিল। সে চুপ করিতে সংক্ষেপে কথা সারিল, "ক'দিন বড্ডই ব্যস্ত আছি, ব্যস্ত ছিলাম বলেই দেখা করার সময় হয় নি। আচ্ছা এখন আমি আসি। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার অবসর নেই।"

"দাড়াও দাড়াও, আরে—যাও কোথা? শোনো, এক কাজ করো বরং—আগামীকাল বিকেলে আমাদের বাড়ীতে খেও, কেমন? আরও দু'একজনকে কালকে বলা হবে খেতে। তাহ'লে ওই কথাই রইল, কেমন—কাল বিকেলে? আচ্ছা, তবে আর তোমার দেরী করিয়ে লাভ নেই, চলি। কাল তোমার ওখানে যাবো, বুঝলে?"

এলেক্সির গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। ষ্টিপান ডলির কাছে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দেখো, আমি একটু চল্লাম, তোমরা বেড়িয়ে যখন হয় বাড়ী ফিরো।"

ডলি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "দেখো ট্যানিয়ার দু'টো জামা কিনতাম, টাকা দাও না কিছু।"

"আরে যা কেনবার আগে কিনে নিও তারপর বিল পাঠাতে

ব'লো—তাহ'লেই হবে।" বলিয়া ষ্টিপান কোন্ এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে চলিয়া গেল।

পরদিন সকাল হইতেই কেনা-কাটার পালা চলিল, বাড়ীতে আজ একটা ছোটখাট সমারোহ। তাহার উপর আবার ষ্টিপানের হাত দরাজ, খরচ করিতে না পারিলে মনটা তাহার খারাপ হইয়া যায়। এদিকের কাজ সারিয়া সে কারেনিনের হোটেলের দিকে যাত্রা করিল।

হোটেলের মধ্যে হঠাৎ লেভিনের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল। অনেকদিন পরে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পাইয়া ষ্টিপান কাজের কথা সব ভুলিয়া গেল। লেভিন দু'দিনের জন্য মস্কাউতে আসিয়াছে এবং এই হোটেলেই উঠিয়াছে। সে ষ্টিপানকে ঘরে লইয়া গেল।

"তারপর, শুনলাম তুমি নাকি দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলে লেভিন্? তা' কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম অনেক জায়গায়, যথা জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও স্পেন—এক কথায় ধ'রে নাও গোটা ইউরোপটা শেষ ক'রে ফেলেছি। তবে রাজধানীতে আমি কোথাও বাস করিনি। আমি ছিলাম কলকারখানার কুলি-মজুরদের কাছ ঘেঁসে!"

"তা হ'লে তুমি রাশিয়ার শ্রমিকসমস্যা সমাধানের জন্যেই এত ঘোরাঘুরি করছ! বেশ, বেশ! খুব ভালো কথা।"

"না, রাশিয়াতে শ্রমিকসমস্যা ব'লে কোন প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না। এতদিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে আমার এই কথাই মনে হ'চ্ছে। এখানে যেটা দরকার তা' ভূমির সঙ্গে কৃষকদের এমন একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা, যার ফলে তারা জমির উন্নতির জন্যে চেষ্টা করবে স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে। জমি আর জমিদারে যে সম্পর্ক আছে সেটা হওয়া দরকার কৃষকে আর জমিতে, তাতে দেশের কৃষিকাজের আশ্চর্য্য

উন্নতি হবে। আমি দেশের চাষাদের সঙ্গে মিশেছি, দেখেছি তাদের ত্রুটি কোথায়।......”

ষ্টিপান তাহার বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিল, “আর একটা কথা, তুমি নাকি মরবার জন্যে ব্যস্ত হ’য়ে প’ড়েছিলে আমি খবর পেলাম।”

“সে সংকল্প ত’ ছাড়ি নি। আমার আর এ পৃথিবীটা ভালো লাগে না।”

লেভিনের এই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণার যে ছোট ইতিহাস আছে সে কথাটা ষ্টিপান কিছু কিছু জানিত। সে চিরকালই আশাবাদী ছিল, কিন্তু যেদিন কিটি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল সেদিন হইতে তাহার মনের আকাশে মেঘ নামিল ঘোরালো হইয়া। অবিবাহিত থাকিয়া ছন্নছাড়ার মত জীবনটা কাটাইবার কথা সে কোনদিনই কল্পনা করিতে পারে নাই। অথচ এখন বিবাহের কথাটা ভাবিতেও তাহার ভয় হয়। কিটির মত মেয়ে পৃথিবীতে আর দুটি নাই—এই তাহার বিশ্বাস। যদি কাহাকেও বিবাহ করা চলে সে একমাত্র কিটি, অথচ কিটিকে পাওয়া তাহার পক্ষে আকাশকুসুম কল্পনা। তাই সে চাষীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আপনার জমিতে তাহাদের সহিত কাজ করিতে লাগিল, নিতান্তই একজন কৃষকের মত তার দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু এই ধরণের জীবন-যাপনও তাহার ভালো লাগিল না বেশিদিন।

ভালো না লাগার আরও একটু কারণ আছে। ষ্টিপান একদা তাহাকে চিঠি দিল যে, ডলি দেশে গিয়া বসবাস করিবে, তাহাকে যেন লেভিন দেখা-শুনা করে। ডলিদের বাড়ীটি লেভিনের বাড়ী হইতে কুড়ি-বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত। লেভিন পরমানন্দে এই দীর্ঘ পথ বাহিয়া আসিয়া ডলিকে দেখিয়া যাইত এবং তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে—তাহার ইহাতে খানিকটা শান্তি ছিল। কারণ

বাল্যকাল হইতেই ষ্টিপানকে সে ভালোবাসিয়াছে, আজ তাহারই পরিবারের তত্ত্বাবধান করিতে পাইয়াছে সে—ইহা বড় কম সৌভাগ্য নহে। একদিন ডলি বলিল যে তাহার একটি গরুর দরকার হইয়া পড়িয়াছে। লেভিন বলিল, "বেশ ত আমার ত' অনেকগুলোই আছে, দু'টো এনে দেবো'খন। তা' এতদিন বলো নি কেন?"

"দরকার হয় নি তাই। এখন কিটিরা সবাই আস্‌ছে কিনা!"

এতদিন লেভিন এ প্রসঙ্গ এড়াইয়া চলিত। আজও কিটির কথাটা উঠিতেই সে রাঙা হইয়া উঠিল। ডলি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কিটি এখন বেশ সেরে উঠেছে। বাব্বা—যা ভোগা ভুগ্‌লে—" এবং আরও অনেক কথা কিটির সম্বন্ধে।

লেভিন শুষ্ক মুখে নিরাসক্তভাবে সব কথাই শুনিল, তাহার পর বিদায় লইয়া আসিবার সময় বলিল যে সে বোধ হয় আর আসিতে পারিবে না। কারণটা বুঝিয়া ডলি তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল। বলিল, "এ তোমার খুব অন্যায়। তুমি তাকে আজও চিন্‌তে পারো নি। সে তোমায় সত্যিই ভালোবাসে। তোমরা পুরুষ জাতটা বড় অল্পেই সিদ্ধান্ত করো। মেয়েদের অত তুচ্ছ ক'রে দেখো বলেই তোমাদের এত দুর্গতি। তোমার যখন প্রয়োজন তখনই তুমি তোমার প্রেমিকাকে অর্থাৎ যাকে তোমরা ভালোবাসো ব'লে মনে করো তাকে নির্লজ্জের মত দাবী জানাও। তার সুবিধা, অসুবিধা, কিছুমাত্র বিবেচনা ক'রো না। চেয়ে দেখো না তার মন তৈরী হয়েছে কি না।···তারপর মুখের কথাটাই বোঝো তোমরা। অন্তরকে দেখবার মত দৃষ্টি তোমাদের নেই।······লেভিন, আমায় বিশ্বাস করো—সে [illegible]কে সত্যিই ভালবাসে।"

যদিও লেভিন ডলির কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিল, তবু সে

বিশ্বাসই করিতে পারিল না যে সত্যসত্যই কিটি তাহাকে ভালোবাসিতে পারে।

এবং পাছে তাহার উপস্থিতি কিটিকে বিড়ম্বিত করে সেই আশঙ্কায় লেভিন আর সে পথ মাড়ায় নাই। তবে একদিন ভোরবেলায় দৈববাণীর মতই অপ্রত্যাশিতভাবে সে কিটিকে দেখিতে পাইয়াছিল পথে। যাহা দূরে ছিল, তাহাকে পুনরায় এত কাছে দেখিয়া পুরাতন ক্ষতস্থানটাই যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। তারপর হইতেই তাহার জীবনের প্রতি এই দার্শনিকসুলভ বিতৃষ্ণা।

ষ্টিপান অনেকক্ষণ বসিয়া লেভিনের সঙ্গে গল্প করিল। ইহার মধ্যে অন্ততঃ বার-দশেক সে উঠিতে গিয়া আবার বসিয়া পড়িয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহার মনে হয় যে অনেক দেরী হইয়া গেল, আরও অনেক কাজ আছে। সে উঠিয়া পড়িয়া বলে, "আচ্ছা এখন উঠি ভাই।"

লেভিন তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দেয়, "ব'স ব'স, যাবেই ত, এখন জামাটা খুলে ভালো ক'রে ব'স।"

"না, না, যাই কাজ আছে।" বলিতে বলিতে সে জামাটা খুলিতে থাকে। লেভিন তাহার হাত ধরিয়া বলে, "আবার কবে দেখা হবে জানি না, কালই চ'লে যাবো—।"

এই অভিনয় বারকয়েক চলিবার পর হঠাৎ এক সময়ে ষ্টিপান লাফাইয়া উঠিয়া বলে, "দেখ ত আমার কাণ্ডটা, আমি একটা হতভাগা। আসল কথাটাই যাচ্ছিলাম ভুলে। শোনো, আজ বিকেলে আমার বাড়ীতে তোমার নেমন্তন্ন! ঠিক পাঁচটার সময় যাবে। এখন আর নয়—চলি।" বলিয়া আরও আধঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া সে তখনকার মত বিদায় লইল।

এদিকে এলেক্সির মনটা আজ সকাল হইতেই ষ্টিপানের বাড়ীর চিন্তায় বিগ্‌ড়াইয়া আছে। সে বিবাহ-বিচ্ছেদের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থার জন্য উকীলের কাছে কাগজপত্র পাঠাইবার জন্য খামে আঁটিতেছে এমন সময় ষ্টিপানের মোটা গলার আওয়াজ পাইল। এবং মনে মনে স্থির করিল যে আজ স্পষ্টই সে ষ্টিপানকে সব কথা খোলাখুলি জানাইয়া দিবে। তাহারা জানুক যে এলেক্সির সঙ্গে তাহাদের আর আগেকার মত ঘনিষ্ঠতা করা সাজে না! মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আপনার বক্তব্য মনে মনে ভাঁজিয়া ফেলিল। তাহার আর ভালো লাগে না এই লুকোচুরি—

ষ্টিপান আসিতেই এলেক্সি গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "দেখো ষ্টিপান, আমার পক্ষে আজ তোমাদের নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া অসম্ভব।"

কথাটা শুনিয়া ষ্টিপান বলিল, "সে কি! কিন্তু তা' হয়না, কথা যখন দিয়েছো তখন আর ওসব চালাকি চল্‌ছে না।"

এলেক্সি গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ, তোমায় জানিয়ে রাখি যে আমাদের আর এতটা মাখামাখি সাজে না।" তাহার পর একবার কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "আমি আনাকে ত্যাগ করব।"

ষ্টিপান বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া রহিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর বারবার বলিল, "এ আমি বিশ্বাস করিনা কারেনিন্। হয় তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নয় ত কোথায় একটা ভুল হ'য়েছে তোমাদের; না, না, এযে একেবারে অসম্ভব।"

এলেক্সি বলিল, "আমি সহজে উদ্ধত হই না, আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা। কাজেই সেরকম কোন সম্ভাবনা নেই। আমি ধীরভাবে সব ভেবে দেখেছি, আমার সংকল্প অচল অটল।"

ষ্টিপান তাহাকে বলিল, "আমার অনুরোধ, তুমি হঠাৎ একটা কিছু ক'রে ব'সো না।"

"না, আমি জীবনে কোন কাজই কোনদিন হঠাৎ করি না। তবে অকস্মাৎ এতবড় একটা বিপর্য্যয় এর আগে কোনদিন আমার জীবনে ঘটেনি। যাক্—আমি উকীলের পরামর্শ নিয়েছি, আজ তার কাছে আমার এই কাজের ভার নেবার অনুরোধ ক'রে চিঠি দিচ্ছি।"

"এলেক্সি, মানুষের ভুল হ'তে পারে ত। এর জন্যে তোমায় পরে অনুতপ্ত হ'তে হবে হয় ত। আনাকে আমি জানি, সে এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ ক'রতে পারে না, যার শাস্তি শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদে গিয়ে ঠেক্‌বে। দেখ, কিছুদিন আগে একবার আমাদেরও দাম্পত্যজীবনে এমনি একটা কুয়াসা নেমেছিল, আনাই সে-যাত্রা আমাদের রক্ষা ক'রেছে। সেই মেয়ে—না, না, এলেক্সি তুমি এক কাজ করো—আমার ডলির উপর গভীর শ্রদ্ধা আছে। এ রকম অদ্ভুত নারী আমি আর জীবনে দেখিনি। তুমি অন্তত তার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করো, দোহাই তোমার।"

"আচ্ছা তা' নয় করব, তবে তাতে কিছু সুবিধে হবে ব'লে মনে হচ্ছে না।"

"দেখো ত—। বেলা পাঁচটার সময় তুমি আস্‌ছ তাহ'লে? দেরি না হয়।"

"যাবো।"

"আচ্ছা আমি উঠি এখন। অনেক কাজ আছে।"

পাঁচটার অনেক পূর্ব্বেই লেভিন আসিয়া হাজির হইল। "আমি দেরী করি নি নিশ্চয়?"

"না, তুমি যথেষ্ট বিলম্ব ক'রেছ। যাক্‌গে, ওটা তোমার স্বভাব, ঠিক সময়ে কোথাও তোমায় খুঁজে পাওয়া যায় না।" বলিয়া ষ্টিপান বন্ধুর হাত ধরিল।

"এখানে ব'সে থেকে এখন আর লাভ নেই। চলো ওদিকে অভ্যাগতেরা অপেক্ষা করছেন। আমার ভগ্নীপতি কারেনিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই চলো।"

লেভিনের তেমন আগ্রহ ছিল না, তবু সে বলিল, "সেই বেশ ভালো। চলো, চলো।"

বড় ঘরে তখন সবাই হাজির হইয়াছে। ষ্টিপান লেভিনের সঙ্গে এলেক্সির পরিচয় করাইয়া দিবার পর এলেক্সি বলিল, "আপনার সঙ্গে আবার দেখা হ'ল, খুব খুশী হ'লাম।"

ষ্টিপান কতকটা অবাক হইয়া বলিল, "তা হ'লে তোমাদের আগে থেকেই আলাপ আছে!"

লেভিন হাসিল। ষ্টিপান একটু চটিয়া গিয়া বলিল, "চলো, ডলি তোমায় দেখবার জন্যে ব'সে আছে।"

লেভিন ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল ডলি এবং কিটি দু'জনেই বসিয়া গল্প করিতেছে। সে ডলিকে প্রথমে অভিবাদন করিল এবং পরে কিটির দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিয়া কিটির চোখেমুখে লজ্জা এবং প্রীতি মিশিয়া যে অপূর্ব্ব লাবণ্যের অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিল, তাহা লেভিনকে নূতন করিয়া মুগ্ধ করিল।

কিটি তাহার হাত ধরিয়া জোরে চাপ দিল, মুখে শুধু বলিল "কতদিন পরে দেখা হ'ল!"

সেদিনের ভোজের আসরে স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া তুমুল তর্ক চলিল। লেভিনও এই আলোচনায় প্রথমে যোগ দিয়াছিল। পরে সে

এবং কিটি কখন সেখান হইতে গিয়া তাসের টেবিলের পাশের চেয়ার অধিকার করিয়াছে, কেহ লক্ষ্য করে নাই।

তাহাদের মুখে কথা নাই,—ভাব আছে, ভাষা নাই। ভাষা যদি বা আছে মুখে বলিবার মত শক্তি কাহারও নাই। অবশেষে খড়িমাটির সাহায্যে তাহারা আলাপ চালাইতে লাগিল টেবিলের উপর লিখিয়া। কখন যে আড্ডা ভাঙ্গিয়াছে সে খেয়ালও ছিল না। একেবারে যখন কিটির মা আসিয়া জানাইলেন, "যদি থিয়েটারে যেতে হয় তবে আর দেরি করা উচিত নয় কিটি" তখন তাহাদের সম্বিত ফিরিল।

বিদায় দিবার সময় ষ্টিপান লেভিনকে বলিল, "কিহে আদর্শবাগীশ, জীবনের উপর যে দার্শনিক বিতৃষ্ণা জেগেছিল তা' কি শেষ হ'ল? মরবার তারিখটা পিছিয়ে দিলে নাকি?"

লেভিন একটু হাসিয়া বলিল, "ডলি আমায় ঠিকই ব'লেছে। তোমার স্ত্রীর মত এমন দরদী আর বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি দেখিনি। ...নাঃ, জীবনটা ভালোই।"

ষ্টিপান একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "এই রকম আর কি, তা' কিটিরই ত বোন—এখন ওদের সবাইকে ভালো লাগবে, কি বলো? ওদের বাড়ীর চাকরটাও বেশ ভদ্র।

এই কথা বলিয়া বিদায়ের পালা শেষ করিল

এদিকে কারেনিনের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া বকিয়াও ডলি কিছু সুবিধা করিতে পারিল না। এলেক্সি ডলির সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ জানাইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট বলিয়া দিল যে সে আনার সঙ্গে ঘর করিতে পারিবে না। সেখান হইতে হোটেলে ফিরিয়া কারেনিন দেখিল দুইখানি টেলিগ্রাম আসিয়া পড়িয়া আছে। প্রথমখানি তাহার

রাজকার্য্য সংক্রান্ত, দ্বিতীয়খানি তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে আসিয়াছে। কয়েকটি মাত্র কথা বটে, কিন্তু তার ওজন খুব বেশি। আনা লিখিয়াছে, "আমি আর বাঁচব না। মরবার আগে তুমি আমায় ক্ষমা ক'রে যাও এই প্রার্থনা।"

এলেক্সি হাসিল, বিজ্ঞের হাসি। মনে মনে বলিল, 'আমার সঙ্গে চালাকি!' কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল যদি সত্যসত্য আনা মরণাপন্ন হইয়া থাকে এবং বাস্তবিকই যদি আনার ভালোমন্দ একটা কিছু হয়, আর সে তাহা ছলনা মনে করিয়া আনাকে দেখিতে না যায় —তবে সমাজে মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিবে, আমরণ একটা দুর্নামের বোঝা বহিতে হইবে।

সে চাকরকে গাড়ী ডাকিতে বলিল, এখনই সে যাইবে। যদি গিয়া দেখে যে আনা তাহার সহিত চাতুরী করিয়াছে তবে আর একদণ্ডও সেখানে দাঁড়াইবে না। না, না, আর দয়া নয়, ক্ষমা নয়, কিছু না—এই দুঃসহ অবস্থা হইতে এলেক্সি মুক্তি চায়। একবার তাহার মনে হইল যদি সত্যসত্যই আনা মরিয়া যায় তাহা হইলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়। গাড়ীতে বসিয়া তাহার মনের মধ্যে এই কথাটাই ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল।

বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে খবর পাইল আনা নির্ব্বিঘ্নে একটি কন্যা প্রসব করিয়াছে। তবে আনা নিজেই অসুস্থ, বাঁচিবার আশা খুব কম। প্রসূতির সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা শুনিয়া এলেক্সির মনে আশার আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যে ঘরে রোগিণী আছে তাহার পাশের ঘরে কয়েকজন চিকিৎসক চিন্তিতমুখে বসিয়া আছেন, কোণের একটা চেয়ারে ভ্রন্স্কি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া—জাগিয়া আছে কি ঘুমাইয়া আছে বুঝিবার উপায় নাই।

এলেক্সিকে দেখিয়া সকলেই একটু নড়িয়া বসিল। ভ্রন্‌স্কি প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু পরক্ষণেই আবার চেয়ারের মধ্যে বসিয়া পড়িল। তাহার চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে কারেনিনকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "আমি এখন আপনার মুঠোর মধ্যে আছি, যা খুশী আমায় তাই করুন। কিন্তু তার আগে আনার কাছে যান, সে আপনাকে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছে।"

ভ্রন্‌স্কির চোখে জল ছল্‌ছল্‌ করিতেছে। এমন সময় পাশের ঘর হইতে রোগিণীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল। এলেক্সি আর দাঁড়াইল না।

আনার কণ্ঠস্বরে কোথাও জড়তা নাই, স্পষ্ট এবং স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর তাহার। এলেক্সি আস্তে আস্তে তাহার বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। আনা এইদিকেই পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, তাহার কপোলের গোলাপী রঙ এখনও ঠিক পূর্ব্বের মতই আছে, কণ্ঠস্বরে যেন সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিতেছে। তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ কেহ অসুস্থ বলিয়া মনে করা ত' দূরের কথা, মনে করিবে আনা খুব প্রফুল্লই আছে। এলেক্সি শুনিল আনা বলিতেছে—

"তোমরা জানো না, এলেক্সি আমায় ক্ষমা করবেই করবে।...আমি যতই......হাঁ, সে কি এখনও আসেনি? কিন্তু কেন দেরি হ'চ্ছে তার? সে যে কতো ভালো তোমরা জানো না,......এমনকি সে নিজেও জানে না। আঃ ভগবান, তার, তার কি ভয়ানক কষ্ট!......ওগো তোমরা আমায় একটু জল দেবে? না, না, থাক্‌ মেয়েটার আবার তাতে ক্ষতি হবে নাকি ডাক্তারে বলেছে। দেখো ওকে ধাই-এর হাতে দাও না, আমি বল্‌ছি দাও। এখুনি এলেক্সি আসবে, মেয়েটাকে দেখে হয়ত কষ্ট পাবে, কাজ কি, ওকে সরিয়ে ফেল।"

"এই যে এলেক্সি আলেকজান্দ্রোভিচ্ এসেছেন, আনা কারেনিনা।" নূতন ধাত্রীটি বলিল।

আনা আপনার মনেই বকিতে লাগিল, "না, না, সে আসেনি, তোমরা মিছে কথা বল্‌ছ। আমি যে জানি।......তোমরা ভাবছ যে সে আমায় মার্জ্জনা করবে না। তোমরা কেউ তাকে চেনো না, আমি, আমি জানি। সেরিওজা ঠিক তার মত চোখ পেয়েছে। দেখো সেরিওজাকে ওই কোণের ঘরে শোয়াবে আর ম্যারিয়েটকে তার তার কাছে শুতে ব'লো।" হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া আনার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসিয়া বলিল, "না, না আমি ভয় পাইনি। তোমায় দেখে ভয় পাইনি, মরণকে ভয় হ'চ্ছে এলেক্সি। কাছে এসো না, এই এখানে, হাঁ হাঁ। এখুনি জ্বর আস্‌বে আর সব গুলিয়ে যাবে—আমার কথাগুলো শেষ ক'রে নিই তার আগে।"

এলেক্সির মুখে বেদনা ছাপাইয়া উঠিয়াছে, সে আপনার মুঠার মধ্যে আনার হাত লইয়া কী যেন বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আবেগে তাহার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, সে আনাকে দেখিতে লাগিল মাঝে মাঝে, প্রতিবারই সে দেখিল আনা তাহার মুখের পানে একভাবে চাহিয়া আছে। এ দৃষ্টির সঙ্গে এলেক্সির বহুদিন পরিচয় নাই। এমন মধুর সে চাহনি, এলেক্সি মুগ্ধ হইয়া গেল।

আনা তাহাকে বলিল, "অবাক হ'য়ে দেখছ কি? আমি সেই মানুষই আছি গো।" আনা আস্তে আস্তে যেন এলেক্সির কানে কানে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, পাছে অন্য কেহ শুনিয়া ফেলে এই ভয়— "কিন্তু আমার মধ্যে আর একটা নারী আছে, তাকে আমি ভয় করি। সেই ত তাকে ভালোবেসেছিল, তোমায় ঘৃণা ক'রতে সেই মেয়েটাই আমায় শিখিয়েছিল। না, না, আমি, আমি সে আমি নই! যথার্থ

আমাকে এবারে পেয়েছি অনেকদিন পরে। ওগো, আর আমি বাঁচব না, তা' জানি। কিন্তু আমায় কি মার্জ্জনা করা সম্ভব হবে? পারবে না ক্ষমা করতে,—পারবে? না, না, তুমি বড় পবিত্র—মানুষ হওয়া তোমার সাজে না. যাও, যাও চ'লে যাও।" বলিয়া আনা বাঁ হাত দিয়া এলেক্সিকে ঠেলিয়া দিল, তখনও সে ডান হাতে এলেক্সির হাত ধরিয়াই থাকিল।

এলেক্সি এতক্ষণ আপনার আবেগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে আর থাকিতে পারিল না, আনার বাহুর সন্ধিস্থলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জ্বরে আনার গা পুড়িয়া যাইতেছে। এলেক্সি তাহার হাতের উপর মুখ রাখিয়া শিশুর মতই কাঁদিতেছিল। আনা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল. "আমি ত তোমায় চিনি গো। আমায় শুধু ক্ষমা করো, ওগো, আমি আর কিছু চাই না, কিচ্ছু না।… আরে সে লোকটা আস্‌ছে না কেন, সে কোথায় আছে? এসো, এসো তুমিও এসো ভ্রন্‌স্কি, আজ তোমরা সবাই আমায় মার্জ্জনা করো। কই হাতটা দাও তোমার!"

একজন ডাক্তার ভ্রন্‌স্কিকে ডাকিয়া দিল। ভ্রন্‌স্কি আসিয়া দূরে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আনা বলিল, "শোনো, ওর কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই, হয়েছে হয়েছে এখন মুখটা খোলো। তোমার তুলনায় এলেক্সি দেবতা, ওকে পূজো করা উচিত। এলেক্সি দাও না, মুখ থেকে হাতটা ওর সরিয়ে।"

এলেক্সি আস্তে আস্তে ভ্রন্‌স্কির মুখের উপর হইতে হাত-দুইটা সরাইয়া দিল। লজ্জায়, যাতনায় ভ্রন্‌স্কির মুখের চেহারা যেমন কেমন-ধারা হইয়া গিয়াছে। আনা বলিল, "এলেক্সি ওকে মার্জ্জনা করো।

ওর হাতে হাত মিলাও। হে ঈশ্বর, আমার আর কিছু চাই না। ডাক্তার, ডাক্তার, শীগ্‌গির মরফিয়া দাও, ও, ও, ওঃ, ওঃ!”

আনার মুখে আর কথা সরিল না। ডাক্তারেরা বলিলেন যে ভীষণ জ্বর আসিয়াছে এবারে। এরকম জ্বরের রোগী শতকরা এক-জনও বাঁচে না।

কথাটা শুনিয়া এলেক্সি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। তবে কি সত্যসত্যই আনা বাঁচিবে না? কিছুক্ষণ আগে যাহা সে কামনা করিয়াছে, মনে মনে এখন সেকথা ভাবিতেও এলেক্সির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, না, না, আনা না বাঁচিলে সে যে পাগল হইয়া যাইবে!

ভ্রন্‌স্কি বাড়ী গিয়াছিল, সকালে সে আবার যখন আসিল এলেক্সি তাহাকে বলিল, “তুমি বরং থাকো যদি অসুবিধে না হয়, কখন যে আবার জ্ঞান হবে…।”

সেদিনে একবার মাত্র আনার সংজ্ঞা হইয়াছিল সকালের দিকেই। তারপর সমস্ত দিন-রাত্রিই সে জ্বরে বেহুঁস থাকিল। মৃত্যুর আশঙ্কা বাড়িতেছিল প্রতিমুহূর্ত্তেই। দ্বিতীয় দিনেও জীবনের কোন আশা দেখা গেল না। সেদিন সমস্ত দিন-রাত্রের মধ্যে আনার একবার মাত্র জ্ঞান হইল। অবশেষে তৃতীয় দিবসে ডাক্তার বলিলেন যে এবারে কতকটা ভরসা হইতেছে।

ডাক্তারের কথা শুনিবার পর এলেক্সির মনে হইল তাহার মনের মধ্যে এতদিনের যে অপরাধের আত্মগ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহা কাহারও কাছে স্বীকার না করিতে পারিলে সে বাঁচিবে কেমন করিয়া? সে ভ্রন্‌স্কিকে কাছে ডাকিয়া বলিল, “তোমায় আজ আমি সব কথা খুলে ব’লব। তোমাকে শুনতেই হবে। আমি, আমি পাপী, সেকথা স্বীকার করতে আজ আর কোন লজ্জাই নেই আমার। আনা বোধ হয়

এযাত্রা বেঁচে গেল, ভালোই হ'ল। কিন্তু বাড়ীতে ঢোকবার পর আমি মনে মনে তার মৃত্যু কামনাই ক'রেছিলাম তা' কি জানো? আমার অন্তরাত্মা তার ব্যাভিচারের পানে বিরক্ত হ'য়ে তাকিয়ে ছিল। ভেবেছিলাম যে ওর মরণই আমার কাম্য। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাকে দেখেই আমি ক্ষমা ক'রেছি—কোনো অভিযোগ আজ আর আমার তার বিরুদ্ধে নেই। আনা যদি না বাঁচত তবে আজ আমিও বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতাম। কি কুক্ষণেই যে আমার মনে হ'য়েছিল ও মরুক—হা ভগবান্! আজ আর আমার একথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই, কারণ তাকে আমি মার্জ্জনা ক'রেছি। তাকে মার্জ্জনা করবার পরক্ষণ থেকে মনে মনে একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা আজ পর্য্যন্ত আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ ক'রেছে।···এখন শান্তি। ভ্রন্‌স্কি, তুমি আজ যাও। আর আমি তোমার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আবার যখন দরকার হবে, যখন আমি ডাকব, তখন এসো, তার আগে নয়। আনাকে মার্জ্জনা করার সঙ্গে সঙ্গে তার ভালোমন্দ বিবেচনা করবার ভার আমারই হাতে এসে প'ড়ল। তাই বলছি তোমার এখন যাওয়াই উচিত। দোহাই তোমার, যে স্বর্গীয় শান্তির সুষমায় আমার মন পরিপূর্ণ হয়েছে সেটা আর নষ্ট ক'রনা।"

তারপর সে ভ্রন্‌স্কির হাত ধরিয়া বাড়ীর সদর দরজা পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে আগাইয়া দিয়া আসিল।

১০

মিহেলোভ্ একজন ইতালীয় চিত্রশিল্পী। সে তাহার গৃহিণীকে বকাবকি করিতেছিল "তা' বাড়ীউলি এসেছিল তুমি তাকে তাড়াতে পারোনি? আমি এখন টাকা পাই কোথা। কেন, কেন তুমি তাকে

হাঁকিয়ে দাওনি, তোমার মত বোকা মূর্খকে নিয়ে আমায় কি শেষ পর্য্যন্ত গলায় দড়ি দিতে হবে? ইস্—দেখ দেখি কাণ্ডখানা—।"

মিহেলোভ্ রাগে গর-গর করিতে লাগিল, আর থাকিয়া থাকিয়া স্ত্রীর এতবড একটা অক্ষমতার জন্য অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আজ কয়েক মাস ধরিয়া বাড়ীভাড়ার টাকা বাকী পড়িয়া যাইতেছে এবং প্রতিবারই তাহার স্ত্রী গৃহস্বামিনীকে বুঝাইয়া বলিয়া কহিয়া স্বামীকে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের হাত হইতে বাঁচাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ আর সে পারে নাই এই জন্যই তাহার লাঞ্ছনা গঞ্জনার শেষ নাই।

মিহেলোভ্ খানিকক্ষণ পরে চুপ করিয়া গেল। তারপর বলিল, "আরে, আমার সেই ছবির নক্সাটা গেল কোথায়? আশ্চর্য্য, যেখানে যেটি রাখ্‌ব সেখানে আর তা' খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই শোন—।" বলিয়া সে তাহার বড় মেয়েটিকে (তাহার বয়স চার বৎসর) প্রশ্ন করিল, "কোথায় রেখেছিস্ বল্ শীগ্‌গির, বল্, না হ'লে—"

ইতিমধ্যে তাহার স্ত্রী কোথা হইতে টানিয়া একখানা তেল কালি মাখা বরখাস্ত করা কাগজের টুক্‌রা আনিয়া হাজির করিল। মিহেলোভ্ কবে এখানা ছকিয়াছিল এবং মোটে পছন্দ না হওয়াতে ফেলিয়াই দিয়াছিল কিন্তু আজ তাহার এই নক্সাটি হঠাৎ ভালো বলিয়া মনে হওয়াতে আবার খোঁজ পড়িল। আশ্চর্য্য এই লোকটার স্বভাব। কখন কি তাহার দরকার পড়িবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। লোকটা অকারণে খুব খুশী হয়, আবার সামান্য ব্যাপারেই ভীষণ চটিয়াও যায়।

ছবিটা হাতে পাইয়া স্ত্রীর দিকে একবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে সে চাহিল, তারপর আপনার কাজে বসিয়া গেল। একটু পরেই তাহাদের দরজায় বিরাট একটি গাড়ী আসিয়া লাগিল। মিহেলোভ্ ছুটিয়া আসিল

স্ত্রীর কাছে, বলিল, "দোহাই তোমার, রাগ ক'রে থেকো না। না হয় একটু মাথাটা গরম হ'য়েছিল আমার। আহা হা, তোমার কি ক'রে মান ভাঙ্গাতে হবে বলো না। একটা মিটমাট ক'রে ফেল ছাই, আমারই ঘাট হ'য়েছে। এখন শীগ্‌গির চলো কান্না আবার এসেছে।"

তাহার বাড়ীর আগন্তুক তিনজনের মধ্যে দু'জনের সঙ্গে আমাদের খুবই পরিচয় আছে—আনা কারেনিনা ও ভ্রন্‌স্কি। তৃতীয় ব্যক্তি ভ্রন্‌স্কিরই জনৈক বন্ধু।

আনা এবং ভ্রন্‌স্কি বর্ত্তমানে ইতালীতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইল কল্পনা করা সহজ নহে। অনেকক্ষেত্রে বাস্তব যায় কল্পনাকে ছাড়াইয়া।

যেদিন এলেক্সি ভ্রন্‌স্কিকে আপনার বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া তাহার মুখের উপরই বন্ধ করিয়া দিল সে বাড়ীর দরজা, সেদিন ভ্রন্‌স্কির কাছে পৃথিবীটা ফাঁকা হইয়া গেল। হাওয়া বাহির করিয়া দিলে ফুটবল যেমন চুপ্‌সাইয়া টোল খাইয়া বিকৃত রূপ ধারণ করে, ভ্রন্‌স্কির মনও তেমনি অন্তঃসারশূন্যতার, ব্যর্থতার বেদনায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। জগতে যেন বাঁচিয়া থাকাই তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। আনাকে যেন সে এতদিন ভালোবাসে নাই। যে এলেক্সিকে লইয়া সে আর আনা কত তামাসা করিয়াছে, যাহাকে সে এতদিন করুণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ সেই এলেক্সিই যেন হঠাৎ মহত্ত্বের শীর্ষে আরোহণ করিয়া ভ্রন্‌স্কিকে কৃপা করিতেছে। ভ্রন্‌স্কি নিজের দিকে চাহিয়া দেখিল এলেক্সির তুলনায় সে এতটুকু একটা ক্রীড়নকমাত্র।

আজিকে হঠাৎ সে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল যে আনাকে সে

ভালোবাসে, এবং তাহাকে বাদ দিয়া নিজের জীবন বাস্তবিকই কল্পনা করা যায় না।

বাড়ী ফিরিয়াও তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল এতদিন সে যেন আনাকে ঠিক ভালোবাসিত না। কিন্তু আজ ওই বাড়ীটার বাহিরে আসিয়া মনে হইতেছে, তাহার যাহা কিছু জীবনের সঞ্চয় সবই যেন ওই বাড়ীটির মধ্যে আনার পায়ের তলায় ফেলিয়া আসিয়াছে সে। হঠাৎ আজ যেন ভ্রনস্কির ভালোবাসাটা নূতন করিয়া তাহার কাছে ধরা দিল।

সে কেমন করিয়া বাঁচিবে। রাত্রে তাহার ঘুম ত আসিলই না, সে বসিয়াও থাকিতে পারিল না। একবার ভ্রনস্কির মনে হইল যে বাহিরের প্রমোদসমুদ্রে কি সে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এই পীড়াদায়ক চিন্তা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইবে? কিন্তু সে চাহিয়া দেখিল, পৃথিবীতে তাহার সান্ত্বনা বলিতে কিছুই নাই। রাত্রি তখন ক'টা হইবে কে জানে! ভ্রনস্কি রিভলবারটা দেরাজ হইতে বাহির করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তারপর তাহার কানে গেল কিসের একটা শব্দ। তারপর··· তারপর আর সে কিছু জানে না।

কিন্তু ভ্রনস্কি মরে নাই, তাহার পাঁজরার পাশ ঘেঁষিয়া গুলি বাহির হইয়া যাওয়াতে সে গুরুতররূপে আহত হইয়া কয়েকদিন মাত্র শয্যাগত হইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার ভ্রাতৃবধূ আসিয়া দিবারাত্র দেবরের সেবা করিয়া অল্পদিনেই তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিলেন।

এদিকে আনা আজকাল আপনার স্বামীকে লইয়া আবার নূতন করিয়া ভাঙ্গা ঘর বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় তাহার মন মোটে সায় দেয় না। তবুও এলেক্সির উদারতার পাদমূলে আনা আপনার মনকে বিসর্জ্জন দিতে সংকল্প করিল।

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। এমন সময় একদিন ধূমকেতুর মত বেট্‌সি আসিয়া আনাকে বলিল, "ভ্রন্‌স্কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, কবে আসবে সে বলো।"

আনা মাথা নাড়িয়া বলিল, "ব'লো তাকে যে আমার সঙ্গে তার দেখা আর হবে না।"

বেট্‌সি সবিস্ময়ে বলিল, "কিন্তু তুমি জানো যে সে তোমার জন্যে একদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। তা' ছাড়া সে শীগ্‌গিরই তাসখন্দ্‌-এ চাক্‌রী নিয়ে চ'লে যাচ্ছে। যাবার বেলায় শুধু চোখের দেখাটাও—"

আনা বিচলিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, না, সে সম্ভব নয়। ওর আত্মহত্যার কথা শুন্‌লে আমার হাসি পায়। তাকে ব'লো সে যেন সব কথা ভুলে যায়।"

এমন সময় সহসা সেখানে এলেক্সি আসিয়া পড়িল, আনা অসহায় ভাবে তাহার পানে তাকাইয়া সব কথা বলিল, "দেখ, আমি দেখা করতে চাই না—"

বেট্‌সি বাধা দিয়া বলিল, "না, তুমি ত বল্‌লে এখন সব কিছুই এলেক্সির মতামতের উপর নির্ভর করে।"

আনা তবুও বলিল, "না, না, আমি তা' বলিনি।"

এলেক্সি বাহির হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিয়াছিল, সে বেট্‌সিকে নিরস্ত করিয়া বলিল, "দেখুন, অনর্থক পীড়াপীড়ি ক'রে লাভ নেই। ওর যখন সম্মতি নেই এ বিষয়ে, তখন আপনি কেন জোর করছেন?"

বেট্‌সি চলিয়া গেলে এলেক্সি আনাকে গদ্‌গদ ভাবে বলিল, "তোমার ব্যবহারে বড়ই আনন্দ পেলাম। তুমি যে আমার প্রতি

আস্থা রেখেছ এতে আমার যে কি রকম আনন্দ হ'ল আনা তা' তোমায় কি বল্‌ব। সত্যিই ত, তোমার সঙ্গে ওর আর দেখা করার কি দরকার, চ'লেই ত যাচ্ছে সে।"

আনা এতক্ষণ বিরক্ত হইয়াও কথাগুলি শুনিতেছিল কিন্তু এবারে তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, "বেশ, বেশ, তোমায় আর বকর বকর ক'রতে হবে না। আমি যা ভালো বুঝেছি বলেছি, ক'রেছি, তা' নিয়ে আবার অত ঘাঁটাঘাঁটির দরকার কি ?"

এলেক্সি মনে মনে সবই বুঝিতে পারে। আনার এমন খিট্‌খিটে মেজাজ কোনদিনই ছিল না। আজকাল সে অকারণেই বাড়ীর সকলের উপর চটিয়া যায়, ভালো কথা বলিতে গেলে তাহার কদর্থ করিয়া বকাবকি করে। ষ্টিপান একদিন এখানে আসিয়া ব্যাপারটা বেশ ভালো করিয়া তলাইয়া বুঝিয়া এলেক্সিকে বলিল, "তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাবটা চেপে গেলে কেন ? এখন দেখ্‌ছি ওটাই ভালো ছিল, এমনি ক'রে অশান্তির মধ্যে বাস করার চেয়ে সেটা অনেক ভালো।"

এলেক্সি অসহায়, সে বলিল, "ওরা যা ভালো বুঝে করুক, আমার তাতেই সম্মতি আছে। মনকে ত আর দড়ি দিয়ে বাঁধা যায় না। কিন্তু প্রাণ ধ'রে ত্যাগ করলাম ব'লে আমি আনাকে তাড়াতে পারব না। সে যদি আমায় ছেড়ে যায় তবে বারণও করব না, নিশ্চয় জেনো।"

বলা বাহুল্য এ সংবাদ বেট্‌সির মারফতে ভ্রন্‌স্কির কাছে পৌঁছাইতে বিলম্ব হইল না। একদিন সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া এলেক্সির শাসন ভুলিয়া গেল, সরাসরি কারেনিনদের বাড়ীর দোতলায় উঠিয়া একেবারে কোন দিকে ফিরিয়া না চাহিয়াই সে আনার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

আনা তাহার কোলে মাথা রাখিয়া সাশ্রুনয়নে বলিল, "আমি তোমারই গো।"

তারপর আমরা আনা ও ভ্রনস্কিকে একেবারে দেখিলাম ইটালীতে এই শিল্পীর বাড়ীতে, তাহারা সমস্ত দেশটা বেড়ানো শেষ করিয়া এখানে আসিয়াছে। ভ্রনস্কি চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া আনার স্বাস্থ্যোদ্ধারের দিকে মনোযোগ দিয়াছে। এখানে তাহারা বসবাস করিতেছে বিরাট একটি প্রাসাদে। কিন্তু দিনরাত নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গটা এখন যেন তাহাদের তেমন ভালো লাগে না। আগে মনে হইত যে দু'জনে মুখোমুখি বসিয়া জীবনটা পার করিয়া দিতে পারাটাই জীবনের চরম সৌভাগ্য কিন্তু এখন কেবলই মনে হয় এই নিবিড় মিলন যেন একঘেয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আনার তবু অবলম্বন আছে—তাহার নবজাতা কন্যা 'আনি', কিন্তু ভ্রনস্কির তা-ও নাই। অবশেষে সে চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম জোগাড় করিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল। শিল্পের সম্বন্ধে বড় বড় কেতাব পড়িতে লাগিল। প্রথমেই সে আনার একখানা ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে তাহার একজন বন্ধু জুটিল, পুরাতন সহপাঠী। তাহারা তিনজনে মিলিয়া বেশ গল্পগুজব করিয়া দিন কাটাইতেছিল। ভ্রনস্কির অঙ্কনবিদ্যায় গভীর জ্ঞান এবং প্রশংসনীয় দূরদৃষ্টির তারিফ করিয়া বন্ধুটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিত এবং সেই সঙ্গে তাহার নিজের সাহিত্যসৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে সে দীর্ঘতর বক্তৃতা দিতেও ভুলিত না।

কথায় কথায় একদিন এই বন্ধুটিই ভ্রনস্কির কাছে মিহেলোভের কথাটা বলিল। হাতে কোন কাজ নাই তাই সকলে মিলিয়া তাহারা শিল্পীর বাড়ী গেল।

মিহেলোভ্ তাহাদের লইয়া কী যে করিবে ভাবিয়া পাইল না। এই সময়ে তাহার স্ত্রী পাশে না থাকিলে সে ভরসা পায় না। যাহা হউক, সে কোন রকমে অভ্যাগতদের লইয়া গেল আপনার শিল্পাগারে; এইখানে পা দিলেই সে অন্য মানুষ হইয়া যায়। সেখানে সে যেন শিল্পী এবং আর সকলেই সাধারণ মানুষ; এই ঘরটি ঘিরিয়া রহিয়াছে মিহেলোভের পরম নির্ভরতা, অসীম শান্তি!

ভ্রন্‌স্কি তাহার অঙ্কনকুশলতার প্রাণবান রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। অবশেষে স্থির হইল যে মিহেলোভ্‌কে দিয়া আনার একখানি ছবি আঁকাইয়া লইতে হইবে।

তার পরদিন হইতে মিহেলোভ্ তাহাদের প্রাসাদে আসিয়া আনার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আঁকিবার সময় মোটে গল্প করিত না এবং আপনার কাজ শেষ হইয়া গেলে পরে আর একদণ্ডও সেখানে বসিয়া গল্প করিত না। সে আসিত, আঁকিত এবং নীরবে কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইত। তাহার তুলির স্পর্শে আনার ছবির চেহারা একেবারে হুবহু জীবন্ত হইয়া উঠিল। সহসা ছবিটি দেখিলে মনে হয় আনার এম্‌নি ধরণের স্মিত হাস্য, এম্‌নি চোখের চাহনী এ যে খুবই পরিচিত। আশ্চর্য্য এই শিল্পীর শক্তি! ভ্রন্‌স্কি ঈর্ষিত ভাবে অভিমত দিল, লোকটার দৃষ্টিভঙ্গী ভালো। তাহার বন্ধু বলিল, "লোকটা যদি শিক্ষিত হ'ত তবে ছবিটার মধ্যে আরও কল্পনার ছায়া পড়ত।"

আনা আপনার প্রতিকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

আপনার কাজ শেষ করিয়া সেই যে মিহেলোভ্ চলিয়া গেল, সে আর আসিল না। তাহার ভালো লাগে না এই সব সামাজিক ঘনিষ্ঠতা। সে আপনার শিল্পচর্চ্চার মধ্যেই ডুবিয়া থাকিতে চায়,

বড়লোকদের গায়ে পড়িয়া আলাপ করা তাহার অসহ্য। ভ্রন্স্কি আনার যে ছবিখানা আঁকিয়াছিল তাহা দেখিয়া মিহেলোভ্ ভালোমন্দ কিছুই বলে নাই, তাহাকে আঁকিতে বারণও করে নাই। কিন্তু তবু আজকাল ভ্রন্স্কি আর তুলি ধরে না।

এতবড় ইতালীর প্রাসাদের মধ্যে না আছে বৈচিত্র্য, না আছে কোথাও জীবনের চঞ্চল মুখরতা,—তাহার আর ভালো লাগে না এখানে। আনাও বলিল একদিন, "চলো আর থাকা নয়, অনেক দিন হ'ল।"

তাহারা পিটার্সবার্গে ফিরিল। অবশ্য সেখানে তাহারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করিবার জন্য আসিল না। পিটার্সবার্গে কিছুদিন থাকিয়া কতকগুলি কাজ সারিয়া তাহারা গ্রামে গিয়া বাস করিবে, এইরূপই স্থির হইল।

১১

আনা কারেনিনা চলিয়া যাইবার পর এলেক্সি আপনাকে কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া আঘাতটা ভুলিবার চেষ্টা করিল। এ যেন আপনাকে আড়াল করিবার জন্যই মনে প্রাচীর দেওয়া।

আনার ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি এতদিন এলেক্সির যত্নে এবং তত্ত্বাবধানেই ছিল। আজ হঠাৎ সে নাই একথা ভাবিতেও এলেক্সি ভয় পায়। আনার রোগ-পাণ্ডুর মুখের চেহারা কাজের মধ্যেও থাকিয়া থাকিয়া এলেক্সির মনে উঁকি দিয়া যাইতে লাগিল। আরও এক উৎপাত বাড়িয়াছে—বাহিরের যে কেহ এলেক্সিকে দেখে, সেই যেন কৃপা-পরবশ হইয়া তাহার প্রতি বাহ্য সহানুভূতি দেখাইবার চেষ্টা করে।

এলেক্সি অবশেষে বিরক্ত হইয়া স্থির করিল যে সে কোথাও যাইবে

না। চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে, সে কাহারও সহিত দেখা করিতে পারিবে না। এতদিনের জীবনে এলেক্সি একজনও বন্ধু পায় নাই। তাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় বহু লোকেরই আছে কিন্তু অন্তরের যথার্থ যোগ কাহারও সঙ্গে ঘটে নাই। সে একেলাই আপনার মনের সমস্ত বেদনা বহিতে লাগিল।

লিডিয়া আইভানোভ্না পিটার্সবার্গের ধর্ম্মপ্রাণা মহিলাদের অগ্রণী সে কথা সকলেই জানে। এলেক্সির তিনি একজন ভক্তও বটে। তিনি এলেক্সির অবস্থা অনুমান করিয়া লইয়া, নিজেই গিয়া হাজির হইলেন কারেনিনদের বাড়ীতে। তারপর ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনগুলি উদ্ধার করিয়া এলেক্সিকে সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে কতকটা শান্ত করিলেন। অবশেষে লিডিয়া তাহাকে বলিলেন, "বন্ধু! আমি তোমার সংসারের সমস্ত দেখাশোনা করব। অবশ্য দৈনন্দিন খুচরো কাজগুলোর ভার আমি নেবো না। যে সময়ে আমার প্রয়োজন হবে, দেখবে আমি ঠিক পাশে আছি তোমার।"

বলিয়া তিনি বাইবেল হইতে আরও কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিলেন। এলেক্সি অসহায় অবস্থায় এমন একজন বন্ধু পাইয়া বাঁচিয়া গেল। সে আপনার ভার লিডিয়ার হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সেরিওজার জন্য যেটুকু দুর্ভাবনা হইয়াছিল তাহাও দূর হইল।

লিডিয়ার কর্তৃত্বে আবার বাড়ীর মধ্যে বেশ একটা সুশৃঙ্খলভাব ফিরিয়া আসিল। এমনি করিয়া দিন একরকম কাটিতেছিল, কিন্তু যেদিন লিডিয়া শুনিলেন যে, আনা ফিরিয়া আসিয়া পিটার্সবার্গেই বাস করিতেছে সেদিন তাঁহার দুশ্চিন্তার আর অন্ত রহিল না। বুঝিবা এতদিন ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া তিনি এলেক্সিকে যতখানি ভুলাইয়া সুস্থ করিয়াছেন তাহা একদিনের একটিমাত্র চাহনীতে ব্যর্থ হইয়া ভাসিয়া

যায়। লিডিয়া এককালে আনাকে ভালোবাসিতেন কিন্তু এখন তাহার প্রতি তীব্র ঘৃণায় তাঁহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর যেদিন আনা তাঁহার কাছে চিঠি লিখিয়া নিজের ছেলেকে দেখিবার জন্য দরবার করিয়া পাঠাইল, সেদিন লিডিয়ার অন্তরাত্মা ভয়ে ক্রোধে শিহরিয়া উঠিল। আনা লিখিয়াছে, "আপনার উদারতার দোহাই দিয়ে বল্ছি, একটিবারের জন্যে সেরিওজাকে যাতে দেখ্‌তে পাই তার ব্যবস্থা করুন।"

আনা কারেনিনার পিটার্সবার্গে আসিবার মূল উদ্দেশ্য নিজের পুত্রকে দেখা। কতদিন আনা তাহাকে দেখে নাই। আবার আর কয়েকদিন পরেই ত সেরিওজার জন্মদিন। আনা আশা করিয়াছিল যে, লিডিয়া মায়ের অন্তরের বেদনা অনুভব করিয়া তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিবে না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই লিডিয়ার কাছে হীনতা স্বীকার করিয়াও আনা আবেদন জানাইল। কিন্তু ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিনি এলেক্সিকে জানাইলেন সমস্ত কথা, এলেক্সি চিঠির সব কথা শুনিয়া বলিল, "কিন্তু আমি তাকে বারণ করতে পারব না লিডিয়া। সে আমার উপর যতই অবিচার করুক, আমি যে তাকে—।"

লিডিয়া অধীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু সেরিওজার এতে ক্ষতি হবে খুব। এতদিনে সে তার মাকে ভুল্‌তে পেরেছে। তাকে বলা হয় যে তার মা মারা গিয়েছে, এখন যদি হঠাৎ একদিন তার মাকে সে দেখে তবে সে কি ভাববে? তার কাছে কি কৈফিয়ৎই বা দেবো তার মায়ের এই হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের? তার বিষাদমগ্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে আমার ভয় হয়—"

এলেক্সির আজকাল আর তর্ক করিতেও ভালো লাগে না। সে

দুই একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া আত্মসমর্পণ করিল, বলিল, "যা হয় করো, আমি কিছু ভাবতে পারছি না। যা ভালো বোঝ করো।"

আনা লিডিয়ার জবাব পাইয়া মরমে মরিয়া গেল। আপনার উপর তাহার খুব রাগ হইল। কেন সে লিডিয়াকে লিখিতে গেল? আনা যখন পিটার্সবার্গে আসে তখন ভাবিয়াছিল যে একই শহরে থাকিলে একদিন না একদিন পুত্রের সাক্ষাৎ সে পাইবে। কিন্তু কয়েক-দিন ঘোরাঘুরি করার পরও যখন কোন সুবিধা-সুযোগ হইল না, তখন আনা অগত্যা লিডিয়াকে চিঠি লিখিল। সে জানিত যে এলেক্সিকে লিখিলে সে অমত করিবে না, তবু তাহার মন কিছুতেই সায় দিল না এলেক্সিকে চিঠি লেখাতে।...কিন্তু এখন সে কি করিবে? লিডিয়ার কাছে ত অপমানিত হইলই, এখন আবার কোন মুখে এলেক্সিকে লিখিবে?

ইতিমধ্যে জন্মদিনও আসিয়া পড়িয়াছে। আগের দিন রাত্রে আনা স্থির করিল যে কাল ভোর বেলায় যেমন করিয়া হউক সে সেরিওজার কাছে যাইবে। এলেক্সির ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই আনা পুত্রকে দেখিয়া আসিবে, তাহার জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ না করিয়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া?

আনা রাত্রিবেলা বাজার হইতে একরাশ খেলনা কিনিয়া আনিল। এবং পরদিন অতি প্রত্যূষেই কারেনিনদের বাড়ী গিয়া হাজির হইল।

তখনও চাকরবাকরেরা বাসি কাজ শেষ করিতে পারে নাই, বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়িতে একজন চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আনা কোন কথা না বলিয়া পাশ কাটাইয়া সরাসরি উপরে উঠিয়া গেল। তাহার মুখে ঘোমটা টানা ছিল বলিয়া চাকরটি প্রথমে আনাকে চিনিতে পারে নাই, সে পিছনে পিছনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

আনা তার উত্তরে বলিল, "সেরিওজাকে দেখ্‌তে চাই। তার আজ জন্মদিন। তার দিদিমার কাছ থেকে আসছি আমি।"

চাকরটি বলিল, "কিন্তু সে ত' এখনও ওঠে নি।"

আনা তখন মুখের ঘোমটা টানিয়া সরাইয়া দিতেই চাকরটি বিস্ময়ে আনন্দে বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, "মা—আপনি? দাঁড়ান, ওদিকে ছোটবাবু থাকে না। এই যে, এধারের সেই কোণের বড় ঘরটা, হাঁ, হাঁ।......"

আনা অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, পরিচিত ঘর-দোর, আসবাব-পত্র—আনা যেখানে যেটি যেমন দেখিয়া গিয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই তাহা সাজানো রহিয়াছে। চাকরের কথা তাহার কানে গেল না, আপনার অতীতের ইতিহাস ছবির মত আনার মনে জাগিয়া উঠিল, এক-একদিনের ছোটখাটো টুক্‌রা টুক্‌রা স্মৃতি ভিড় করিয়া মনের দুয়ারে উঁকি দিতে লাগিল। এ তাহারই সংসার, এককালে তাহারই হুকুমে ইহার সকল কাজ চলিত। আর আজ—আজ সে সেইখানে তাহারই ভৃত্যের অনুগ্রহপ্রত্যাশী!

আনা সেরিওজার ঘরের সামনে আসিতেই ভিতর হইতে একটা শয্যাত্যাগের পূর্ব্বকার আলস্য-ভাঙ্গার অর্দ্ধস্ফুট আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। আনা সবেগে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সেরিওজা ততক্ষণ আবার বালিশ আঁকড়াইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জননী তাহার শিয়রে আসিয়া সন্তানকে ক্ষুধিত ভিখারীর মত লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কতদিন পরে সন্তানকে দেখিয়া আনার যেন আশ মিটিতেছে না।

আস্তে আস্তে সেরিওজার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে আনা তাহাকে ডাকিল। সে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত মায়ের দিকে চাহিল, মুখের

উপর তাহার স্মিতহাস্যের অস্পষ্ট আভাস। ভালো করিয়া ঘুম ভাঙ্গে নাই। আনা ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে চুম্বন করিতেই সেরিওজার সমস্ত তন্দ্রা আলস্য ছুটিয়া গেল। সে মায়ের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। জননীর হাতখানি আপনার হাতে লইয়া নিজের সর্ব্বাঙ্গে বুলাইতে লাগিল।

আনার তৃষিত দৃষ্টি যেন আরও তীব্র হইয়া উঠিল। মাতৃ-হৃদয়ের অশান্ত আবেগে আনার চোখে মুখে চঞ্চলতা দেখা দিল। সর্ব্বদেহে থরথর শিহরণ!

সেরিওজা বলিল, "মা, মা, মাগো, তুমি যে আজ আসবে তা আমি জানতাম। আমি জানতাম মা—।"

"আচ্ছা, তুই কেমন ক'রে ঘুমোস্ সেরিওজা?...আমি নেই—তা' তুই কাপড-চোপড় পরিস্ কেমন ক'রে, কষ্ট হয় না?" বলিতে বলিতে আনার চোখ ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল।

সেরিওজা মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে। কতদিন পরে সে জননীকে পাইয়াছে। আজ তাহার জন্মদিন, সমস্ত বিশ্বটা যেন আনন্দে গিয়াছে ভরিয়া। সেরিওজা যে কি করিবে কিছু ভাবিয়া পাইতেছে না।

এদিকে বাড়ীর চাকরদের সর্দ্দার যখন শুনিল যে আনা কারেনিনা আসিয়াছে, সে রাগিয়াই আগুন। যে আনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার উপর সে তম্বী করিতে গেল কিন্তু আসামীটি সর্দ্দারের মুখের উপর হাত নাড়িয়া বলিল, "বেশ ক'রেছি। দশ বছর তাঁর মিষ্টি কথা শুনে আমার বাপু কান কেমন হ'য়ে গেছে। তাঁকে কি বল্‌ব যে 'না, তোমায় আমি ঢুকতে দেবো না?' তুমি বল্‌তে পারতে, সে সময়? অমন মুখে সবাই মেজাজ দেখাতে পারে। যা খুশী ক'রে

নাও গে। তাই ব'লে নেমকহারামী করতে পারব না। ওটা অভ্যেস করিনি।”

সারা বাড়ীতে একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা গেল। সকলেই ভয়ে জড়সড় হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু আনাকে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিবার সাহস নাই কাহারও। এদিকে ক্রমশই বিলম্ব হইতেছে। আনার বাহির হইবার নাম নাই। বেলা বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সকলের উদ্বেগও বাড়িয়া চলিয়াছে, এখনই এলেক্সি উঠিবে, সে উঠিয়াই যে সোজাসুজি সেরিওজার ঘরে যাইবে।

কতক্ষণ যে আনা আসিয়াছে তা' তাহার স্মরণ নাই। আবার যে চলিয়া যাইতে হইবে এই কথা চিন্তা করিতেই তাহার মনটা গুম্‌রাইয়া উঠিল। কেমন করিয়া সেরিওজাকে ছাড়িয়া যাইবে সে! পুত্রকে দেখিবার জন্য তাহার মন যখন উতলা হইয়াছিল তখন আনা ভাবিতেও পারে নাই যে শেষ পর্য্যন্ত পুত্রের আকর্ষণটা এত প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে। আনা আপনাকে সংযত রাখিতে পারিল না, তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

এলেক্সির পদশব্দ পাইয়া একজন ছুটিয়া আসিয়া সে সংবাদ দিল। আনা বিদায়ের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়া কহিল, “বাবা, আজ তবে যাই। তোমার বাবাকে ভালোবেসো, তাঁর মত উদার লোক নেই পৃথিবীতে। আর, আর···আমায় ভুলে যাবি নে তো বাবা?”

বলিয়া সে নিজেকে একরকম জোর করিয়া যেন ছিনাইয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। কিন্তু দরজার বাহিরে আসিতেই এলেক্সির সঙ্গে তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। আনা দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া কতকটা ছুটিয়াই পলাইয়া আসিল সেখান হইতে।

রাস্তায় নামিয়া দেখিল যে সেরিওজাকে উপহার দিবার জন্য যেসব

জিনিষ সে কিনিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহা আনার কাছেই রহিয়া গিয়াছে, দিবার কথা মনে হয় নাই।

১২

হোটেলে ফিরিয়া আনা সেরিওজার নানা বয়সের বিভিন্ন ভঙ্গীতে তোলানো ছবি আঁটা 'আলবাম' খানা খুলিয়া দেখিতে বসিল। একটু পরেই আনিকে কোলে করিয়া আয়া আসিয়া দাঁড়াইল। এই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটা জননীকে দেখিলেই আহ্লাদে আটখানা হইয়া যখন হাত-পা ছুড়িতে থাকে এবং দন্তহীন মুখখানা যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া খিল্-খিল্ করিয়া হাসে, তখন আনা তাহাকে কোলে না লইয়া পারে না। তাহাকে কোলে লইয়া সে নাচায়, আদর করে, চুম্বন দেয়, কিন্তু এই শিশুটির প্রতি আনার যেন তেমন তীব্র আকর্ষণ নাই। সেরিওজাকে আনা যতখানি ভালোবাসে তাহার তুলনায় ইহার প্রতি টান্ তাহার অনেক কম। আয়া যখন আনিকে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল তখন আনা তাহাকে একটু আদর করিয়া ছাড়িয়া দিল। ছবির বইটা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ ভ্রন্স্কির একটি ছবি আনার নজরে পড়িল। সে তাড়াতাড়ি ঐ ছবিটা বই হইতে খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেরিওজার ছবিগুলির সঙ্গে এই ছবিটা থাকিয়া বইখানাকে যেন বেমানান করিয়া ফেলিয়াছে।

অকস্মাৎ আনার মনে হইল তাহার সকল দুঃখ-দুর্দ্দশার মূলে রহিয়াছে এই ভ্রন্স্কি। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িয়া গেল, কই ভ্রন্স্কির সঙ্গে ত আজ সকাল হইতে তাহার একবারও দেখা হয় নাই। কাল মাত্র দুইবার তাহাদের দেখা হইয়াছিল, তাও কয়েক মিনিটের জন্য। আজকাল ভ্রন্স্কি বাহিরে বাহিরেই সময়

কাটায়। তবে কি,……আনা ভ্রন্‌স্কিকে সন্দেহ করিল, তবে কি ভ্রন্‌স্কি আনাকে আজকাল আগেকার মত ভালোবাসে না? তাহার কি মোহ কাটিয়া গিয়াছে?

আনা তখনই চাকর দিয়া ভ্রন্‌স্কিকে ডাকিয়া পাঠাইল। পিটার্স-বার্গের এক বিখ্যাত হোটেলের তিনতলাতে আনা চারিখানি ঘর লইয়া আছে। এবং ভ্রন্‌স্কি থাকে ঐ হোটেলেরই নীচের তলার একখানা ঘরে। আনার আবার মনে হইল যে ভ্রন্‌স্কি দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্যই বোধ হয় নিজে আলাদা একখানা ঘর লইয়াছে, তা' ছাড়া ত আর কোন কারণ নাই, এখানে স্থানের অভাব ছিল না।

ভ্রন্‌স্কিকে ডাকিতে পাঠাইয়া আনা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল পোষাক বদল করিতে। আজ আনা ভালো করিয়া সাজিল। তাহার সাজ-পোশাকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার একটা চেষ্টা। আনা যেন আজ নূতন করিয়া ভ্রন্‌স্কির জন্য ফাঁদ পাতিতে চায়।

একটু পরে চাকর আসিয়া জানাইল যে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে এস্‌ভিন্ আছে, তাহারা উভয়েই আসিতেছে। আনা ভাবিল, ভ্রন্‌স্কি অপরকে সঙ্গে আনিতেছে শুধু তাহাকে এড়াইবার জন্যই।

ভ্রন্‌স্কি আসিয়া ছবির খাতাখানা তুলিয়া দেখিতে যাইতেছিল, আনা ছোঁ মারিয়া তাহার হাত হইতে খাতাখানা কাড়িয়া লইল এবং যথারীতি সহাস্য বদনে এস্‌ভিনকে অভ্যর্থনা করিল। অনেক গল্পই সে এস্‌ভিনের সঙ্গে করিল, বলিল, "আপনাকে দেখে খুব খুশী হলাম। ভ্রন্‌স্কির মুখে কতবার আপনার কথা শুনেছি, কৌতূহল ছিল আপনাকে দেখবার। আপনি আজ নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবেন।"

আনার হাতের মধ্যে এস্‌ভিনের পেশীবহুল বলিষ্ঠ হাতখানি বদ্ধ,

তাহার অস্বাভাবিক রকমের কঠিন মুখেও কোথা হইতে একটা লাবণ্য আসিয়া জুটিল, সে শান্ত মিষ্ট কণ্ঠে বলিল, "আমি আমাকে ভাগ্যবান ব'লে মনে করছি।"

আনা বলিল, "আপনার কথাই কেবল শুনি ভ্রন্‌স্কির মুখে, আর কোন বন্ধু তার এত নিকট নয় আপনার মত। আপনার রুচি এবং স্বভাবের খুঁটিনাটি আমি সব জেনে গেছি।"

এস্‌ভিন হাসিয়া বলিল, "তবে দুঃখের বিষয় আমার সবই বেয়াড়া রকম।"

এই রকম করিয়া কিছুক্ষণ আলাপ চলিবার পর এস্‌ভিন বিদায় লইল।

ভ্রন্‌স্কি তাহাকে বলিল, "তুমি এগোও, আমি এই এলাম ব'লে।"

আনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখনই বেরুবে নাকি ?"

"হ্যাঁ—এম্‌নিতেই আমার দেরী হ'য়ে গেছে।" বলিয়া ভ্রন্‌স্কি যাইবার জন্য পা বাড়াইল কিন্তু আনা তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। কি বলিয়া তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখা যায় তাহা যেন আনা ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইল না।

"দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে দু'টো কথা আছে।" বলিয়া আনা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা, হাঁ গো, ওকে খেতে বলা কি অন্যায় হ'ল ?"

ভ্রন্‌স্কি আনার হাতে চুম্বন করিয়া বলিল, "না, না, ঠিকই করেছ।"

আনা আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "ভ্রন্‌স্কি, তুমি কি ঠিক আগের মতই আছ, একটুও বদলে যাও নি ? আমি যে আর পারছি না, আমার এখানে আর ভালো লাগে না। আমায় একলা রেখে তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

"আমরা এখান থেকে চ'লে যাব—শীগ্‌গিরই যাবো। আমারও যে কি অস্বস্তি হ'চ্ছে তা' আর কি বল্‌ব।" বলিয়া ভ্রন্‌স্কি হাতটা টানিয়া লইল।

আনা আহত কণ্ঠে বলিল, "বেশ, তা'হলে যাও, চ'লে যাও।"

আনা আর একটুও দাঁড়াইল না, তাড়াতাড়ি নিজেই আগে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া ভ্রন্‌স্কি দেখিল আনা কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। কোথায় যে সে গিয়াছে তাহা কাহাকেও বলিয়া যায় নাই। ভ্রন্‌স্কির ভালো লাগিল না এই ব্যাপারটা। সকালেও আনা এই রকমভাবে আর একবার কোথায় গিয়াছিল না বলিয়া কহিয়া। আবার এখন নাকি কে একজন মহিলা আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে বাহির হইয়াছে। আরও একটা কথা তাহার সঙ্গে মনে হইল,—সকালে সেরিওজার ছবিখানা হাতে করিতে হঠাৎ আনা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল। ভ্রন্‌স্কি তাহাতেও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল,—সবটা জড়াইয়া তাহার মনটা বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে অধীরভাবে আনার জন্য তাহার বসিবার কক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আনা ফিরিয়াই সেদিনের সমস্ত বিবরণীটা মুখে মুখে প্রায় মুখস্থ বলার মতই তাড়াতাড়ি বলিয়া গেল। তাহার কথাবার্তায় এ ধরণের চপলতা অনেকদিন দেখা যায় নাই।

ভ্রন্‌স্কির সহিত প্রথম আলাপের সময় সে এইরকম মুখর এবং চঞ্চল ছিল বটে, কিন্তু আজকাল বড় একটা 'তড়বড়' করিয়া তাহাকে কথা বলিতে দেখা যাইত না। ভ্রন্‌স্কির মুখে চোখে বিরক্তির ভাব গোপন নাই, তা' সত্ত্বেও আনা বেশ সপ্রতিভভাবে অনর্গল বকিয়া গেল। আনা একেলা ফিরে নাই, তাহার সঙ্গে তার এক চিরকুমারী বৃদ্ধা

আত্মীয়াও আছেন, তাঁহাকেও আজ খাইবার জন্য আনা অনুরোধ করিল ভ্রন্‌স্কিরই সাম্‌নে।

খানিক পরে আনা উঠিয়া পোষাক বদ্‌লাইতে যাইতেছে, এমন সময় টুশ্‌কেভিচ্‌ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে বেট্‌সি পাঠাইয়াছে। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা হইতে ন'টার মধ্যে আনা যেন একবার বেট্‌সির বাড়ীতে নিশ্চয় যায়। এই সময় নির্দ্ধারণের আড়ালে যে কি কারণ নিহিত আছে আনা সহজেই তাহা বুঝিতে পারিল। পাছে আর কাহারও সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া যায়, তাই এই সময়ের মধ্যে আনাকে যাইতে হইবে, অর্থাৎ এ সময়ে আর কেহ বাড়ীতে থাকিবে না। আনা টুশ্‌কেভিচ্‌কে জানাইয়া দিল যে বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে বেট্‌সির বাড়ীতে যাইতে পারিবে না।

টুশ্‌কেভিচ্‌ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "বেট্‌সি দুঃখিত হবে।"

"আমি ততোধিক। কিন্তু উপায় নেই!"

"তা' আপনি আজ থিয়েটারে যাচ্ছেন ত, আজ খুব বড় একটা অভিনয় হবে।" বলিয়া টুশ্‌কেভিচ্‌ আনার মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। ওদিকে খাবার দেওয়া হইয়াছে, ভ্রন্‌স্কি আনার দিকে একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তবু আনা টুশ্‌কেভিচের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল, "দেখুন, কথাটা মন্দ বলেন নি আপনি। কিন্তু একটা 'বক্স' না পেলে কি ক'রে যাই।"

"আচ্ছা, সে আমি জোগাড় করব, যথেষ্ট সময় আছে।"

আনা টুশ্‌কেভিচ্‌কেও খাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। সে বিলম্ব না করিয়া বসিয়া গেল। আজ আনার যেন কী হইয়াছে, খাইবার সময় সে এস্‌ভিন এবং টুশ্‌কেভিচের সঙ্গে বড্ডই 'গায়ে পড়া' ভাব দেখাইতে লাগিল। তার চেয়ে বড় কথা, হঠাৎ থিয়েটারে যাইবার

সঙ্কল্পটা তাহার কতখানি ভুল হইতেছে আনা মোটেই ভাবিল না! ভ্রন্‌স্কি অবাক্ হইয়া গেল;—আজ আনার হইয়াছে কী! বিশেষ করিয়া টুশ্‌কেভিচ্‌কে খাইতে বলা এবং তাহাকেই থিয়েটারের আসন নির্ব্বাচনের ভার চাপানোটা কি খুব শোভন হইল? ভ্রন্‌স্কি শুধু আশ্চর্য্যান্বিতই হইল না, একটু ভয়ও হইল তাহার। অভিজাত পরিবারের সকলেই থিয়েটারে যাইবে। তাহারা সকলেই আনার পরিচিত, অথচ তাহাদের পাশে জাতিচ্যুতের মত বসিয়া আনা কতখানি আনন্দ পাইবে?

ভ্রন্‌স্কি ভালো করিয়াই জানে সমাজে আনার আসন কোথায়! সে তাহার ভ্রাতৃবধূকে একদিন বলিয়াছিল, "আনাকে একদিন বাড়ীতে নিয়ে এসো বৌদি। তার বড় আনন্দ হবে তাতে।"

তাহার এই 'বৌদিদিটি' দেবরকে যথেষ্টই স্নেহ করেন তবু সমাজের শাসনের কথাটা তিনিও ভ্রন্‌স্কিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া 'রেহাই' চাহিয়াছিলেন। আর বেট্‌সি, যে নাকি সাম্প্রতিকের প্রতীক—সেও একদিন তাহাদের হোটেলে আসিয়া এমন ভাবখানা দেখাইল যে তাহার মত দুঃসাহসী মেয়ের পক্ষেই এ কাজটা সম্ভব অর্থাৎ আর কেহ হইলে আনাকে দেখিতে আসিতে পারিত না। বেট্‌সির আগেকার মত মাখামাখি আর দেখা গেল না। সে দশ মিনিট বসিয়া যখন আবিষ্কার করিল যে এলেক্সির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা পাকাপাকিভাবে চুকিয়া যায় নাই তখনই সে উঠিয়া পড়িল এবং শেষ বিদায়ের পর্ব্বটাও সারিয়া রাখিল, কারণ পরে আর দেখা না হইতেও পারে। আজ আবার সে সময় বাঁধিয়া আনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে—ভ্রন্‌স্কির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার, অথচ আনা কি বাস্তবিকই এসব কথা বুঝিতে পারে না?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া যখন সকলে একে একে আপনার কাজে চলিয়া গেল, তখন এক ফাঁকে ভ্রন্‌স্কি আনার ঘরে ঢুকিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আনা, আজ তোমার কি হয়েছে ?"

আনা কথাটা উড়াইয়া দিল, বলিল, "কি আবার হবে ?"

"তুমি কি সত্যিই থিয়েটারে যাবে ?"

"কেন যাবো না, হ'য়েছে কি ?"

"তুমি কি জানো না—সেখানে গোটা পিটার্সবার্গ শহরটা থাক্‌বে।"

"তাতে আমার কিছুমাত্র এসে যায় না। তুমি কি বল্‌তে চাও যে আমি আমার কৃতকর্ম্মকে অপরাধ ব'লে মনে করি ? তাদের মতামত আমি জান্‌তে চাই না, আমি তাদের পরোয়া করি না।"

এ শুধু সমাজকে না মানা নয়, এযে সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা—একথাটা আনাকে ভ্রন্‌স্কি বুঝাইতে পারিল না। আনার যুক্তিতর্কে কর্ণপাত করিবার মত ঠিক মনের অবস্থাও ছিল না, সে থিয়েটারে যাইবার জন্য একেবারে সাজিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার এই সাজ-পোশাকে বহুদিন আগেকার স্মৃতি জাগিয়া উঠে। মস্কাউতে বলনাচের সময় আনাকে যেমন সুন্দর দেখাইয়াছিল আজিকে ঠিক সেইরকম মানানসই ভাবেই আনা সাজিয়াছে। তবে সেদিন ভ্রন্‌স্কি আনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভালোবাসিয়াছিল, আজ সে যদিও প্রশংসমান দৃষ্টিতে বার কয়েক আনার দিকে না চাহিয়া পারিল না, তবু মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। তাহার এই অগ্নিশিখার মত জ্বলন্ত রূপ ভ্রন্‌স্কির মনে পীড়াদায়কই হইয়া উঠিল। আনাকে সে বারবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু দেখিল যে আনা না বুঝিবার জন্যই বদ্ধপরিকর, অগত্যা সে রাগে দুঃখে ব্যথিত মনে বাহির হইয়া গেল।

একটু পরেই চাকর আসিয়া খবর দিয়া গেল যে আনা সত্যসত্যই থিয়েটারে, চলিয়া গিয়াছে। কথাটা শুনিয়া ভ্রন্‌স্কি গম্ভীর হইয়া পড়িল। এস্‌ভিন তাহার সঙ্গে গল্প করিতেছিল, সে ভাবিল যে ভ্রন্‌স্কির গল্প-গুজব ভালো না লাগিবারই কথা, তাই সে বলিল, "চলো, আমরাও যাই।"

ভ্রন্‌স্কি গম্ভীরভাবেই জবাব দিল, "আমার অনেক কাজ, যাওয়া হবে না"

এস্‌ভিন্ বলিল, "কথা দিয়েছি যখন—যেতেই হবে আমাকে।"

তারপর বাহির হইয়া মনে মনে বলিল, 'মেয়েছেলে যখন স্ত্রীরূপে থাকেন তখন তিনি শুধুই গুরুভার, আর যখন অন্যরূপে ঘাড়ে চাপেন তখন তিনি হ'য়ে ওঠেন অসহ্য।'

ভ্রন্‌স্কি একেলা বসিয়া ভাবিতে লাগিল আপনার কথা। হঠাৎ তাহার মনে হইল—ওই টুশ্‌কেভিচ্, এস্‌ভিন এরা ত' বেশ আছে—ইচ্ছামত আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, তাহাদের কোন ভাবনা-চিন্তার বালাই নাই—যত অপরাধ তাহারই। সে কিনা বসিয়া বসিয়া বোকার মত ভাবিতেছে। কই আনা ত' এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করিল না থিয়েটারে যাইতে,—যত দোষ কি ভ্রন্‌স্কিই করিয়াছে! তাহার নিজের উপর রাগ হইল। টেবিলের উপর পানীয়ের শূন্য পাত্রগুলি তখনও পড়িয়া আছে। সে ধাঁ করিয়া একটা লাথি মারিয়া গোটা টেবিলটা উল্টাইয়া দিল। কাচ ভাঙ্গার শব্দে চাকরটা ছুটিয়া আসিতেই সে রীতিমত উষ্মার সহিত বলিল, "চাকরী বজায় রাখ্‌তে হ'লে এই কাজগুলো তখন-তখনই করা উচিত।"

চাকরটি বেশ ভালোভাবেই জানে যে সে কোন অপরাধই করে নাই, কিন্তু প্রভুর অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া আর সে সাফাই গাহিতে সাহস

পাইল না। সে নীরবে নির্ব্বিকার চিত্তে ভাঙ্গা কাচের টুক্‌রাগুলি কুড়াইয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও ভ্রন্‌স্কি ধমক দিয়া বলিল, "যাও, এটা তোমার কাজ নয়, ডেকে দাও হোটেলের চাকরকে. তুমি গিয়ে আমার কোট আর টুপি নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।"

শেষ পর্য্যন্ত ভ্রন্‌স্কি থিয়েটারেই গেল। আনা যে কোথায় বসিয়াছে তাহা না দেখিলেও ভ্রন্‌স্কির অনুমান করিতে দেরী হইল না। দর্শকগণ ঘন ঘন যেদিকে তাকাইতেছে সেদিকে তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া লক্ষ্য করিলেই আনাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব সে অন্য দিকে তাকাইয়া চলিতে লাগিল। তাহার ভয় ছিল বেশী এলেক্সিকে, সৌভাগ্যের বিষয় সেদিন এলেক্সি আসে নাই। ভ্রন্‌স্কি নিশ্চিন্ত হইল।

ভ্রন্‌স্কি দেখিল তাহার দাদা সপরিবারে আসিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে কুমারী সোরোকিনও আছেন। এই মেয়েটির বয়স অল্প, দেখিতে ভালো, ভ্রন্‌স্কির মায়ের ইচ্ছা ছিল ইহাকেই পুত্রবধূ করেন। অবশ্য ভ্রন্‌স্কিকে কেহ সাহস করিয়া একথা বলে নাই, তবে হাবভাবে ভ্রন্‌স্কি খানিকটা আন্দাজ করিয়াছে এবং কথাটাকে মোটে আমলই দেয় নাই।

এপাশের এক বন্ধুর কাছেই ভ্রন্‌স্কি খানিকক্ষণ কাটাইয়া দিল। কিন্তু সে যতই মনে করুক আনার দিকে চাহিবে না, না চাহিয়াও পারিল না। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল আনার এক পাশে এস্‌ভিন এবং তাহার চিরকুমারী বৃদ্ধা আত্মীয়া অব্‌লন্‌স্কি, অপর পাশে টুশ্‌কেভিচ্‌ আর তাহাদেরই ঠিক সাম্‌নের আসনে অভিজাত সমাজের এক দম্পতি। এই দম্পতির সঙ্গে এককালে আনার ঘনিষ্ঠতা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু আজ আনা ইহাদের এড়াইবার জন্যই মুখ ফিরাইয়া সদ্য পরিচিত এস্‌ভিনের সঙ্গে খুব গল্প করিতেছে—ভ্রন্‌স্কি তাহা বুঝিল। সাম্‌নের

আসনের টাকওয়ালা ভদ্রলোক বারবার পিছন ফিরিয়া তাকাইতেছেন যদি কোন রকমে একবার আনার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া যায় তবে তিনি অভিবাদন করিবেন। দূর হইতে সমস্ত পারিপার্শ্বিক আব্‌হাওয়াই ভ্রন্‌স্কি অনুমান করিয়া লইল।

কিন্তু হঠাৎ এ কী! টাকওয়ালা ভদ্রলোকের রুগ্‌ণা পত্নীটি সহসা সবেগে বাহির হইয়া গেল—ব্যাপার কী? ভ্রন্‌স্কির মনে হইল একটা কিছু গোলমাল হইয়াছে নিশ্চয়। আনার মুখচোখে উষ্মার ভাব। যদিও আনা প্রাণপণে ব্যাপারটা সহজ করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, নিজেকে সতর্ক রাখিয়া খুব হাসিয়া গল্প করিতেছে, তবু ভ্রন্‌স্কির মনে হইল যেন বড়-একটা অপমানই আনাকে হজম করিতে হইতেছে। ভ্রন্‌স্কি চঞ্চল হইয়া উঠিল কিন্তু সে স্থির করিল যে সরাসরি আনার কাছে যাইবার পূর্ব্বে বৌদিদের কাছে গিয়া ব্যাপারটা জানিয়া লইতে হইবে।

তাহার ভ্রাতৃবধূ বলিলেন, "আনা কারেনিনার কোন দোষ নেই। ইস্—ওই তিন পয়সার বড়লোক মেয়েটার এত দম্ভ! সে এত বড় অপমানটা ক'রে গেল অকারণে! আনাকে ভালো বল্‌তে হয়—সে কোন উচ্যবাচ্য করলে না। কিন্তু এযে বড়ই লজ্জার কথা ঠাকুরপো—"

"কি হয়েছে খুলেই বলো না বৌদি—"

"যা নয় তাই ব'লে গেল—বলে কিনা আনার কাছাকাছি বসাটা তার পক্ষে অপমানকর, কেমন গা-টা ঘিন ঘিন করে! আনার অপরাধের মধ্যে হচ্ছে, ওই মেয়েটার স্বামী নাকি গলা বাড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে আনাকে কুশল ক'রেছিল। দেখ দেখি কাণ্ড—"

এমন সময় সেরোকিন বলিল যে ভ্রন্‌স্কির মা তাহাকে ডাকিতেছেন।

ভ্রন্‌স্কি জননীর কাছে যাইতেই তিনি হাসিয়া শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "আহা, কেমন চমৎকার একটা মজা হয়ে গেল দেখলে ত !"

ভ্রন্‌স্কি চটিয়া গিয়া বলিল, "থাক্ মা, ওসব কথা তুলে আর কাজ নেই।" এবং দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল। সে ভাবিয়া পাইল না কি তার করা উচিত। এত বড় একটা অপমান নীরবে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইবে ? কিন্তু তা' ছাড়া উপায় কি ! কাছে আসিতেই আনা তাহাকে বলিল, "তুমি আর একটু আগে এলে না, কেমন চমৎকার গান হচ্ছিল।"

ভ্রন্‌স্কি তিক্তকণ্ঠে বলিল, "তাতে বিশেষ সুবিধে হ'ত না, আমি সঙ্গীত-শাস্ত্রের বড় বোদ্ধা নই।"

আনা বলিল, "তা' তোমার বন্ধুকে দিয়েই বোঝা যায়। এস্‌ভিন বলছিল যে গায়িকাটি বড়ই চেঁচাচ্ছে আর একটু আস্তে গাইলে ভালো হ'ত।" বলিতে বলিতে আনা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এবং পরক্ষণেই অভিনয়ের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে আপনার আসনে গিয়া বসিল।

আবার যবনিকা পড়িতেই চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল, ভ্রন্‌স্কি চাহিয়া দেখিল আনার আসন শূন্য। সে উঠিয়া পড়িল। বাড়ী আসিয়া দেখিল আনা চুপচাপ বসিয়া আছে একটি চেয়ারে, তখনও বাহিরের পোশাক ছাড়া হয় নাই।

ভ্রন্‌স্কি ডাকিল, "আনা—।"

আনা উঠিল, তাহার চোখ অশ্রু ছল-ছল, সে বলিল, "তুমি, তুমি কেবল সব সময় আমারই দোষ দেখ।" আনার কণ্ঠে অভিমান, বেদনা, হতাশা।

"আমি ত তোমায় আগেই মানা করেছিলাম। আমি জানতাম

তোমার মনে কষ্ট হবে, তাই কতবার তোমায় বোঝাতে চেয়েছিলাম আনা—”

“জীবনে আমি কোনদিন ভুলতে পারব না আজকের অপমানের কথা। এর জন্যে দায়ী তুমি!”

ভ্রন্‌স্কি বিস্মিত এবং বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার দোষটা কোথায়! সে ত যাইতে বলে নাই আনাকে, তবে তাহার নামে অযথা দোষারোপ করা হইতেছে কেন? আনার চোখে যেন তখনও আগুন জ্বলিতেছে। তাহা দেখিয়া সে আরও বিব্রত হইয়া পড়িল।

আনা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “যদি তুমি আমায় তেমন ভালোবাস্‌তে তবে, তবে আমার এ দুর্গতি হবে কেন? জানি আমি আজকাল তোমার…।”

ভ্রন্‌স্কি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, “আনা, আমি কি সত্যই তোমায় ভালোবাসি না! আমি তোমাকেই ভালোবাসি একথাটা তোমার চেয়ে আর বেশি কে জানে? তবে অমন কথা কেন ব’ল্‌ছ? চলো, আমরা কালই চ’লে যাই আমাদের দেশে। সেখানে আমার জমিদারীতে গিয়ে বসবাস করি! বুঝছি, শহরে তোমার মন টিকছে না। চলো!”

ভ্রন্‌স্কির আর ভালো লাগে না বাক্‌বিতণ্ডা করিতে। এমন খোলাখুলিভাবে প্রণয়-জ্ঞাপনের মৌখিক হিসাব-নিকাশটাও যেন তাহার কেমন লাগে। তাহার ইচ্ছা ছিল না ‘আমি তোমায় ভালোবাসি’ বলিতে, কিন্তু আনাকে সান্ত্বনা দিবার যে আর কোন উপায়ই ছিল না। সে বাধ্য হইয়া এই কথাগুলি আবৃত্তি করিল। কিন্তু এই কথাগুলির উপর তাহার যতই বিতৃষ্ণা থাক্—আনা ইহাতেই আশ্চর্য্যরকম শান্ত হইয়া উঠিল।

লেভিন আর কিটি বর্ত্তমানে স্বামী-স্ত্রী। তাহাদের দাম্পত্য-জীবন দৈনন্দিন প্রণয় ও কলহের মধ্য দিয়া লীলারসে অভিসিঞ্চিত হইয়া বেশ মধুর ভাবেই কাটিতেছে। কিটির মাতা লেভিনকে কড়া শাসনের উপর রাখিয়াছেন। জামাতার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার জন্য তিনি প্রত্যহ কম করিয়াও দশ-বারো বার হতাশাসূচক উক্তি করেন। বেচারী লেভিনও শ্বশ্রূর সম্মুখে সব কথার খেই হারাইয়া ফেলে, তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি সব যেন হাত-পা গুটাইয়া উদর দেশের কোথায় যে উধাও হইয়া বসিয়া থাকে তাহার হদিশ পাওয়া যায় না। অগত্যা সে নিতান্ত সুবোধ বালকের মতই শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মরক্ষা করে।

অবশেষে একদিন স্থির হইল যে নূতন সংসার পাতিয়া দিবার জন্য স্কারবেট্‌স্কি-গৃহিণী স্বয়ং সপরিবারে জামাতার পল্লীভবনে গমন করিবেন। লেভিন দেখিল যে এই অবসরে ডলিকে লইয়া যাইলে হয়ত তাহার পক্ষে কিছুটা সুবিধা হইতে পারে। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে থাকিলে দিনগুলি ভালোই কাটিবে। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইল যে ডলিও তাহার পুত্রকন্যা লইয়া লেভিনের বাড়ী যাইবে।

বহুদিন পরে লেভিনদের বিরাট্ অট্টালিকা কলকণ্ঠে মুখর হইয়া উঠিল। দালানে দালানে কতদিন পরে যে নারীকণ্ঠের কলকাকলী উঠিল লেভিন বলিতে পারিবে না। বাল্যকালেই তাহার মাতা গত হইয়াছেন, তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তির আবছা আভাস মাঝে মাঝে আপনার চিত্তে সে দেখিতে পায় কিন্তু স্পষ্ট কোন ছবিই ভাসিয়া উঠে না,—পিতার কথা ত তাহার মনেই পড়ে না, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান, বাড়ীতে বড় একটা যান না—কাজে-কাজেই

বাল্যকাল হইতে ওই অতবড় বনিয়াদী অট্টালিকায় লেভিন তাহার বৃদ্ধা দাইমা এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদের লইয়া দিন কাটাইয়া আসিয়াছে। এখন গৃহে আসিয়াছে গৃহিণী,—শ্রীমণ্ডিত গৃহ। লেভিন সর্ব্বদাই একটা না একটা কাজে ব্যস্ত। চাষবাস, ক্ষেতখামার, এই সব লইয়াই সে এতদিন ব্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন বাড়ীতে অভ্যাগতের তদ্‌বির তদারক করাটাও সে নিজের কাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করে, সেদিকে দৃষ্টি দিবার চেষ্টা করে এবং নিয়মিতভাবে শাশুড়ীর কাছে ধমক খাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া অন্যদিকে মনোযোগ দেয়।

এখানে আসিয়া ডলিরও দিনগুলি মন্দ কাটিতেছিল না। একদিন তাহার মনে হইল যে আনাকে একবার দেখিয়া আসা উচিত। ভ্রনৃস্কির বাড়ী হইতে লেভিনের গ্রাম ঘোড়ার গাড়ীতে প্রায় একদিনের পথ। ডলি চারিদিক বিবেচনা করিয়া অবশেষে স্থির করিল, একটি ভাড়াটে গাড়ীতেই সে যাইবে। অবশ্য লেভিনের নিজের গাড়ীও আছে, তবে আনাকে দেখিতে যাওয়ার ব্যাপারটা ইহারা হয়ত মনে মনে অনুমোদন না-ও করিতে পারে, তা' ছাড়া দু'তিনদিনের জন্য গাড়ী ছাড়িয়া দিলে এদিকেও অসুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লেভিন যখন একথা শুনিল তখন সে ডলিকে বলিল, "কেন মনে করছ যে আমি অসন্তুষ্ট হবো তুমি আনা কারেনিনাকে দেখতে গেলে? যাও না, বেশ ত ভালো কথা। আমাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে তুমি গাড়ী ভাড়া ক'রেই যেও, আমি কিছু ব'লব না। আর যদি বলো ত আমার গাড়ী-ঘোড়া সবই আছে, ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।"

লেভিনের এমন কথার পর আর ডলি গাড়ী ভাড়ার কথা মুখে আনিতে পারিল না। বাস্তবিক পক্ষে তাহার নিজের সাংসারিক অবস্থা আজকাল

খুবই খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ষ্টিপানের হাতটা চিরকালই একটু দরাজ এবং তার ফলে বর্ত্তমানে চারিদিকে দেনা; লেভিন তাহাকে সাদরে গরমকালটা এখানে রাখিয়াছে তবু ডলির সুবিধা হইয়াছে বিস্তর—যদিও মমে মনে সে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। কাজেই গাড়ী ভাড়ার খরচাটা বাঁচিয়া গিয়া ডলির সুবিধাই হইল। লেভিন একজন কর্ম্মচারীকেও তাহার সঙ্গে দিল।

বহুদিন পরে ডলি মুক্তির আস্বাদ পাইল। ছেলেপুলের ঝামেলা নাই, সংসারের কাজকর্ম্মের দুর্ভাবনা নাই, চারিদিকে উন্মুক্ত প্রকৃতির পরিপূর্ণ রূপ ডলিকে মুগ্ধ করিল। চাষারা সব দল বাঁধিয়া কাজ করিতেছে, তাহাদের সবল সুঠাম দেহ প্রকৃতির সঙ্গে মানাইয়াছে ভালো। আর একটু আগাইয়া গিয়া ডলি দেখিল চাষার মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। তাহাদের মধুর জীবনের কল্পনায় ডলির মন ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িল। ইহাদের মত জীবনকে পূর্ণ ভাবে পাইতে না পারিলে কি হইল! ডলির মন পিঞ্জর হইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহে।

আনার কথা মনে হইতে ডলি উদার ভাবেই তাহার কাজ সকল সমর্থন করিল। আনা ঠিকই করিয়াছে, যথার্থ ভাল ভাবে বাঁচিবার জন্য আনা যাহা করিয়াছে, সাহস থাকিলে ডলিও হয়ত আজ তাহা করিতে পারিত। একপাল সন্তানের জননী হইয়া স্বামীর সংসারে আধমরা থাকিয়া বাঁচিয়া লাভ কি! আজ এটার অসুখ, কাল ওটার, পরশু নিজের শরীর খারাপ—লাগিয়াই আছে; তা' ছাড়া বৎসরান্তে সন্তানবতী হইয়া দীর্ঘদিন একাদিক্রমে যন্ত্রণা ভোগ করা—ডলির জীবনের ত এই সুখ!

এই যে এতগুলি সন্তান, ইহাদের ভবিষ্যৎ কি ? ষ্টিপানের উপর নির্ভর করা মোটেই চলে না। ডলি নিজেই বা কতদূর পর্য্যন্ত তাহাদের পড়াইতে পারিবে ? বেশ ত, না হয় লেখাপড়া তাহারা শিখিল কিন্তু তারপর নিতান্ত আর পাঁচজনেরই মত সাধারণভাবে, গতানুগতিকভাবে জীবনযাপন করিবে। তাহাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নাই, আশা নাই বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার···। ভাবিতে ভাবিতে ডলির মাথাটা ধরিয়া উঠিল। একবার তাহার মনে হইল, এখনও কি মুক্তি আদায় করিয়া ডলি আপনার ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে জীবনের বাকী দিন ক'টা কাটাইয়া দিতে পারে না ? কথাটা মনে হইতেই ডলির সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল তাহার স্বামীর উপর। এই লোকটা তাহাকে লুকাইয়া অপরের সহিত দিব্য প্রণয়-লীলা চালাইতে পারে, ইহার ত সংসারের এই সব কথা একবারও মনে হয় না ? যত দায় পড়িয়াছে ডলির !

ডলির যৌবন কি একেবারে চলিয়া গিয়াছে ! তাহার ইচ্ছা করিল আয়নাটা বাহির করিয়া আপনাকে একবার দেখিয়া লয়—কিন্তু সেই কর্ম্মচারীটা পিছনেই বসিয়া আছে, যদি দেখিয়া ফেলে ! লজ্জায় ডলি সে ইচ্ছা সম্বরণ করিল। এবং মনে মনে আপনাকে প্রবোধ দিল, হয়ত এখনও সময় চলিয়া যায় নাই। নহিলে তাহার স্বামীর অমুক বন্ধু ডলির ছেলেদের অসুখের সময় দিনরাত পড়িয়া থাকিয়া সেবা করিত না। তারপর সেই লোকটি···এই রকম করিয়া ডলি তাহার দু'চারটি পূজারীর কথা ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিল, এখনও স্বামীকে ছাড়িয়া সে আপনার ইচ্ছামত মুক্তভাবে জীবনযাপন করিতে পারে।

পথে তাহারা একজন মধ্যবিত্ত চাষীর বাড়ীতে নামিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইল। বৃদ্ধ চাষীর ছেলেপুলে, নাতি-নাতনি, বৌ-ঝিয়ে

ভরা সংসার। একটি বধূ ডলির আশপাশে থাকিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছিল। ডলি খোঁজ লইয়া জানিল, মেয়েটির সম্প্রতি একটি ছেলে হইয়া মারা গিয়াছে ;—কিন্তু তাহার জন্য মেয়েটির এতটুকু দুঃখ নাই, সে বলিল, "ভালোই হয়েছে ওটা গিয়েছে। ছেলে নয়ত, শত্রু। তার অসুখবিসুখ, তার সেবাযত্ন,—বুঝলেন আমি বেঁচেছি। হাত-পা-গুলো খেলিয়ে বেড়াতে পাচ্ছি।"

কথাটা ডলির মোটেই ভালো লাগিল না। কেন তা' সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অবশ্য তার ভালো লাগাটা উচিত ছিল, এই একটু আগেই ত ডলি মনে মনে চিন্তা করিয়াছে, তাহার আর ছেলেপুলে হইলে কবে তাহাদের লেখাপড়া শিখাইবে, মানুষ করিবে কবে—মহা মুস্কিলের কথা। তবু কেন সে সমর্থন করিতে পারিল না এই মেয়েটার যুক্তিপূর্ণ উক্তিটা ?

ডলিরা যখন আনাদের গ্রামে পৌঁছিল তখন প্রাতঃকালের প্রথম রেশটা কাটিয়া গিয়া ঝলমলে রৌদ্র উঠিয়াছে। একজন বৃদ্ধ চাষীকে ডলি মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো বাছা, এখানকার জমিদার-বাড়ীটা আর কতদূরে হবে ?"

লোকটি বলিল, "আপনি কোথা হ'তে আস্‌তেছেন ?···তেনারা আপনার কে হন ? বাড়ীটা একটু আগুয়ে গিয়ে, ডানদিকে বেঁকটো ছাড়িয়ে, বাঁয়ে যে রাস্তা পড়ল বরাবর সেই রাস্তা দিয়ে গিয়ে আবার ডাইনে যে মোড় সেটা ফিরেই দেখ্‌তি পাবেন। হাঁ মা ঠাকরুণ, আপনারা কতদূর হতি আস্‌তেছেন ?" লোকটি একটু বেশী কথা বলে।

দূর হইতে কাহারা আসিতেছিল—বৃদ্ধ তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, "আপনারা দাঁড়ান, হোই তেনারা ইদিকেই আসতেছে দেখ্‌ছি।"

খানিক পরে দেখা গেল চারিটি অশ্বারোহী এই দিকেই আসিতেছে। তাহারা কাছাকাছি আসিতেই দেখা গেল আনাও ইহাদের মধ্যে আছে। প্রথমে ডলি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল আনাকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখিয়া। তারপর লক্ষ্য করিয়া দেখিল আনাকে ভালোই মানাইয়াছে এই সাজে। তাহার পাশে ভ্রন্‌স্কি এবং আরও দুইজন তাহার বন্ধু।

ডলি এখানে আসিয়া নিজেকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। ইহাদের সাজপোশাক হইতে শুরু করিয়া প্রতিটি ছোটখাট ব্যাপারে অতি-আধুনিক ইংরাজি আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। ডলি যেন এখানে নিতান্তই বেমানান হইয়া পড়িয়াছে। লেভিনের জোড়াতালি দেওয়া পুরাতন গাড়ীটায় যখন আনা আসিয়া বসিল তখন ডলি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কর্ম্মচারীটি মহিলাদিগকে ভালো করিয়া বসাইবার জন্য ব্যস্ত হইল কিন্তু শকটের চালক 'মিহিল' নির্ব্বিকার। সে বেশ সপ্রতিভভাবেই মনে মনে দার্শনিক উক্তি করিল, "সাজপোশাকটা বাইরের যতই যার থাক, ভেতরে সবাই এক।" এবং ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসাইয়া বার কয়েক হেট্‌ হেট্‌ করিয়া আপনার নড়বড়ে ঘোড়ার দৌড় দেখাইতে উদ্যত হইল। ওপাশের আস্তাবলে ভ্রন্‌স্কির নতুন গাড়ীতে বড় বড় চারিটা ঘোড়া জুতিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের দিকে অবজ্ঞা ভরে চাহিয়া 'মিহিল' মনে মনে বলিল, "ওঃ, ভারি নতুন ঘোড়া! পারবে ওরা আমার এই এদের মত তিরিশ মাইল এক দমে ছুটতে? ওগুলো নেহাতই বাহারী, দু'-এক কদম হাওয়া খাওয়া চল্‌তে পারে সৌখীন বাবুদের—ব্যস্‌, ওই পর্য্যন্ত।"

আনা ডলিকে কাছে পাইয়া আনন্দোচ্ছল হইয়া উঠিল। তাহার রূপ যেন এখানে আসিয়া আরও খুলিয়া গিয়াছে, ডলি দেখিল। তাহার

চাহনী দেখিয়া আনা তাহা বুঝিতে পারে। সকলের কুশলবার্ত্তার পর আনা ডলির ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করিল। আনার কথাবার্ত্তার মধ্যে সে পুরাতন মানুষটিকে ডলি খুঁজিয়া না পাইয়া একটু অবাক হইয়া যায়। আনা যেন অন্য রকম হইয়া গিয়াছে।

আনা আর ভ্রন্স্কি এখানে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লইয়াছে। তাহারা পুরাতন অট্টালিকাকে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হাঁসপাতালে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আনা এই হাঁসপাতাল সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিল। আনার মুখে ভ্রন্স্কি ছাড়া আর কোন কথা নাই। তাহাদের বাড়ী আসিতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিল, ইহার মধ্যে আনা বুঝাইয়া দিল সে বেশ সুখেই আছে ভ্রন্স্কির কাছে।

ডলির বাসের জন্য যে ঘরখানি দেওয়া হইল, তাহার আসবাবপত্র আধুনিক আভিজাত্যের আধুনিকতম নিদর্শন। ডলি এতদিন ইংরাজি উপন্যাসে ইহাদের বিবরণ পড়িয়া আসিয়াছে, চোখে দেখিবার সৌভাগ্য এই প্রথম। এ বাড়ীর দাসী-চাকরেরা পর্য্যন্ত ধোপদোরস্ত জামাকাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আনা ডলিকে ঘর দেখাইয়া দিয়া যে চাকরাণীকে পাঠাইয়া দিল ডলির তত্ত্বাবধানের জন্য, তাহার পোশাক-আশাক দেখিয়া ডলি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার সাম্নে জোড়া-তালি দেওয়া জামাটি বাহির করিতে ডলির বড়ই লজ্জা করিল, তাই সে তাড়াতাড়ি এই অল্পবয়স্কা চাকরাণীকে বিদায় দিল, বলিল, "আমার এখন কোনো দরকার নেই, তুমি যাও বাছা।"

সে চলিয়া যাইতেই ডলি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং একটু পরে আনার পুরাতন ঝি বৃদ্ধা আন্নুশ্কা যখন আসিল তখন ডলি যেন হাতে স্বর্গ পাইল। এই বৃদ্ধাটি বহুদিন পরে মনের মতন মানুষ পাইয়া

হাত-পা নাড়িয়া অনেক দিনের সঞ্চিত কথাগুলি বলিতে লাগিল। তাহার অধিকাংশই আনা আর ভ্রন্‌স্কির যুক্তজীবনের গভীর প্রণয়ের বার্ত্তা। অবশ্য ডলি তাহার কথায় বাধা দিয়া অন্য কাজে লাগাইয়া দিয়া তাহার বাক্যস্রোতে মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটাইতেছিল কিন্তু বৃদ্ধা অত সামান্য কারণে দমিল না। খানিকক্ষণ পরে আনা নূতন পোশাকে সজ্জিত হইয়া দেখা দিল। সে বৃদ্ধা চাকরাণীকে তাড়া দিল, "অমনি বকর বকর ক'রে পাগলের মত কি অত বকা হ'চ্ছে শুনি!"

ডলির হাতমুখ ধোওয়া, কাপড়-জামা বদ্‌লানো সারা হইয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। ডলির আগে আরও জনকয়েক অতিথি এখানে আসিয়া আড্ডা লইয়াছেন, কাজেই বাড়ী বেশ সরগরম। স্থির হইল যে সকলে মিলিয়া নৌকায় করিয়া খানিকটা বেড়ানো যাইবে। তাহার পূর্ব্বে আনা ডলিকে হাঁসপাতালটা দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। আনা, ভ্রন্‌স্কি আর ডলি তিনজনে হাসপাতাল দেখিতে গেল, আর সকলে নৌকা প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

আনা সবিস্তারে হাসপাতালের আদি বাড়ীটার সঙ্গে বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে আধুনিক গঠনে প্রস্তুত নূতন প্রাসাদটির কি পার্থক্য ডলিকে বুঝাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ভ্রন্‌স্কির উদারতার একটা সবিস্তার বিবরণ দিয়া ফেলিল। এই বাড়ীটা প্রস্তুতের জন্য যে প্রচুর অর্থব্যয় করা হইয়াছে তাহা দেখিলেই অনুমান করা যায়। ইহাদের নূতন জীবন-প্রবাহের উচ্ছলতা ডলির মনকে মুগ্ধ করিল। তাহার মনের অতৃপ্ত বাসনাগুলি যেন ক্ষোভ জানাইতেছে। এখানে আনার জীবনে খেলিবার মাঠ, ফুলের বাগান, শষ্পাচ্ছাদিত বিরাট বৃক্ষশ্রেণী-সজ্জিত বেড়াইবার পথ একদিকে আর একদিকে ভ্রন্‌স্কির

মধুর গভীর ভালোবাসা—ডলি আপনার জীবনের পানে চাহিয়া দেখিল সেখানে রহিয়াছে শুধু কতকগুলি সন্তান আর রিক্ততার হাহাকার।

তাহারা পথে নামিয়া আবার চলিতে লাগিল। ভ্রন্‌স্কি ডলিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘাটে হেঁটে যেতে পারবে তুমি? বড় ক্লান্ত ব'লে মনে হ'চ্ছে যেন। একটু ব'সে যাও।" তারপর আনার দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "ভেস্‌লভস্কিকে দেখা যাচ্ছে যেন, তুমি এগোও, আমি আর ডলি পরে বিশ্রাম ক'রে যাচ্ছি।"

আনা চলিয়া গেলে তাহারা একটি গাছের তলায় আসিয়া বসিল। নিভৃতে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে বসিয়া ডলি যেন ঘামিতেছে। এতদিন এই লোকটিকে ডলি মোটেই দেখিতে পারিত না কিন্তু আজ তাহার মনের কোণে ইহার প্রতি স্নেহের ছায়া পড়িয়াছে। আনাকে সুখী দেখিয়া ইহার প্রতি খানিকটা খুশী হইয়াছে সে।

ভ্রন্‌স্কি ডলিকে বলিল, "আনাকে তুমি ভালোবাস, কাজেই তোমার কাছে আমি সাহায্য পাবার আশায় হাত পেতে আছি। তার কাছে তোমার কথার দাম আছে যথেষ্ট, যদি তুমি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো ডলি।"

ডলি কতকটা বুঝিল ভ্রন্‌স্কি কি বলিতে চায়, সে তবু যেন ঠিক যে সে কি বলিবে না-বুঝিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করিতে পারি? আসলে ব্যাপারটা কি তাই বলো?"

"আমরা এখন স্বামী-স্ত্রীর মত ঘর করছি কিন্তু সমাজে তার সমর্থন কই? আমার মেয়ে এই আনি এর নাম কি হবে? যদি আনা বিবাহবিচ্ছেদের কথায় রাজি না হয় তবে আমার সন্তান চিরদিনই নামগোত্রহীন হয়ে সকলের চোখে হেয় হ'য়ে থাক্‌বে। এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই? আমি আনাকে একথা বলতে পারি

না। বল্‌লে সে হয়ত ভুল বুঝবে। আর এই যে সমারোহ দেখ্‌ছ আমাদের বাড়ীতে চারিদিকে, এখানে সবটাই বাইরের ব্যাপার, অন্তর নেই। তারও কাজ চাই, আমারও কাজ চাই—তাই এত অবান্তর আয়োজন—নিজেদের অবসর না দিয়ে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে ত বেশিদিন চলে না। ডলি, তুমি আমার সহায় হবে?"

"আমার মত তোমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ভাবছিলাম যে একথা আনাকে বলা দরকার! তা' ছাড়া ত' আর কিছু আমি পারব না করতে।"

"না, না, আর কিছু দরকার নেই। এলেক্সি ত বহুদিন আগেই রাজি হ'য়ে আছে, কিন্তু আনাকে আমি দু'একবার বল্‌তে গিয়ে দেখেছি সে যেন সায় দেয় না। তাই ব'লে কি আমার সন্তানেরা পরিচয়হীন হ'য়ে থাক্‌বে? কিম্বা তারা কারেনিন বংশের ব'লে গণ্য হবে বল্‌তে চাও?"

ভ্রন্‌স্কি আর কিছু বলিতে পারিল না। ডলিও চুপ করিয়া থাকিল। তারপর তাহারা উঠিয়া বাড়ী গেল, বেড়ানো হইল না। আনা ডলিকে দেখিয়া একটি অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিল মাত্র।

আনা আবার পোশাক বদল করিতে গেল এবং ডলিকেও কাপড়-জামা ছাড়িয়া লইতে বলিল। ডলির আর ছাড়িয়া পরিবার মত কিছু নাই, সে কেবল উহারই উপর একটা কলার বদ্‌লাইয়া আসিল। যখন আনার সহিত তাহার দেখা হইল তখন আনা তাহাকে অনুযোগ করিয়া বলিল, "কালই চলে যাবে ভাই, সে হবে না। কতদিন পরে তোমায় পেলাম, দু'চার দিন থাকতেই হবে।"

ডলির মনে হইল বহুদিন পূর্ব্বেকার সে আনা আজ আর নাই।

তাহার কণ্ঠে যেন অন্য কে কথা বলিতেছে। আনার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অন্তরে এবং বাহিরে। আনার অনুরোধটা ডলির কানে বাজিল,—কতদূর হইতে কে একজন নবপরিচিতা ডলির সহিত কথা কহিতেছে। ডলি চোখ তুলিয়া তাকাইতেই আনা বলিল, "তোমাদের সবাইকে এমন একসঙ্গে পেয়ে আমার দিনগুলো বেশ কাট্‌ছে। আজ ক'দিন হ'ল ওরা এসেছে, আবার সবাই চ'লে যাবে। কই কাপড় বদ্‌লালে না ডলি ?"

ডলি একটু হাসিয়া বলিল, "আমার বদ্‌লানো এই পর্য্যন্ত।"

আনা আপনার ঘন ঘন বেশ বদ্‌লানোর জন্য লজ্জিত হইয়া পড়িল। ডলি তাহাকে বলিল, "কই চল, তোমার মেয়েকে দেখাবে।"

"চল।"

সেখানে গিয়া দেখা গেল শিশুটি একেলাই পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। পাশের ঘরে দুইজন ধাত্রী বসিয়া গল্প করিতেছিল, আনাকে আসিতে দেখিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে যেটি অল্পবয়স্কা, সে ইংরাজ, এবং আনির নবনিযুক্তা "দুধমা"। ডলি আনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আনির ক'টা দাঁত উঠেছে ?"

আনা অপ্রস্তুত হইয়া ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। জননীর এমন-ধারা অজ্ঞতায় ডলি আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না। তারপর কয়েকমুহূর্ত্ত তাহারা সেখানে থাকিয়া চলিয়া আসিল। হাবে-ভাবে ডলির মনে হইল আনা এদিকে বড় একটা আসে না ; সন্তানের জননী হইয়া এমনটা কি করিয়া সম্ভব ! ইহার পর আবার সকলে একত্রিত হইল ভোজের পূর্ব্বে। সেখানেও দেখা গেল নবনিযুক্ত ভৃত্য আহার্য্যগুলি পরিবেষণের তদারক করিতেছে, তাহারই ফরমাসমত সব খাবার তৈয়ারী হইয়াছে।

আনাকে বাহিরের আর সকলেরই মত নিমন্ত্রিত বলিয়া মনে হয়। তবে সে গল্প জমাইয়া সকলকে খাওয়াইতে লাগিল। এখানে সে গৃহকর্ত্রী।

কোন ধনীর গৃহের ভোজের আসরে যেমন জাঁকজমক আড়ম্বর থাকে খুব—এখানেও ঠিক তেমনি। ডলি প্রথমে আসিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন যেন তাহার আর ভালো লাগিতেছে না এসব। এখানে সকলেই যেন অপরিচিত, কাহারও সহিত কাহারও প্রাণের যোগ নাই। ডলির চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল লেভিনের বাড়ীর ছবি, যেখানে সবাই সব সময় কাছাকাছি থাকে সর্ব্বতোভাবে। পারিবারিক একতার একান্ত অভাবটা ডলি মনে মনে অনুভব করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ঘরে আসিয়া ডলির বড় ঘুম পাইতেছে। কিন্তু এখনই আবার আনা আসিবে, কথাটা মনে হইতেই ডলির যেন ভালো লাগে না। যাই হোক তাহার ঘুমানো হইল না, আনা ইতিমধ্যে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া হাজির হইল।

"এইবারে আমরা ঘরকন্নার কথা কইবার অবসর পেলাম। কি বলো, সারাদিনের মধ্যে কোন কথাই হ'ল না।" বলিয়া আনা ডলির পাশে বসিয়া পড়িল।

তারপর আবার বলিল, "আচ্ছা, কিটির খবর কি ? তারা বেশ সুখে আছে, কি বলো ? লেভিন্ বেশ ছেলে, না ?"

"তারা খুবই সুখী। আর লেভিনের মত অমন চমৎকার মানুষ আমি আজো দেখিনি ভাই।"

তারপর একথা-সেকথা কহিতে কহিতে তাহারা আসল কথায় আসিয়া পড়িল। ডলি আনাকে বুঝাইয়া বলিল যে, তাহার ভ্রন্‌স্কিকে

বিবাহ করা উচিত এবং তাহার পূর্ব্বে বিবাহ-বিচ্ছেদটা শেষ করিয়া ফেলা দরকার। তাহারা যখন বাস্তবিকই একসঙ্গে জীবনযাপন করিবে তখন ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া, আপনাদের সন্তানসন্ততির মুখ চাহিয়া কাজ করিবে না ?

আনা ডলিকে বাধা দিয়া বলিল, "দেখ, আমি কি একথা ভাবি না ? কিন্তু আমার সেরিওজার কি হবে ? যদি ওদিকের সম্বন্ধ চুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে একদিন সেরিওজা আমায় কি চোখে দেখবে ! আর ভবিষ্যতে ছেলে-পুলে আমার হবে না।"

আনার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। বলিল, "কেন, সে-কথা তুমি বল্‌তে পারো না।"

"পারি, সেবার অসুখের পর ডাক্তার আমায় সে-কথা ব'লে দিয়েছে। আর,—ধরো, ছেলেপুলে হওয়াটা আমার মানায় না। দীর্ঘদিন একটা দুর্ভোগ। তা'ছাড়া এতে শরীরের বাঁধুনি যায় ভেঙ্গে। আমার মত মেয়ে, যারা পরের মন ভুলিয়ে চল্‌তে চায়, তাদের যৌবনকে ধ'রে রাখতেই হবে। যেদিন আমার ভাঁটা আসবে সেদিনই ভ্রন্‌স্কির দৃষ্টি স'রে যাবে অন্যদিকে, সে-কথা মানো বোধহয়।"

কথাটা যতই সত্য হউক না কেন ডলির ভালো লাগিল না। আনা অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, "আমি ভাবতে পারি না ডলি।"

জীবনের দিকে চাহিতে গিয়া আজকাল আনা ঐরকম চোখ বুজিয়াই থাকে, আজিকার সমস্তদিনের সাহচর্য্যের দ্বারা ডলি এইটুকু সংগ্রহ করিল এবং পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই সে বাড়ী ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিল। ট্যানিয়ার মুখখানি তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। গ্রীসার পড়া দেখাইয়া দিবার লোক নাই বলিয়া

তাহার হয় ত পড়ার ক্ষতি হইতেছে। হয় ত সে গিয়া দেখিবে ছোট মেয়েটা জল ঘাঁটিয়া ঠাণ্ডা লাগাইয়া সর্দ্দি করিয়া বসিয়া আছে। মেজো খোকার গোরুর গোয়ালের দিকে যাওয়া অভ্যাস, সে যে শিংএর গুঁতায় জখম হয় নাই, তাহারই বা ঠিক কি। ডলির মন উতলা হইয়া উঠিল বাড়ী যাইবার জন্য। আনার বিত্রিত জীবনের আস্বাদ পাইবার আশায় সে আসিয়াছিল, কিন্তু দেখিল যে চিরপুরাতন আপনার ঘরের জন্যই তাহার গৃহগত প্রাণ উন্মুখ হইয়া আছে। ডলি আনার কাছে বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

লেভিনের জোড়া-তালি দেওয়া গাড়ীর চাকাগুলা পাক খাইতে খাইতে শব্দ করিয়া মন্থরগতিতে চলিয়াছে। ডলি একটু পরেই মিহিলকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কখন বাড়ী উঠ্‌ব?"

চাবুকটা ঘুরাইয়া বার-দুই ঘোড়ার পিঠে কসাইয়া দিয়া মিহিল নিশ্চিন্তভাবে বলিল, "সন্ধ্যের আগে ঝিকিমিকি বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে যেমন ক'রেই হোক যেতে হবে।...দুত্তোর, বড়লোকের নিকুচি করেছে। ঘোড়ার দানা তাও দুটো বেশী দিতে চায় না। কাল সারা-দিনের মধ্যে তিন কাঠা গম দিলে মোটে। বাব্‌বা—সস্তার বাজারে এত কিপ্‌টেমো, দেখে আমার গা যেন রী-রী করে।"

গাড়ী চলিল, ডলির মন ছুটিল তাহারও আগে।

১৪

দেশে আসিয়া ভ্রন্‌স্কি জমিদারী দেখাশুনা করে। প্রজাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিবার জন্য গ্রাম্য সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব করিতেও তাহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কারণ তাহার মতে উহার দ্বারা ভবিষ্যতে উন্নতি হইবার আশা আছে। আধুনিক কালের নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে

সে চাষবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছে। দেশের লোকের কল্যাণের জন্য একটা হাঁসপাতালও তৈয়ারী করিয়া ফেলিল এবং আগামী নির্ব্বাচন-যুদ্ধেও যোগদান করিতে মনস্থ করিল।

যেদিন হইতে তাহারা একসঙ্গে বাস করিতেছে সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের ছাড়াছাড়ি মোটে হয় নাই,—তাই ভ্রন্স্কি নির্ব্বাচনের অধিবেশনে যাইবার আগে আনার কাছ হইতে একটা প্রবল বাধা কল্পনা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রবলতর যুক্তিজাল বুনিয়া বাগাইয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল যে আনা বাদ-প্রতিবাদের ধার দিয়াও গেল না। ভ্রন্স্কি যাইবার দিন বলিল, "আমি কাশিন্স্কি জেলার নির্ব্বাচন-অধিবেশনে যাচ্ছি!"

সে যেন কিছুদিন ছাড়া পাইয়া বাঁচিবে এমনই একটা কথা ভ্রন্স্কির মনে হইতেছিল। তাই আনা যখন আপত্তি তুলিল না, তখন অবাক হইয়া গেলেও সে আহত হইল কিনা নিজেই বুঝিতে পারিল না।

অনেক বড় বড় বনিয়াদী ঘরের লোকই এই নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে সমবেত হইয়া নানাপ্রকার উঞ্ছবৃত্তি করিলেন। চারদিন ধরিয়া ভোট-যুদ্ধ চলিল। এই অধিবেশনে লেভিনও আসিয়াছিল, ইহাতে তাহার উৎসাহ ছিল বলিয়া নহে, তাহার ভগিনীর কি কতকগুলি প্রয়োজন ছিল বলিয়া। বড়-বড় লোকদের এই সমস্ত জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া তাহার মন খারাপ হইয়া ছিল, তাই ভ্রন্স্কির সঙ্গে গ্রাম্য-সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ইহার বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করিতেও সে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না।

সে যাহাই হউক—পাঁচটা দিন কাটিয়া গেল নির্ব্বাচন-পর্ব্বের অনুষ্ঠান শেষ হইতে। ষষ্ঠদিবসে চলিল ভোজ। যাঁহারা জয়লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়াই এই উৎসব। খাওয়া-দাওয়ার পর

ষ্টিপান ডলিকে একটা 'তার' করিয়া ফেলিল। "অমুক, এত ভোটে জিতেছে, অতএব তোমরা আনন্দ করো।" এটা তাহার দুর্ব্বলতা, অত্যধিক আহার-জনিত আনন্দের প্রতিক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ-রকমভাবে সে অনেকবার অকারণে 'তার' করে, আর ডলি তাহা হাতে করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একবার হিসাব করিয়া দেখে, কতগুলি পয়সা নষ্ট হইয়াছে ইহার পিছনে।

এ বেলার পর্ব্ব শেষ করিয়া অপরাহ্নের সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে এমন সময় ভ্রন্স্কির খানসামা একখানি লেফাফা আনিয়া হাজির করিল।

আনা তার করিয়াছে 'তোমার আসবার কথা ছিল পরশু কিন্তু তা ছাড়িয়ে গেছে আজ দু'দিন হ'ল। কবে আস্‌বে? আমি চিন্তান্বিত। দিন তিনেক হ'ল আনির অসুখ, একলা আর পারছি না। কাল একবার ভেবেছিলাম যে নিজেই চলে যাই তোমার খোঁজ করতে, কিন্তু ভয় হ'ল, পাছে তুমি রাগ করো। তোমার কি এখনও কাজ শেষ হয়নি?'

পড়িতে পড়িতে ভ্রন্স্কির মুখ কালো হইয়া গেল, আনির অসুখ? কিন্তু আনির অসুখ তবু আনা অসুস্থ কন্যাকে ফেলিয়া রাখিয়া আসিবার জন্য সংকল্প করিয়াছিল কেমন করিয়া? কথাটা তাহার ভালো লাগিল না।···তবে আনা যে তাগাদা করিবে ফিরিবার জন্য, তাহা সে জানিত। এখনই আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া ভ্রন্স্কির মনটা খারাপ হইয়া গেল।···কিন্তু একখানা কচি মুখ তাহাকে যেন হাত-ছানি দিয়া ডাকিতেছে। সে আহ্বান ভ্রন্স্কিকে প্রবলভাবে গৃহপানে আকর্ষণ করিল, সে এখনই ফিরিবে।

সেদিন সকাল হইতে আনা সেলাই হাতে করিয়া বসিয়া ভ্রন্স্কির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—এই বুঝি সে আসিল। কিসের না কিসের

শব্দ শুনিয়া আনা তিন-চারবার ছুটিয়া নামিয়া গিয়াছে। সত্যই যখন নীচেকার গাড়ী বারান্দার ছাদ কাঁপাইয়া একটা গাড়ী আসিয়া লাগিল তখন জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই আনা নামিয়া গেল না। তাহার মনে পড়িল চিঠিতে সে কি লিখিয়াছে—আনির অসুখ। সামান্য সর্দ্দি হইয়া গা-টা একটু গরম হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা এক দিনের মধ্যেই ভালো হইয়া গিয়াছে, আনা সেজন্য আনির উপর বেশ বিরক্ত হইয়াছিল। এদিকে সে লিখিয়াছে, 'আমিই যাবো ভাবছিলাম।' সব কথাগুলিরই গুরুত্ব সে বোঝে,···ভ্রন্‌স্কি তাহার উপর যে ভীষণ চটিয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।···কিন্তু এত ভাবিয়াও আনা বসিয়া থাকিতে পারিল না, একটু অপেক্ষা করিয়াই আবার ছুটিয়া নামিয়া আসিল।

ভ্রন্‌স্কির চাকর জুতা খুলিয়া দিতেছে, সে চেয়ারে বসিয়া আছে, আনা পিছন হইতে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। আনার বুক কাঁপিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল যেদিন ভ্রন্‌স্কি চলিয়া যায় সেদিন তাহার চোখে মুখে যেন একটা কঠিন শান্তভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বিদায়ের সময় আনার মন চাহিয়াছিল একটু আদর, একটা আবেগময় অনুভূতি, কিন্তু ভ্রন্‌স্কির মধ্যে সে সাড়া পায় নাই। আজ যদি আবার সেই স্থিরতা দেখা দেয় তবে তাহার অন্তরের উচ্ছ্বাস কোথায় মুখ লুকাইবে। আনার আজকাল ভয় হয় বুঝি-বা ভ্রন্‌স্কিকে সে হারাইবে। এই আশঙ্কায় আতঙ্কে আজকাল বহু রাত্রি পর্য্যন্ত আনার ঘুম হয় না, নিত্যই তাহাকে অহিফেনের সাহায্য লইতে হয়।··· আপনাকে সাজাইয়া গুছাইয়া সে অহরহ মনোরম করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তবু ভরসা পায় না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আনা স্থির করিয়াছে যে এলেক্সিকে চিঠি দিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ চুকাইয়া

দেখা যাক্, তাহাতে কিছু সুফল ফলিবে নিশ্চয়। এই কথা চিন্তা করিতে গেলেই সেরিওজার কথাটা তাহাকে বড় বেদনা দেয়।··· পৃথিবীতে আনা চায় ভ্রন্‌স্কি আর সেরিওজা দু'জনকেই একসঙ্গে, কিন্তু তা' কি কিছুতেই সম্ভব হইবে না!

গ্রাম্য জীবনের বৈচিত্র্যবিহীন দিনগুলির কথা ভাবিতেও আর ভ্রন্‌স্কির ভালো লাগে না। তাহার স্বাধীনতা যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। এই যে ক'দিন বাহিরে সে ছিল তাহার জন্য আনার কাছে জবাবদিহি করিতে সে চাহে না, আনাও সে জন্য কিছু বলে নাই অথচ কোথায় যেন তাহার জন্য সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। ভালো কথা নয়। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র বাহিরের বিরাট বিশ্বে,—আজ এই কথাটাই বার বার ভ্রন্‌স্কির মনে পড়িয়া বড়ই পীড়া দিতে লাগিল।

কিছুদিন এই একাকীত্বের কাছ হইতে দূরে থাকিয়া কর্ম্মময়তায় আপনাকে আচ্ছন্ন রাখিবে সে, নহিলে আপন সত্তাটাও অবলুপ্ত হইয়া যাইবে যে! অবশেষে সে স্থির করিল মস্কাউ যাইতে হইবে। সে বলিল যে মস্কাউতে কতকগুলি কাজ আছে তাহার।

কিন্তু বিপদ বাধিল এই যে আনাও ধরিয়া বসিল সে যাইবে এবং সেখানে গিয়া এলেক্সিকে চিঠি দিবে বিবাহ-বিচ্ছেদটা শেষ করিবার জন্য। অগত্যা তাহাকেও সঙ্গে লইতে হইল।

১৫

কিটি সন্তানসম্ভবা। তাহার জননী জামাতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে অজ-পাড়াগাঁয়ে তিনি কন্যাকে আর রাখিতে ভরসা পাইতেছেন না, এখানে না আছে নামজাদা ডাক্তার, আর না আছে পাকা ধাত্রী।

ঔষধপত্রও যে সব সময় ভালোমত পাওয়া যাইবে তাহারও ঠিক নাই, তার চেয়ে মস্কাউতে গেলে ল্যাঠা চুকিয়া যায়। লেভিন মাথা নাড়িয়া পরম ভক্তের মতই নীরবে সম্মতি জানাইল। অতএব তাহারা শহরে আসিল।

কিন্তু এখানে আসিয়া লেভিনের বেশী দিন ভালো লাগিল না। তাহার কৃষি-সংস্কার পরিকল্পনা কল্পনা হইতে বাস্তবের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে এমন সময় এই বিপত্তি—গ্রাম ছাড়িয়া সংসারধর্ম্ম করিতে সহধর্ম্মিণীর আনুচর্য্য গ্রহণ করিতে হইল। আজকাল আবার সে এক বেলাও কিটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। কাজে-কাজেই চোখ বুজিয়া কোন রকমে দিনগুলি কাটাইয়া দিতে লাগিল। এখানে আসিয়া ব্যয়-বহুলতার ফলে জমির ফসলও জলের দরে বাধ্য হইয়া বেচিয়া দিতে হইতেছে। অথচ সে নিরুপায়, একবার দেশে গিয়া যে দেখাশুনা করিয়া দাঁও মত বেচিবে তাহারও উপায় নাই। এখানে কিটিকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া চলে না। চারিদিকের নানা কারণে লেভিনের মন-মেজাজ বিগড়াইয়াই ছিল। অবশেষে সে এখানকার আমোদপ্রমোদের কেন্দ্র অর্থাৎ ক্লাবে গেল, কিছু কাজ না পাইয়া, বিরক্ত হইয়া। সে ঠিক ক্লাবে গেল না, কিটি তাহাকে পাঠাইয়া দিল বলিলেই ঠিক বলা হয়।

এখানে আসিয়া চারিদিকে হাসি-উৎসবের বহর এবং খেলাধূলার তোড়জোড় দেখিয়া লেভিন যেন কতকটা খুশী হইল। ষ্টিপানের সঙ্গে তার দেখা হইয়া গেল, না হওয়াটাই আশ্চর্য্যজনক, কারণ এমন দিন নাই যেদিন ষ্টিপান এখানে আসে না। ভ্রন্‌স্কিও আসিয়াছে।

লেভিন, ষ্টিপান আর ভ্রন্‌স্কি বিলিয়ার্ড টেবিলে আসিল, খানিক খেলা করিবার পর ভ্রন্‌স্কি চলিয়া গেল। যাইবার সময় ষ্টিপান্‌কে

বলিয়া গেল, "আনাকে ব'লে দিও যে আমার যেতে দেরী হবে। এস্‌ভিন্‌টা জাহান্নামে নেমে যাচ্ছে। একবার তার খোঁজ করা দরকার···জুয়োতে ছোঁড়া ফতুর হ'তে চ'লেছে, আমি চ'লে গেলে নিশ্চয়ই হতভাগাটা পথে ব'সবে।"

খেলা ভাঙ্গিয়া যায় দেখিয়া ষ্টিপান বলিল, "চলো লেভিন আনাকে দেখে আসবে।"

ভ্রন্‌স্কি বলিল, "যান না। আপনি গেলে সে খুশী হবে খুব। আমি যেতে পারছি না, আচ্ছা দেখি পারি যদি ত' এর মধ্যে গিয়ে উঠ্‌ব। সম্ভবত পারব না, তা' তোমরা যাও ষ্টিভা।"

লেভিনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ষ্টিপান বলিল, "কি হে কোথাও কি আর কাজ আছে জরুরী?"

"না তেমন কিছু নয়।—চলো।"

বাস্তবিকই যে আনাকে দেখিবার জন্য তাহার একটু কৌতূহল ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একবার তাহার মনে হইল কিটি কিছু মনে করিবে না ত, কিন্তু ইহাতে মনে করিবারই বা কি এমন আছে···।

পথে আসিতে আসিতে ষ্টিপান আনার সম্বন্ধে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল এবং শেষে বলিল, "আনা শিশুদের জন্যে একখানা বই লিখ্‌ছে। আর কাউকে সেকথা জানায় নি সে, আমি শুধু দেখেছি। সত্যিই ভালো হ'চ্ছে বইটা। তুমি ভাব্‌ছো বুঝি সে লেখিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু মোটেই তা' নয়, তার সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখতে পাবে মানুষ হিসেবে সে অসাধারণ, অদ্ভুত, সে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। আর একটা মেয়েকে আনা আপনার আদর্শ দিয়ে গড়ে তুলছে। কোনো স্বার্থ নেই। এত যে দুঃখ, এত কষ্ট, তবু সে কেমন চমৎকার ভাবে মানিয়ে নিয়েছে সবটা, দেখ্‌লে তুমি অবাক হ'য়ে যাবে।"

বাস্তবিকই লেভিন আনার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার রূপের আড়ালে যে উদার গভীর মন আছে, লেভিন তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। আনার কথাবার্ত্তা, শিক্ষা এবং চর্য্যা লেভিনকে আকৃষ্ট করিল। কোথা দিয়া যে দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা পার হইয়া গিয়াছে সে টেরও পায় নাই। উঠিবার সময় তাহার মনে হইল, কতক্ষণই বা আসিয়াছে ইহার মধ্যেই ষ্টিপানের উঠিবার তাগাদা—। আশ্চর্য্য!

সে ভাবিল ভ্রন্‌স্কি বুঝি আনাকে ঠিক চিনিতে পারে নাই। সে বোধ হয় আনার যথেষ্ট মর্য্যাদা দেয় না। হয়ত সে আনার গভীরতার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। কে জানে!—তাহার মনে সন্দেহ রহিয়া গেল।

আনা নিজের অজ্ঞাতসারে লেভিনের সঙ্গে আলাপের সময় সারাক্ষণ ধরিয়া এই যুবকটিকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার বিভ্রমকারী চাহনী, মধুর কণ্ঠস্বর, ততোধিক মনোরম কথা বলার ভঙ্গী দিয়া আনা লেভিনকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টায় ছিল—বহু দিন আগে সে অনেক যুবককেই এমন করিত। আজিও সে ব্যর্থ হয় নাই। বিবাহিত, স্ত্রীর প্রতি গভীর প্রীতি-সম্পন্ন একটি যুবককে এক সন্ধ্যায় যতখানি জয় করা সম্ভব তাহা আনা পারিয়াছে।—আনারও লেভিনকে ভালো লাগিয়াছে বই কি!

যাক্ সে কথা, তাহারা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনার মন জুড়িয়া বসিল ভ্রন্‌স্কি। সে কেন সন্ধ্যা-বেলায় আসিল না? বাস্তবিক যে তার কোন কাজই নাই, আনা তাহা বেশ জানিত। সে যে কেবল মাত্র বাহিরে থাকিবার জন্যই ইচ্ছা করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিল না তাহাই সত্য। তবে ভ্রন্‌স্কি মিথ্যা কথা বলে না।

আনা জানে। কিন্তু এস্‌ভিন কি কচি খোকা যে, তাহার খবরদারী করিবার জন্য ভ্রন্‌স্কিকে বসিয়া থাকিতে হইবে। বাহিরে থাকিবার একটা অজুহাত দেখাইতে পাইয়া ভ্রন্‌স্কি আর বাড়ী আসিল না। সে আনাকে আপনার স্বাধীন ভাবে চলাফেরার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে চায়,—কিন্তু কেন?

আজকাল ভ্রন্‌স্কির চালচলন যেন একটু অন্য রকম দেখা যাইতেছে। আনার ভয় হইল,—সেই চিরন্তন ভয়।···তবে কি তাহার তরী ডুবিবে এইবার? নিজের জীবনের সমস্ত বড় বড় ঘটনাগুলি তাহার চোখের উপর দিয়া ছায়া-বাজির মত ভাসিয়া চলিয়া গেল। তাহার সেই প্রতিষ্ঠা, দিকে দিকে প্রতিপত্তির গৌরবময় দিনগুলির পরে সে এ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! নিজের উপরই নিজের করুণা হইল,—আহা!···কিন্তু না, কিছুতেই না, ভ্রন্‌স্কির কাছে সে আপনার দৈন্য স্বীকার করিবে না। আপনার দুরবস্থার দোহাই দিয়া কাহারও করুণার মুখ চাহিয়া বাঁচিতে হইবে তাহাকে? না, না, সে অসম্ভব। আনার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ করিল। ভ্রন্‌স্কির উপর তাহার রাগ হইতেছে,—তাহারই জন্য আজ আনার এই দুরবস্থা। তাহাকে ভালোবাসিয়া আনা ত্যাগ করিয়াছে সবকিছু, অথচ সে কেন আনার মনের কথা বোঝে না? অথবা বুঝিয়াও—না, না তাহা সম্ভব নহে, ভ্রন্‌স্কি তাহার সমস্ত ব্যথা জানিয়াও উপেক্ষা করে, একথা কল্পনা করিতেও আনা ভয়ে শিহরিয়া উঠে।···সে পারে বুঝুক, আনা জানাইবে না গায়ে পড়িয়া আপনার দুঃখ। আপনাকে সে নিজে কৃপা করিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রন্‌স্কিরও কৃপাপাত্রী হওয়ার চেয়ে তাহার মৃত্যু ভালো।···ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

এই ত লেভিন, কেমন তাহার স্ত্রীর সহিত মধুর জীবনযাপন করিতেছে !—তাহাদের কেন এমনটা হয় না ! অবশ্য ভ্রন্‌স্কি তাহাকে ভালোবাসে, তবে কেন—। আনার মনে পড়িল সে এলেক্সিকে বিচ্ছেদের জন্য চিঠি দিয়াছে কিন্তু তাহার কোন উত্তর আসে নাই। তাহার জীবনে স্বস্তি নাই একতিলের জন্যও, একটার পর আর একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনার দিকে চাহিয়াই তাহার দিনগুলি কাটিতেছে। তাহা বুঝিয়াও কি ভ্রন্‌স্কির মনের শান্তি কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না ? হোক্ বা না হোক, আনা তাহাকে কিছু বলিয়া আপনাকে খেলো করিবে না। সে স্থির করিল যে ভ্রন্‌স্কিকে বুঝাইয়া দিবে, সে ভ্রন্‌স্কির উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে কিন্তু কেন তাহা স্বীকার করিবে না।······অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কথাগুলি আনার মনে পাক খাইতে লাগিল।

ভ্রন্‌স্কির পদশব্দ শুনিয়াই আনা তাড়াতাড়ি একখানা বই টানিয়া লইয়া চোখের জল মুছিযা মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিল।

ভ্রন্‌স্কি তাহার কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আজকের সন্ধ্যেটা খারাপ কাটেনি, কি বলো ? লেভিনকে কেমন লাগ্‌ল তোমার ?"

"না, ভালোই কেটেছে। তা'ছাড়া অনেকদিন ধ'রে আপনাকে শিখিয়ে নিয়েছি, আজকাল আমার কাছে খারাপ কিছুই লাগে না। —হাঁ, লেভিনকে বেশ ভালোই লেগেছে। তবে আমার ভালো লাগা না লাগাটা আমারই থাক্, তাতে তোমার কিছু এসে যাবে না।"

ভ্রন্‌স্কি আপনার হাতটা বাড়াইয়া দিল আনা তাহা গ্রহণ করিবে বলিয়া। তাহার এই সন্ধিপ্রস্তাবটা আনার ভালোই লাগিল কিন্তু তবু যুদ্ধের রীতিনীতিতে এত সহজে ঘনিষ্ঠতা করা সাজে না, কাজেই আনা তাহার হাতটা ধরিল না, পাছে আপনার সংকল্প টলিয়া যায়।

ভ্রন্‌স্কি বলিল, "জুয়াটা ভারি বদ্ নেশা।"

"এস্‌ভিন কোথায়,—সে আজ হারল না জিতল ?"

"সে হতভাগাটা এখনও খেলছে। আজ প্রথম দিকে সতরো হাজার টাকা জিতেছিল।—ঠেলে তুললাম, বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েও আবার গিয়ে ব'সল—আমি নাচার। এতক্ষণে বোধ হয় ফতুর হ'য়েছে।"

"তবে আর তুমি কি ক'রলে ? খুব বন্ধুর কাজ করা হ'ল! তার কি উপকারটা করলে শুনি, যার জন্যে এতখানি রাত সেখানে কাটালে, —অন্তত সেইরকম প্রকাশ।"

"আনা, আমি ঠিক কথাই ব'লে পাঠিয়েছি। প্রথমে তাকে বাঁচাবার জন্যই ছিলাম, তারপর কেবল সেখানে থাকবার জন্যেই থেকে গেলাম—আমি সত্য যা, তা' স্বীকার করতে ভয় পাইনে কোনদিনই।"

এবার আনার কণ্ঠস্বরে উষ্মা দেখা দিল,—"সে আমি জানি। তোমার স্বাধীনতা আছে যা খুশী তাই করবার, কেউ ত তোমায় বাধা দেয় নি। তুমি যা ভালো বুঝবে তাই ক'রবে। এতদিন আপনার যা খুশী তাই ক'রেছ।—বেশ ত', কিন্তু আমাকে ওরকম ভাবে সেটা বোঝাবার চেষ্টা কেন ? আমি কি তোমাকে বেঁধে রেখেছি! আজকাল যেন তুমি আমার সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বাধাতে পারলে বেঁচে যাও।"

আনা একটু থামিয়া বলিল, "তুমি যেন ইচ্ছে ক'রে আমাকে অবজ্ঞা করছ।" এই 'অবজ্ঞা' কথাটা হঠাৎ যেন ঠিক 'লাগসই' মনে হইল, "এমন ভাবে অবহেলা করার মত কি অপরাধ আমি করেছি ?"

তারপর আর একদফা সেই অতি-পুরাতন প্রণয়-সমালোচনা করিয়া ভ্রন্‌স্কির প্রতি একটা তীব্র মন্তব্য করিয়া বলিল, "আজকাল তোমার বিষদৃষ্টিতে পড়েছি আমি, আমায় তুমি দেখ্‌তে পারো না।" বলিতে বলিতে আনার চোখে অশ্রুধারা নামিল।

ভ্রন্‌স্কি মিনতি করিয়া বলিল, "আনা, তুমি এসব কী বল্‌ছ? কেন গো?"

আনা আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "কেন? আমার অবস্থাটা তলিয়ে বুঝে তুমি আমায় ছেড়ে কেমন ক'রে বাইরে থাকো? চারিদিক থেকে আমার অশান্তি, তুমিও যদি এমন করো তবে কোথায় যাবো—! এলেক্সি চিঠির জবাব আজও দিল না। ষ্টিপান যে একবার তার কাছে যাবে তাও হ'য়ে উঠ্‌ছে না, তার সময় নেই ব'লে। আর আমিই বা আবার এলেক্সিকে লিখি কেমন ক'রে? এরকম ভাবে অনিশ্চয়ের মধ্যে একলা যুদ্ধ করতে আমি আর পারছি না।"

আনার লেখাপড়া শেখা বা শেখানো কিছুই ভালো লাগে না আজকাল। সংসারের কোথাও যেন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার মত আকর্ষণ নাই। ফাঁকা নির্জ্জন মাঠে তাহার একাকীত্ব ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে।

ভ্রন্‌স্কি বলিল, "আনা, আমি ত দুর্দ্দিনে চিরকালই তোমার পাশে আছি। বলো আমায় কি করতে হবে। কি করলে তুমি খুশী হও বলো? আমি বাড়ীর বাইরে থেকে খুব আনন্দে সময় কাটাই ব'লে কি তোমার বিশ্বাস?—কি আমায় করতে হবে বলো তুমি—"

আনা দেখিল ভ্রন্‌স্কি পরাজিত হইয়াছে। মনে মনে খুশী হইয়া কথার মোড় ঘুরাইয়া দিল। বলিল, "ওসব কথা থাক্। তোমার ঘোড়দৌড় কেমন চল্‌ছে তা' ত কই বল্‌লে না?"

প্রসঙ্গান্তরে আলাপ চলিল কিন্তু ভ্রন্‌স্কি আজিকার পরাজয়ের কথাটা ভুলিতে পারিল না। এইরকম কঠিন আঘাত দেওয়ার জন্য সে আনাকে ক্ষমা করিল না, মনে মনে চটিয়া রহিল।

আনাও বুঝিল আজ সে চরম অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে। ভবিষ্যতে আবার এই ব্রহ্মাস্ত্র কাজে লাগাইতে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

১৬

আজকাল সামান্য কারণেই তাহাদের কলহ বাধে। কলহ আগেও বাধিত তবে সে যেমন সহজে বাধিত তেমনি সহজেই মিটমাট হইয়া যাইত। আনা সর্ব্বদাই ভাবে ভ্রন্‌স্কি প্রথমে যেমন কিটিকে ভালোবাসিয়া একদিন আবার অতি সহজেই তাহাকে ছাড়িয়া আনার কাছে আসিয়াছিল তেমনি ভাবে একদিন তাহাকে ছাড়িয়া আর কাহারও দিকে আকৃষ্ট হওয়াটাও অস্বাভাবিক নহে। এবং এই সন্দেহকে আশ্রয় করিয়া সে অনেক কিছুই কল্পনা করে! অথচ ভ্রন্‌স্কি সত্যই আর কোন মেয়েকে ভালোবাসে না। আনার সন্দেহ অমূলক। কাজে কাজেই আনা যতই সব কথা খুঁটিয়া তলাইয়া জানিবার চেষ্টা করিত—সারাদিন বাহিরে ভ্রন্‌স্কি কি করে না করে, ততই ভ্রন্‌স্কি বিরক্ত হইত।

এমনি করিয়াই দিন চলিতেছিল, কিন্তু এরকম ভাবে বেশী দিন আর চলে না। তাহারা আবার গ্রামে ফিরিয়া যাইবে স্থির হইল। আনা বলিল "চলো, কালই যাই চ'লে।"

অনেক কথা-কাটাকাটির পর ভ্রন্‌স্কি রাজি হইল, বলিল, "কাল নয়, পরশু।"

সেদিন সকালবেলায় একটু ঠোকাঠুকি হওয়ার পর সেই যে ভ্রন্‌স্কি বাহির হইয়া গেল আর সারাদিনের মধ্যে একবারও বাড়ী আসিল না। রাত্রে ফিরিয়া সে শুনিল যে আনার মাথা ধরিয়াছে এবং সে সকলকেই তাহার ঘরে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। ভ্রন্‌স্কি

সরলভাবেই কথাটা বুঝিল এবং যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে আনা সারাদিন ধরিয়া অস্থিরভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া একথা সেকথা অনেক ভাবিয়াছে।···সেরিওজার কথা, কিটি, লেভিন, ডলি অনেকের কথাই মনে আসিয়াছে তাহার। কিন্তু বারবার যে কথাটা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতেছে ভ্রন্স্কির ক্রমক্ষীয়মান ভালোবাসার কথা। আনা চায় তাহাকে পুরাপুরি আপনার করিয়া পাইতে। একান্ত আপনার করিয়া, তাহাকে সমগ্রভাবে ঘিরিয়া থাকিতে চায় আনা। কিন্তু ভ্রন্স্কি যেন তাহার কাছ হইতে দূরে থাকিবার জন্য সচেষ্ট। একজন যতই অগ্রসর হয়, আর একজন যেন ততই দূরে সরিয়া যায়।···

বাস্তবিকই ইহা সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আনা একটি মাপকাঠি খাড়া করিল। আনা প্রচার করিল তাহার মাথা ধরিয়াছে। তারপর মনে মনে স্থির করিল যে ভ্রন্স্কি যদি তাহাকে এখনও ভালোবাসে তবে আনার অসুস্থতার খবর পাইয়া কোন নিষেধই সে মানিবে না—নিশ্চয় দেখিতে আসিবে। আর যদি তা' না আসে তবে বুঝিতে হইবে যে, সে কেবল সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই আনাকে ভালোবাসা দেখায়,—তাহা অকৃত্রিম নহে, তাহা গভীর নহে।

আনা আপনার ঘরে শুইয়া-শুইয়াই বুঝিতে পারিল ভ্রন্স্কি বাড়ী ফিরিয়াছে। সে এবারে খাওয়ার ঘরে গেল·· ···। কিন্তু কই, সে ত আসিল না!···আনার সান্ত্বনার কি কিছুই অবশিষ্ট রহিবে না? তাহার এতদিনের স্বপ্ন এমনিভাবে ভাঙ্গিয়া যাইবে? তবে, তবে আর বাঁচিয়া লাভ কি? সমাজে তাহার স্থান নাই,—স্বামীকে, পুত্রকে সে

ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে,—এখন কোথায় যাইবে, বাঁচিয়া থাকিবে কেমন করিয়া ! মৃত্যু,—মৃত্যুই চাই !

আনা আফিমের শিশিটা হাতে করিয়া মরিবার কথা ভাবিতে লাগিল। সে মরিবে, মরিলেই ভ্রন্‌স্কিকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে। তখন সে হয়ত আনার জন্য মনে মনে কাঁদিবে। এলেক্সিও বাঁচিবে হাঁপ ছাড়িয়া, আর আনাকেও অসহায় হইয়া বিশ্বের দ্বারে দ্বারে কলঙ্কিত মুখ দেখাইয়া বেড়াইতে হইবে না।···আনা একবার শিশিটার পানে চাহিল।

সে উত্তেজনার ঘোরেই ভ্রন্‌স্কির ঘরে গেল একটি বাতি হাতে লইয়া। ভ্রন্‌স্কি তখন ঘুমে অচেতন। আনা ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখ দেখিতে লাগিল। দীপের উজ্জ্বল আলোকে ভ্রন্‌স্কির ঘুমন্ত মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে যেন হাসিতেছে—আনার মনে হইল, ঘুমাইলে তাহাকে এত ভালো লাগে ! তাহার একবার ইচ্ছা হইল ভ্রন্‌স্কির ঘুম ভাঙ্গাইয়া এখনই একটা মিটমাট করিয়া লয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল সেই সচেতন কঠিন কটাক্ষ, যাহার সাম্‌নে আনা দাঁড়াইতে সাহস পায় না। না, না, জাগাইয়া কাজ নাই,—আনা প্রাণ ভরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। তারপর আলোটা হাতে করিয়া আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল ধীরে ধীরে।

সহসা মৃত্যুর পূর্ব্বেকার অসহ্য যন্ত্রণার কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। সেই যেবার তাহার খুব অসুখ করিয়াছিল, তখন সে যে দেখিয়াছে সেই বিভীষিকাময় রহস্যাবৃত মৃত্যুর ছায়াকে।

আনা শিহরিয়া উঠিল, না, সে মরিতে পারে, কিন্তু ওই নারকীয় বেদনার বীভৎস মূর্ত্তির কঙ্কাল আনাকে ভয় দেখাইতেছে।···না, না, অসম্ভব।···ভ্রন্‌স্কিকে ছাড়িয়া মরিবে কেমন করিয়া ? আর ওই যন্ত্রণা ! সে কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

আজকাল ঘুমাইবার জন্য আনাকে একটু একটু আফিম্ খাইতে হয়। আজও সেই পরিমাণ আফিম্ খাইয়া সে শুইয়া পড়িল। শেষ রাত্রের দিকে চোখটা জুড়িয়া আসিল বটে কিন্তু সুনিদ্রা হইল না। বার বার একটা পুরাতন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।···অবশেষে বিরক্ত হইয়া আনা যখন উঠিয়া পড়িল তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে।

আজ সকালে উঠিয়াই আনার সমস্ত মন ভ্রন্স্কির কাছে ক্ষমা চাহিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিল। শুধু অকারণে একটা গণ্ডগোল পাকাইয়া দু'জনে অশান্তি ভোগ করার কোন মানে হয় না।

আনা চলিল ভ্রন্স্কির ঘরে। নীচে নামিবার সময় দেখিল ভ্রন্স্কি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া তরতর করিয়া একতলায় নামিয়া যাইতেছে। গাড়ীবারান্দায় কাহার একটা গাড়ী আসিয়া লাগিবার শব্দ পাওয়া গেল। আনা বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিল কুমারী সোরোকিন এবং তাহার মা আসিয়াছে। ভ্রন্স্কি তাহাদের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিতেছে। সোরোকিন ভ্রন্স্কির হাতে একটা কিসের মোড়ক দিল, ভ্রন্স্কি মোড়কটি লইয়া হাসিয়া অভিবাদন করিল।

একটু পরে ভ্রন্স্কি উপরে আসিতেই আনা বলিল, "কে এসেছিল ?"

"সোরোকিনের হাত দিয়ে মা জমিদারীর কাগজপত্র আর টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ আমরা চ'লে যাবো তাই কালকে গিয়েছিলাম মায়ের কাছে, কিন্তু তখন এগুলো পাওয়া যায়নি—।"

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে আজকাল ভ্রন্স্কির জননী মস্কাউ-এর কাছাকাছি এক গ্রামে বাড়ী ভাড়া করিয়া সোরোকিনদের সঙ্গে এক বাড়ীতেই বসবাস করিতেছেন।

আজিকার সকালের এই ভূমিকাকেই কেন্দ্র করিয়া আনার মন

আবার বিষে ভরিয়া উঠিল। তাহার আর ক্ষমা চাহিবার কথা মনেও হইল না। সে ভাবিল ভ্রন্‌স্কি নিশ্চয়ই সোরোকিনকে ভালোবাসে। এ সবই তাহার ছুতা, আর তার মানে, সে আনাকে দেখিতে পারে না।

এমনি ধরণের অনেক সম্ভব এবং অসম্ভব কল্পনায় আনা মনে মনে হতাশ হইয়া পড়িল। তাই ভ্রন্‌স্কি যখন প্রশ্ন করিল, "আজ আমরা যাচ্ছি তা হ'লে ?"

আনা সে কথার জবাব না দিয়া অদ্ভুত একপ্রকার কণ্ঠে তিরস্কারের সুরে বলিল, "তুমি,—আমি নয়।"

"আনা, এমনি ক'রে আমাদের আর বেশিদিন চ'লবে না।"

"সে তোমার,—আমার নয়।"

"তোমার কথাগুলো বড়ই কটু হয়ে উঠ্‌ছে। আমার আর সহ্য হয় না—"

"প্রথম অবিশ্বাসের কাজ তুমিই করলে,—আর তার জন্যে তোমাকে অনুতাপ করতেই হবে।" বলিতে বলিতে আনা বাহির হইয়া গেল।

আনার কথাগুলা আসিয়া ভ্রন্‌স্কিকে তীরের মত বিদ্ধ করিল, সে লাফাইয়া উঠিল। ইচ্ছা করিল ছুটিয়া গিয়া আনাকে ধরিয়া ফেলে। কিন্তু আনার কণ্ঠে যে তীব্র হতাশার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা দেখিয়া সে ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

ভ্রন্‌স্কি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন ধরিয়া সে-ই কেবল আনাকে সাধিয়া সাধিয়া মান ভাঙ্গাইয়াছে। তাহার দিকে মনোযোগ দিতে দিতে সে পরিশ্রান্ত। যতই সে চেষ্টা করে আনার মন জোগাইয়া চলিবার, ততই তাহার ঔদ্ধত্য বাড়িয়া যাইতেছে। সে আর পারিবে না তাহার পায়ে তেল মাখাইতে! আদর, যত্ন কিছুতেই যখন কিছু হইবার নহে তখন আরও চেষ্টা না করাই ভালো।

আনা অকারণে তাহাকে সন্দেহ করে, সে কি তাহা বুঝিতে পারে না ? আজিকার এই মনোমালিন্যের মূলে যে একটা নীচতার ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা যেমন অমূলক তাহার পক্ষে তেমনি অপমানজনক। সে ইচ্ছা করিয়াই আনার এই ভুল ভাঙ্গাইবে না, থাক। এবার সে আনাকে অবজ্ঞা করিয়া, উপেক্ষা করিয়া চলিবে, দেখা যাক্ কি হয়।

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বাহির হইয়া গেল, তাহার মনে পড়িল মায়ের কাছেই তাহার একবার যাওয়া দরকার।

আনা তাহার নামিয়া যাইবার শব্দ পাইল। তাড়াতাড়ি জানলার কাছে আসিয়া দেখিল ভ্রন্স্কি উপরের দিকে না চাহিয়া সোজা গিয়া গাড়ীতে বসিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল।···

'চ'লে গেল।···সব শেষ···!' আনা আপনার মনকে বলিল,—'সব শেষ!' ভ্রন্স্কি চলিয়া গেল—কোথায় ? চাকরকে ডাকিবার জন্য 'ঘণ্টা' টিপিল কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিবার মত ধৈর্য্য আর আনার নাই, সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। 'না, না, ও চ'লে গেলে চলবে না।' আনা অস্থির হইয়া বিড়-বিড় করিয়া আপন মনেই বলিল। চাকরটি উপরে উঠিয়া আসিতেছিল। তাহাকে সে প্রশ্ন করিল, "কাউণ্ট কোথায় গেলেন ?"

"তিনি আস্তাবলে গেছেন। আর ব'লে গেছেন আপনার বেরুবার দরকার হ'লে ভাববেন না, গাড়ী এখনই ফিরে আসবে।"

"আচ্ছা দাঁড়াও।" বলিয়া আনা একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া খস্-খস্ করিয়া তাড়াতাড়ি লিখিল,—'আমি অন্যায় ক'রেছি। ফিরে এসো—ওগো, দোহাই তোমার! একলা আমার ভয় করছে বড়।'

চাকরের হাতে কাগজখানি খামে আঁটিয়া দিয়া বলিল, "তাড়াতাড়ি, তাঁর কাছে এটা পৌঁছে দাও।"

আনার যেন সত্যই একেলা থাকিতে ভয় করিতেছে, সে চাকরের পিছন পিছন সেখান হইতে আনির শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

কোঁকড়ানো চুলওয়ালা ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটিকে দেখিয়া আনা যেন একটু হতাশ হইল,…সে মনে মনে চাহিয়াছিল সেরিওজাকে দেখিতে।

মেয়েটা টেবিলের উপর বসিয়া কি একটা জিনিস হাতে লইয়া বারবার ঠুকিতেছিল—আনাকে দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার নীল চোখের চাহনীর মধ্যে যেন ভ্রন্‌স্কির প্রতিবিম্ব দেখা যায়। হঠাৎ আনার মনে হইল তাহার চোখ ফাটিয়া অশ্রু-বন্যা নামিবে বুঝি, সে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।…এখানেই কি তাহাদের চির-বিচ্ছেদ ঘটিবে? না, সে ফিরিয়া আসিবে!

নিশ্চয়ই আসিবে। আনাকে সে ভালোবাসে, সে কিছুতেই আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারে না,—অসম্ভব! আনা একবার ঘড়ি দেখিল, বিশ মিনিট হইল ভ্রন্‌স্কি চলিয়া গিয়াছে, এতক্ষণে সে আনার চিঠি পাইয়া থাকিবে, হয়ত এবারে বাড়ীর পথে আসিতেছে।

হাত-মুখ ধুইয়া পরিষ্কার হওয়া যাক্।

আজ সকালে কি আনা চুল আঁচড়াইয়াছে? বোধ হয় না। হাতটা মাথায় একবার বুলাইয়া মনে হইল যে কেশবিন্যাস ঠিকই আছে, তবু তাহার বিশ্বাস হইল না—আয়নার সামনে গিয়া একবার দেখিয়া লওয়া যাক্।

আধ ঘণ্টা পার হইয়া গেল তবু ভ্রন্‌স্কির দেখা নাই।

অবশেষে আনা আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না। তাহার মনে হইল, 'কোথায় যাই, কি করি!' এমন সময় বাতায়নপথে চাহিয়া সে দেখিল গাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে।…কিন্তু খালি গাড়ী। চাকর আসিয়া বলিল যে তাহারা কাউণ্টের গাড়ী ধরিতে পারে নাই। তিনি বোধ হয় গ্রামের পথে গিয়াছেন।

আনা আর একজনকে পাঠাইয়া দিল ভ্রন্‌স্কির মায়ের বাড়ী। তারপর একটা 'তার'ও করিয়া দিল,—'ফিরে এসো। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

কিন্তু তারপর ?

তারপর সে একেলা এই এতবড বাড়ীটায় বসিয়া বসিয়া কি করিবে ? আনা কি পাগল হইয়া যাইবে! একবার মনে হইল ডলির কাছে গেলে হয়ত শান্তি পাওয়া যায়।

ব্যস্—তখনই সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

বেলা তিনটা বাজিয়াছে। একটু আগে মেঘ করিয়াছিল, এখনও আকাশ খুব পরিষ্কার হয় নাই,—তবে রোদ উঠিয়াছে। মস্কাউ-এর পথে গাড়ীঘোড়া লোকজনের স্রোত বহিতেছে—চারিদিক মুখর। গাড়ীর চাকাটা একঘেয়েভাবে ঘড়-ঘড় করিয়া চলিয়াছে।

আনার মনে হইল, এই বিরাট জনস্রোত,—ইহাদের প্রত্যেকেই একজন অপরকে হিংসা করে। ইহারা স্বার্থপর, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ইহাদের আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা—সব কিছুর মূলে রহিয়াছে সেই আদিম বর্ব্বরতা, তাহার উপরে একটু রঙ্ চড়ানো হইয়াছে মাত্র।—সভ্যতার রঙ্, সৌজন্যের রঙ্! মন ভুলাইয়া কাজ হাসিল করিবার কি অপূর্ব্ব কৌশল!

ডলির বাড়ীতে আসিয়া আনা দেখিল কিটিও আছে সেখানে! ষ্টিপ্‌আন নাই, পিটার্সবার্গে গিয়াছে আনার বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থার জন্য। সে চিঠি লিখিয়াছে—ডলিকে,—'আশা খুব কম, তবে আমি

চেষ্টা করব শেষ পর্য্যন্ত।' ডলি প্রথমে আনাকে চিঠি দেখায় নাই। আনা পীড়াপীড়ি করিতে সে দেখাইল। আনা শুধু বলিল, "যাক্ গে, আমার আর ওতে কিছু যায় আসে না।"

কিটি আনার সামনে বাহির হয় নাই,—সে নাকি অসুস্থ, আপনার সন্তানকে লইয়া শয়নকক্ষে আছে। ডলি তাহাকে একরকম জোর করিয়াই ধরিয়া আনিল। তবু আনার বুঝিতে বাকী রহিল না ব্যাপারটা।—যে-কোন ভদ্র মহিলাই তাহার মত অসচ্চরিত্রা মেয়ের সঙ্গে মিশিতে ভয় পায়!

আনা আসিয়াছিল ডলিকে প্রাণের কথা বলিতে, কিন্তু বলা হইল না।

আপনাকে ছোট করিবার কল্পনায় সে শিহরিয়া উঠিল। ডলি যে তাহাকে সান্ত্বনা দিবে আর মনে মনে করুণা করিবে, তাহা দুঃসহ। আনা যে-কূল ছাড়িয়া অকূলে তরী ভাসাইয়াছে—সে কূলের কাছে তাহার সহানুভূতির আশা করা বিড়ম্বনা। তাহার সান্ত্বনায় কাজ নাই।

যাক্—সেখান হইতেও সে তাড়াতাড়ি বিদায় লইল, "আচ্ছা ভাই আসি তবে, চ'লে যাচ্ছি তাই বিদায় নিয়ে গেলাম।"

ডলি শুধাইল, "কোথায় যাবে,—আজই যাচ্ছ?"

কোথায় যে যাইবে আনা নিজেই তাহা জানে না। বলিল, "আজই যাচ্ছি ভাই।"

তাহার তরী ভাসুক—কূল-কিনারা দেখিয়া চলার তাহার দরকার কি! যেখানে হয় চলুক তার মন। রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিতেছে কিন্তু কোথায় যাইতেছে আনা জানে না। বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী থামিতে সে উপরে উঠিয়া গেল।

ভ্রন্‌স্কির জবাব আসিয়াছে, "রাত্রি দশটার আগে সময় হবে না। তার আগে যেতে পারব না।"

ভ্রন্‌স্কি আসিল না। কিন্তু না আসিলে চলিবে না যে, আনাকে চলিয়া যাইবার আগে একবার ভ্রন্‌স্কির সহিত দেখা করিতেই হইবে।

না, এ বাড়ীতে আনা আর এক মুহূর্ত্তও থাকিবে না। সে চলিয়া যাইবে—। যেখানে হউক! একেলা একবার জীবনটাকে পরখ করিয়া দেখা যাক্। কয়েক দিনের মত কাপড়চোপড় গুছাইয়া লইয়া আনা চাকরকে বলিল, "গাড়ীতে তুলে দাও।"

রাস্তায় চলিতে চলিতে আনার মনে হইল, যদি এলেক্সি তাহার ত্যাগ মঞ্জুর করে আর সেরিওজাকেও দিয়া দেয় তবে কি ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে সে পরম শান্তিতে দিন কাটাইতে পারিবে?—পারিবে না। স্বার্থে স্বার্থে যে সংঘাত বাধিয়াছে, তাহা মিটিবার নহে। একজন কাছে আসিবে আর একজন দূরে সরিয়া যাইতে চাহিবে।···মানুষ স্বার্থপর।

আর আনা নিজে?

এইবার সে এতদিনের চাপা দেওয়া চিন্তাস্রোতকে খুলিয়া দিল। পশ্চাতে ফেলিয়া আসা দিনগুলির দিকে আনা সাহস ভরে চাহিয়া দেখিল—সে শুধু স্বার্থপর নহে, স্বার্থ-সর্ব্বস্ব। আপনার সন্তানকে সে ভালোবাসিত, কিন্তু প্রণয়লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাকে সে ত্যাগ করিয়াছে।—আপনার প্রতি আনার ঘৃণা হইল। প্রবৃত্তির জন্য সমাজ, বন্ধু, স্বামী, পুত্র সব সে ছাড়িয়াছে।

এ পৃথিবীতে কেহ কাহাকেও ভালোবাসিতে পারে না, প্রীতি বলিয়া সত্য কিছু নাই।···আপনার আনন্দের উৎস-সন্ধানে সকলে চলিয়াছে। এই স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়াই জগৎ বাঁচিয়া আছে।······ না, না, আনার আর ভালো লাগে না মানুষের অন্তরের অন্তর্নিহিত

গোপন নীচতাকে টানিয়া বাহির করিয়া দেখিতে—কিন্তু এই ত সত্য, ইহাই জীবন। আজ আর আনা ভাবিতে গিয়া পিছাইয়া আসিবে না, তাহার ভয় করিবার কিছু নাই। সে মুক্ত! গাড়ীর কোচম্যান, ওই খানসামাটা হইতে আরম্ভ করিয়া ভল্‌গার দুপারে যত লোক বাস করিতেছে, সকলেরই উদ্দেশ্য এক।

সে কোথায় যাইবে, তখনও স্থির ছিল না, একেবারে স্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিতে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। চাকর আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কোথাকার টিকিট হবে মা?"

কোথাকার টিকিট হইবে? তাইত!

সে ভ্রন্‌স্কির মায়ের বাড়ীতেই যাইবে। ভ্রন্‌স্কি সেখানে আছে—

চিরদিনের জন্য বিদায় হইয়া যাইবার পূর্ব্বে আনা একবার ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে।

ভৃত্য সেই বিশেষ গ্রামেরই একখানা টিকিট কাটিয়া দিল।

স্টেশনে নামিয়া আনা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার গন্তব্য স্থান যে কোথায় তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

আশপাশে তরুণের দল চঞ্চল হইয়া ঘোরাঘুরি করিতেছে।··· স্টেশনমাষ্টার আসিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন "আপনি কি এই গাড়ীতে যাবেন?" আনা নিরুত্তর। যাত্রীরা পাশ কাটাইয়া আপনার পথে চলিয়া যাইতেছে। কুলিরা কাছে আসিয়া মুখের পানে চাহিয়া খরিদ্দার জমাইবার চেষ্টায় বার-কয়েক ঘুরিয়া গেল।

কোথায় যাইবে আনা? ভ্রন্‌স্কির কাছে যাইবে? যে তাহাকে

দুর্ব্বহ বোঝা বলিয়া মনে করে—তাহার কাছে? তাহার মনে পড়িল, সেই স্থির অচঞ্চল চাহনী যাহার মধ্যে কোন স্বপ্নের অবকাশ নাই, অভিব্যক্তির ভাষা নাই, আনার আবেগ-গভীর দৃষ্টি যেখানে বার বার ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে—সেই ভ্রন্‌স্কির কাছে?

এখন হয় ত ভ্রন্‌স্কি তাহার মায়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে,···পাশে কুমারী সোরোকিন বসিয়া আছে। ভ্রন্‌স্কি হাসিতেছে, আর মনে মনে আনার কষ্টের কথাটা কল্পনা করিয়া উপভোগ করিতেছে।

আনা প্রশস্ত প্লাটফরমের উপান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে কয়েকজন পুরুষ ও রমণী কোনো যাত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, আনাকে দেখিয়া তাহার পানে একবার অপ্রসন্নভাবে চাহিল।

সে তাড়াতাড়ি সেখানটা ছাড়াইয়া আরও একটু আগাইয়া গেল।

একখানা মালগাড়ী আসিতেছে।—

আনার মনে পড়িয়া গেল সেই প্রথম দিনের কথা, যেদিন তাহার সহিত ভ্রন্‌স্কির প্রথম দৃষ্টি-বিনিময় হয়।

সেদিনের সেই রেলকর্ম্মচারীটির মৃত্যুর দৃশ্য আনার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

চকিতে তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠে। মরিবার জন্য তাহার মন নাচিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত সমস্যা যেন নিমেষে স্বচ্ছ হইয়া গেল। এ কথাটা তাহার আগে মনে হয় নাই? আশ্চর্য্য!

সে মরিয়া মুক্তি পাইবে আপনার হাত হইতে। আর, আর ভ্রন্‌স্কিরও উপযুক্ত শাস্তি হইবে। আনা লোলুপ দৃষ্টিতে মালগাড়ীটার ঘূর্ণ্যমান চক্রের পানে চাহিয়া রহিল। হাতের 'ব্যাগ'টা ফেলিতে ফেলিতে প্রথম গাড়ীটা পার হইয়া গেল।

আনার চোখের সম্মুখে সেই মুহূর্ত্তে একবার জীবনের উজ্জ্বল

দিকটাও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল বই কি! যে দিকটা রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে অপরূপ—জীবনের ভোগের দিক, আনন্দের দিক! আনার ত যৌবন এখনও যায় নাই।

তবে ?...

কিন্তু আনা সেদিকে ভালো করিয়া চাহিল না। কেমন একটা বিহ্বলতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে, তাহার মনেও দেখা দিয়াছে—কিছুই যেন সে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। শুধু মরিতে হইবে—এইটাই মনে ছিল।

হাঁটু গাড়িয়া বসিতে বসিতে দ্বিতীয় গাড়ীর প্রথম চাকাটা চলিয়া গেল। এইবার—দ্বিতীয় চাকাটা আসিয়া পড়িবার আগেই মাথা পাতিয়া দিতে হইবে!

শেষ মুহূর্ত্তে একবার সে যেন আচ্ছন্নভাবেই মনে মনে প্রশ্ন করিল, "এ আমি কোথায় ?...কোথায় যাচ্ছি ?...কেন ?" কিন্তু জবাবের জন্যও অপেক্ষা করিল না—শুধু একবার ভগবানের কাছে তাহার শেষ প্রার্থনা জানাইল, "আমাকে ক্ষমা ক'রো প্রভু!" তাহার পরই নিজের লঘু তনুখানি পাতিয়া দিল লাইনের উপর—

সঙ্গে সঙ্গেই সে একবার বোধ হয় উঠিবার চেষ্টা করিল কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই কিসের একটা আঘাত লাগিয়া আবার পড়িয়া গেল, মাথা তুলিতে পারিল না।

তাহার পর পৃথিবীর সমস্ত আলো-আঁধার একাকার হইয়া গেল তাহার মনের সম্মুখে—দৃষ্টির সম্মুখে।

ইহার কয়েকদিন পরেই সার্ভিয়ায় তুর্কীদের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া

উঠিল। ভ্রন্স্কি নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিল।

তাহার শোকের উন্মাদনা তখন হয়ত কাটিয়াছে কিন্তু আচ্ছন্নতা যায় নাই। ভ্রন্স্কির মা ছেলেকে তুলিয়া দিতে স্টেশনে আসিয়াছিলেন। ভ্রন্স্কি তাঁহার সহিতই চলিতেছিল বটে কিন্তু তাঁহার কান তাঁহার দিকে ছিল না, কোন দিকেই তাহার যেন মন নাই। কাহারও দিকে না চাহিয়া, সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সে আসিয়া গাড়ীতে চাপিল।

লেভিনের বৈমাত্রেয় ভাই বিখ্যাত চিন্তাবীর সেরগেই আইভা-নোভিচ্ স্টেশনে আসিয়াছিলেন, ভ্রন্স্কির মাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে তিনি অভিনন্দন জানাইয়া কহিলেন, "ভালোই করেছে ভ্রন্স্কি—মানুষের মত কাজই করেছে!"

ভ্রন্স্কির মায়ের কিন্তু মনের সংশয় তখনো যায় নাই। পারিবে কি এ আঘাত সাম্‌লাইতে ভ্রন্স্কি? তিনি ভ্রন্স্কির অবস্থার কথা গল্প করিয়া আনার সম্বন্ধে গোটাকতক কটূক্তি করিতেও ছাড়িলেন না। "ছুঁড়ি যেমন কুৎসিতভাবে জীবন কাটিয়ে গেল, মরলোও তেম্‌নি জঘন্যভাবে। মাঝখান থেকে আমার ছেলের জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেল!"

সেরগেই দুই-একটা মিষ্ট কথা বলিলেন। ভ্রন্স্কির মা তখন তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "তুমি বাবা ওর সঙ্গে একটু কথা ব'লে দেখ না—ঐ কেমন গুম্ হ'য়ে থাকে সর্ব্বদা। আমার বড্ড ভয় করে বাবা!"

সেরগেই কাছে গিয়া ভ্রন্স্কির সহিত দুই একটা কথা কহিয়া অবশেষে বলিলেন, "অচেনা দেশে যাচ্ছেন—যদি দু-একটা পরিচয়পত্র পেলে সুবিধা হয় ত আমি দিতে পারি—"

পরিচয়পত্র ? ভ্রন্‌স্কি কঠিনভাবে হাসিল, "মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করতে আবার পরিচয়পত্র লাগে নাকি ? সে ত একটা তুর্কীর সঙ্গে দেখা হ'লেই হয়।" সে পরিচিত লোকের সঙ্গ এড়াইয়া প্লাটফর্ম্মের অপর দিকে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃত্যু ছাড়া তাহার আর পথ নাই, এখন শুধু তাহার জন্যই দিন গোনা !

হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল একটা চলন্ত ট্রেণের চাকার উপর—সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল সেদিনের সেই দৃশ্য ! খবর পাইয়া যখন পাগলের মত সে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন আনার দেহখানি আনিয়া ওয়েটিংরুমের টেবিলে শোওয়ানো হইয়াছে। মুখখানি তখনও অক্ষত ছিল,—সেই অকলঙ্কিত সুন্দর মুখ, মেঘের মত সেই নিবিড় কেশদাম, ওষ্ঠ দুটি তখনও তেম্‌নি লাল ! শুধু দৃষ্টিটাই যেন কেমন, তাহার দিকেই স্থির হইয়া চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টির দিকে চাহিলে যেন মনে হয় তাহার প্রতি তিরস্কারের ভাষা ফুটিয়া আছে সে চাহনীতে !

সেই দৃশ্য মনে হইতেই মনে পড়িল—আর একদিনকার কথা, যেদিন আনার সহিত তাহার প্রথম দেখা হইয়াছিল। সেও এমনি স্টেশনে। কিন্তু সেদিন তাহার মুখে মৃত্যুর নীলিমা দেখা দেয় নাই, দেহে নামিয়া আসে নাই হিমশৈত্য—সেদিন তাহার মুখে ছিল বিশ্বের সৌন্দর্য্য পুঞ্জীভূত করা, দেহ ছিল প্রাণচঞ্চলতায় বর্ণোজ্জ্বল। স্টেশনে যেখানে সে দাঁড়াইয়া ছিল সেখানটা যেন আনন্দে, সৌন্দর্য্যে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই আনা—

উঃ !!

ভ্রন্‌স্কির বক্ষ ভেদিয়া একটা কান্না যেন অদম্যবেগে কণ্ঠের কাছে

ঠেলিয়া উঠিতেছিল। সে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া আবার স্বাভাবিককণ্ঠে সেরগেইর সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ পাড়িল।

একটু পরেই তাহাদের ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। ভ্রন্স্কি যাত্রা করিল অজানা দেশে, মৃত্যুপুরীর সন্ধানে।

শেষ